The Sinner / Arther Hailey

Translated by

Shuvadeb Chakraborty

□ □ □

প্রথম প্রকাশ/আগস্ট ১৯৬০

প্রচ্ছদ/অশোক রায়

এপিপির পক্ষে অভীক রায় কর্তৃক ১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত ও বাবা তারকনাথ প্রেস, ১৪, নরেণ সেন স্কোয়ার, কলি-৯ হইতে দীপালি নাহারায় কর্তৃক মুদ্রিত।

□ এক □

সেটা ছিল এপ্রিল মাসের এক দিন যেদিন ব্যাপারটার সূত্রপাত ঘটেছিল, ঐদিন আমি লাইব্রেরীতে বই পালটাতে গিয়েছিলাম। অন্ততঃ আমার নিজের মনে হয়েছিল ঐ সময়েই এর সূত্রপাত ঘটেছিল, অবশ্য এও খুব ভালভাবেই জানি যে তোমরা সাধারণ মানুষেরা কোনও কিছুকেই এত সহজ মনে নাও না, যে কোনও ব্যাপার ঘটলেই তোমরা নাক বাড়িয়ে তার ভেতরে গন্ধ খুঁজতে শুরু করো, চেষ্টা করো কোনও কেচ্ছা খুঁজে বের করা যায় কিনা এবং সেই প্রসঙ্গেই বলছি যে আমি নিজে এইরকম ধ্যান ধারণায় আদৌ বিশ্বাসী নই। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, মানুষ যাকিছু করুক না কেন, তার যাবতীয় দায়িত্ব তাকে একাই বহন করতে হবে। এর বিপরীতে পৃথিবী কি ভাবে এগিয়ে চলেছে তা আমি বুঝতে পারি না, এবং এও জানি সেই গতি কখনো আমার বিরুদ্ধেই চালিত হতে পারে।

সেদিন সন্ধ্যেয় মের মাথাব্যথা শুরু হয়েছিল, সেই পুরোনো রোগ—মাইগ্রেণ। কাজ সেরে বাড়ি ফিরে দেখি শোবার ঘরের সবকটা জানালার পর্দা নামিয়ে সে বিছানায় পড়ে আছে; নিজেই বলল ও সারাদিন কিছুই খেতে পারেনি, শুধু এই মাথা ব্যথার তাড়নায়। তারপরেই কথা নেই বার্তা নেই যে হঠাৎ অনুরোধ করে বলল, একবার লাইব্রেরীতে গিয়ে ওর বইটা পাল্টে আনতে। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত ঠেকল আমার চোখে কারণ ঐ প্রচণ্ড মাইগ্রেণের মাথাব্যথার সময় কারও কিছু পড়তে বা লিখতে ইচ্ছে করে না, মেরও নিশ্চয়ই পড়তে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু মের মত মেয়ে বলেই ঐ যন্ত্রণার মধ্যেও বই পাল্টে আনতে অনুরোধ করতে পারে সে। আরও অদ্ভুত এই কারণে যেহেতু লাইব্রেরীর ছাপ দেয়া সীলমোহরের তারিখ অনুযায়ী আগের দিনই ছিল বইটা ফেরৎ দেবার নির্দিষ্ট তারিখ, অর্থাৎ আজ তা ফেরৎ না দিলে লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ নিয়ম অনুযায়ী দুপেনি জরিমানা করতে পারে অনায়াসেই, আর মের কখনোই এসব ব্যাপারে ভুল হয় না, এক কথায় ও একজন সুগৃহিণী।

কর্ণড বীফ, পটেটো স্যালাড আর টিনের ফল দিয়ে সাপার সেরে বইটা নিয়ে এসে হাজির হলাম লাইব্রেরীতে। কাউণ্টারের ওপাশে দাঁড়িয়েছিল গোলগাল সুশ্রী দেখতে এক অল্পবয়সী যুবতী। গায়ের রংটা যার কোনমতেই ফর্সা বলা চলে না। বইটা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। মেয়েরা সচরাচর আমার দিকে তাকিয়ে কখনও হাসে না, মেয়েরা আমার প্রতি কখনোই আকৃষ্ট হয় না। আমাকে দেখতে যে খুব কুৎসিত ও কদাকার তা নয়, মাকে চিরকাল বলতে শুনেছি ছোটবেলায় আমাকে

নাকি দেখতে ভালই ছিল, স্কুলে পড়ার সময় সহপাঠিনীরাও সবাই আমার সঙ্গে মেলামেশা করত। কিন্তু একুশ বছর বয়সে পা দিতেই লক্ষ্য করলাম মেয়েরা সবাই আমায় কেমন যেন এড়িয়ে চলছে। আমার মুখ থেকে দুর্গন্ধ বা গা থেকে ঘামের পচা গন্ধ বেরোত তা নয়, আসলে মেয়েদের কাছে এলেই আমি ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়ি, খুব জোরে হড়বড় করে তাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করি, আর তার ফলে অকারণে উত্তেজিত হয়ে পড়ি, এই হল আসল ব্যাপার।

যাক, কাউন্টারের এই যুবতীটি আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমি ভদ্রতা করে জানতে চাইলাম সে নতুন কর্মচারী কিনা। ঘাড় নেড়ে যুবতী হাসল। আমার অনুমান ঠিক, ও সবে ঐ লাইব্রেরীতে চাকরী পেয়েছে। কিছুক্ষণ পর আমি একটা র‍্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে বই বাছছি, এমন সময় সেই যুবতী এক ট্রলি বই নিয়ে এসে দাঁড়াল আমার সামনে, আমি সুযোগ পেয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম ময়রা মর্উলিভেরারের লেখা কোনও ভাল উপন্যাস ঐ ট্রলিতে আছে কিনা। যাঁর নাম করলাম তিনি একজন নামী লেখক, তাঁর লেখা রোমান্টিক উপন্যাস পড়তে পড়তে গায়ে রোমাঞ্চ জাগে, তিনি মের খুবই প্রিয় লেখক। আমার প্রশ্ন শুনে যুবতী আবার মুচকি হাসল, বলল,

'ঠিক বলতে পারছি না, মিঃ উইলকিনস আপনি কি ময়রা মর্উলিভেরারের লেখা বই পড়েন?'

'আজ্ঞে না,' আমি বললাম 'আমার নিজের জন্য নয়, তবে আমার বোন ওর লেখার খুব ভক্ত। বেচারী হাঁটাচলা করতে পারে না, এককথায় পঙ্গু, সারাদিন বাড়িতে বসে থাকে আর ঐসব বই পড়ে সময় কাটায়। আমার নিজের প্রিয় লেখক হলেন সমারসেট মম্।'

'উনি ত একজন জাতের লেখক,' যুবতী মন্তব্য করল, 'খাঁটি দার্শনিক।'

'আজকের দুনিয়ায় এমন সেরা মানুষ দুজন বিরল' আমি সায় দিলাম, 'ওঁর দৃষ্টিভঙ্গি খুবই সূক্ষ্ম।'

'নিশ্চয়, এক মিনিট, আমি এক্ষুণি আসছি,' বলে যুবতী ট্রলি থেকে বইগুলো তুলে র‍্যাকে পরপর সাজিয়ে রাখল আর তক্ষুণি নজর পড়ল যে ওর দুহাতের আঙ্গুলের রঙীন নখগুলো খুব সুন্দর।

'এই নিন ত,' প্লাস্টিকের চকচকে প্যাকেটে মোড়া একটা বই যুবতী আমার হাতে তুলে দিয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনার বোন এ বইটা পড়েছেন? এটা একদম নতুন, এখনও র‍্যাকে রাখতে পারিনি।' বইটা হাতে নিয়ে দেখলাম তার মলাটে নাম লেখা যাদুকরী রাজকন্যা, লেখক ময়রা মর্উলিভেরার। বইটা নেবার মুহূর্তে আমার হাত তার হাতে ঠেকে গেল, আর আমার দুহাতে এক অদ্ভুত শিহরণ জাগল।

এরপর আমি প্রাণভরে তাকে ধন্যবাদ দিতে শুরু করলাম। আমার যা রোগ কোনকিছুরই সীমারেখা টানতে জানি না তাই হল। এক সময় সম্ভবতঃ বিরক্ত হয়ে ঐ যুবতীটি বলে উঠল, 'আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আমার হাতে একদম সময় নেই, এবার আমায় আবার কাউন্টারে যেতে হবে, অনেক বই ইস্যু করতে হবে। আর

আবার দেখা হবে, কেমন ?" বলেই আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে ও গিয়ে দাঁড়াল কাউণ্টারে তার আগের জায়গাটিতে, আর বইটা নিয়ে আমিও ফিরে এলাম বাড়িতে। এই ভাবেই সেদিন শীলার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, আর প্রথমদিনেই একটি নিটোল মিথ্যে তাকে বলেছিলাম। আমি মে'কে পঙ্গু বলে উল্লেখ করেছিলাম, সেইসঙ্গে বউয়ের বদলে তাকে বোন বানিয়ে দিয়েছিলাম। সেদিন কেন এই মিথ্যে বর্ণনা দিয়েছিলাম সে প্রশ্নের উত্তর আজও আমি খুঁজে পাই না।

□ দুই □

পরদিন সকালে মেকে অনেকটা সুস্থ দেখলাম। ব্রেকফাস্ট তৈরী করতে বলে ও এদিন বেশ সকাল সকালই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল, ওর প্রিয় লেখকের বই লাইব্রেরী থেকে নিয়ে এসেছি দেখে মনটাও তার বেশ খুশি। কাছেই একটা বড় মুদিখানায় সে পার্টটাইম চাকরী করে, বলল, কাজে যেতে ওর কোনও অসুবিধে হবে না। শুনে আমিও যে খুশি হলাম তা আর নতুন করে বলার দরকার নেই। আমি প্রত্যেক বুধবার বিকেলে মাকে দেখতে যাই, কিন্তু মনটা সকাল থেকে এত ভাল ছিল যে রুটিন পাল্টে সেদিন বিকেলেই মার কাছে চলে আসব ঠিক করলাম, মেকে বললাম ও যেন আগেই চলে যায় মায়ের কাছে।

কিন্তু অফিসে সেদিনটা আমার খুব ভাল কাটেনি। আমি কি চাকরী করি তা নিশ্চয়ই কারও অজানা নয়, অক্সফোর্ড স্ট্রীটে একটি বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স বা বিভাগীয় বিপণি আছে, আমি সেখানকার অভিযোগ সংক্রান্ত দপ্তরের সহকারী ম্যানেজার। মাইনে তেমন বেশী নয়। বছরে মাত্র সাড়ে পাঁচশো পাউণ্ড, কিন্তু যে পদে আমি চাকরী করি তার গুরুত্ব অনেক। দায়িত্বও প্রচুর। সেদিন সকালে অফিসে যাবার পর আমার ওপরওয়ালা মিঃ জিম্বল আমায় তাঁর কামরায় ডেকে পাঠালেন।

'আজ কেমন আছেন, মিঃ উইলকিনস ?' কামরায় ঢুকতেই মিঃ জিম্বল প্রশ্ন করলেন। 'আমি ভালই আছি, স্যার ধন্যবাদ' আমি জবাব দিলাম।

'মাথা ঘোরা সেরেছে ?'

'আজ্ঞে না, ওটা এখন আর নেই, আমি খুশিখুশি গলায় জবাব দিলাম। গত বছর মোট দু তিনবার আমি মাথা ঘুরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম, দুপুরে লাঞ্চ খেতে বেরিয়েছিলাম তারপর আর অফিসে ফিরে আসিনি। খেতে খেতে রেস্তোরাঁর চেয়ারে বসেই জ্ঞান হারিয়েছিলাম, কিন্তু মিঃ জিম্বল তা বিশ্বাস করেছিলেন কিনা

সে সম্পর্কে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই। বড়দিনের ঠিক আগেই দুবার ওরকম ঘটেছিল আর তারপরেই মিঃ জিম্বল আমাকে কিছুদিনের জন্য ছুটি নেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আজ তিনিই জানতে চাইলেন 'আপনার কি বেশী কাজের জন্য মানসিক চাপ আর উত্তেজনা বেড়েছে?'

'না, মিঃ জিম্বল,' লাইব্রেরীর সেই যুবতীর মত মুচকি হেসে জবাব দিলাম, 'আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি।'

'তাহলে এসব ঘটছে কি করে?' বলেই মিঃ জিম্বল তিনটে চিঠি এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। তিনটে চিঠি আমি পড়ে দেখলাম। তিনটেই লিখিত অভিযোগ। তিনজন আলাদা খদ্দেরের—প্রথমটা একজোড়া মোজা সংক্রান্ত, দ্বিতীয়টার বিষয়বস্তু একটি ঝুলন্ত তার, আর তৃতীয়টা লিখেছেন এক মহিলা খদ্দের যিনি উল্লেখ করেছেন আমাদের একজন কর্মচারী তাঁকে অপমান করেছে।

'এটা ঠিক এক হপ্তা আগে লেখা' তৃতীয় চিঠিটায় টোকা মেরে মিঃ জিম্বল জানালেন, 'আজ ভদ্রমহিলা আবার চিঠি দিয়েছেন এবং তাতে উল্লেখ করেছেন যে দরকার হলে তিনি আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পিছু পা হবেন না।'

'এ চিঠিগুলো আজই প্রথম আমার চোখে পড়ল, মিঃ জিম্বল,' আমি জবাব দিলাম।

'যেদিন চিঠিগুলো আমাদের দপ্তরে এসেছে সেদিনের সীলমোহর সবকটার গায়েই আছে,' মিঃ জিম্বল বললেন, 'তারপর থেকে এগুলো আপনার টেবলেই পড়ে আছে।'

'মাপ করবেন,' আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'তা কখনো হতে পারে না।'

'মিঃ উইলকিনস,' মিঃ জিম্বল গলা চড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আমায় মিথ্যেবাদী বলতে চাইছেন?'

মিঃ জিম্বল প্রশ্নটা তুলে খুব ভুল করেননি, কারণ প্রায়ই আমার ওঁকে ধোঁয়াটে রহস্যময় মানুষ বলে মনে হয়—তাঁর চুলের সাদা রং দেখে মনে হয় উনি মাথায় তুষার জাতীয় কোনও সাদা গুঁড়ো মাখেন. ওঁর চশমার কাঁচের পেছনে ওঁর দুচোখে যেন লুকিয়ে থাকে পৃথিবীর যাবতীয় দুর্ভেদ্য রহস্য. সে চোখের চাউনিও কেমন যেন তুষারাচ্ছন্ন। এছাড়া ওঁর টাই-এ সবসময় মুক্তোবসানো একটি টাই পিন গাঁথা থাকে যা আমায় তুষারের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। আজ ওঁকে অন্যান্য দিনের চাইতে বেশী ধোঁয়াটে দেখাচ্ছিল।

'আজ্ঞে আমি মোটেই তা বলতে চাইনি স্যর,' বিনয়ে গদগদ হয়ে বললাম, 'শুধু এটাই বলতে চাইছি যে এ চিঠিগুলো টেবিলে পড়ে থাকলে অবশ্যই আমার চোখে পড়ত। আপনি জানেন যে, আপনি যে সিম্পল ব্যবস্থা আমাদের প্রতিষ্ঠানে চালু করেছেন আমি নিজে কি কঠোরভাবে তা মেনে চলি। যার মূলকথা হল খদ্দের যাতে তার অভিযোগ তুলে নিয়ে ধন্যবাদ দেয় সেইজন্য তেমন ভাবে কাজ করো। আমি তা কখনও ভুলব না। মিঃ জিম্বলের অজস্র শ্লোগানের মধ্যে এটি অন্যতম, আমাদের দপ্তরের চার দেয়ালে তা আঁঠা দিয়ে সেঁটে রাখা আছে।'

'শুনে খুশী হলুম,' মিঃ জিম্বল বললেন, 'তাহলে বলছেন আগে এ তিনটে চিঠি আপনি দেখেন নি?'

'আমার যতদূর মনে পড়ে দেখিনি,' গলা স্বাভাবিক রেখে জবাব দিলাম। এবার টেলিফোনের রিসিভার তুলে মিঃ জিম্বল মিস মার্চিসনকে ডেকে পাঠালেন। এই যুবতীটির নাক বেখাপ্পা রকম লম্বা, দুচোখ সবসময় লাল টকটকে হয়েই আছে, চিঠিপত্র ফাইল করাই ওঁর কাজ। ভদ্রমহিলা যে আমাকে আগেই পছন্দ করেন না তাও আমার অজানা নয়। তিনি ঘরে ঢুকতেই মিঃ জিম্বল প্রশ্ন করলেন, 'এই তিনটে চিঠি আপনি কোথায় খুঁজে পেয়েছেন মিস মার্চিসন?'

"দুদিন আগে মিঃ উইলকিনসের টেবিলে অন্যান্য কাগজপত্রের নীচে এগুলো চাপা পড়েছিল স্যার,' মিস মার্চিসন জবাব দিলেন, 'তখন এগুলোর কথা ওঁকে বলেও ছিলাম, কিন্তু উনি তখন বলেছিলেন যে ভয়ানক ব্যস্ত আছেন কাজেই তাঁকে যেন বিরক্ত না করি।' আমি কড়া চোখে তাকালাম মিস মার্চিসনের দিকে, ওঁর হ্যাংলা ভিখিরীর মত চাউনী আর আমতা আমতা করে বলা কথার ধরনে এটাই প্রমাণ করছে যে উনি যা বলছেন তা নির্ভেজাল সত্যি। অথচ তা সত্ত্বেও এ তিনটে চিঠির কথা কিছুই মনে করতে পারছি না আমি, নাকি পারছি? হঠাৎ মনে পড়ল যে মিস মার্চিসন এগুলোর ব্যাপারে কি যেন বলেছিলেন আমায়। কিন্তু তাহলে আমি ওগুলোর ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থাই নিইনি কেন? কি করছিলাম আমি তখন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ঘরের ভেতরে আমি আর মিঃ জিম্বল ছাড়া আর কেউ নেই।

'মুখে বললেও আপনি কিন্তু আমার চালু করা ব্যবস্থা না মেনেই চলেছিলেন, মিঃ উইলকিনস।' জিম্বল বললেন, 'এর ফলে খদ্দেররা তাঁদের অভিযোগ তুলে নিয়ে কখনোই ধন্যবাদ জানাবে না আমাদের।'

'এটা ঠিক যে কিছুদিন হল আমাদের কাজের চাপ অনেক বেড়ে গেছে—' আমি আমতা আমতা করে জবাব দিলাম।

'সেকি?' অবাক হয়ে মিঃ জিম্বল বললেন, 'মাত্র পাঁচ মিনিট আগে আপনি বললেন যে আপনার কাজের চাপ এতটুকু বাড়েনি।'

আমি যে আজ কঠিন ফাঁদে পড়েছি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ রইল না মনে। আমার দুহাতের তালু ঘামতে শুরু করল, কথা জড়িয়ে যেতে লাগল।

'বলেছি ঠিকই, কিন্তু তা হলেও কখনও কখনও ব্যস্ততা আর তার ফলে কাজের চাপ দুটোই বেড়ে যায়। আপনি নিজে খুব ভাল ভাবেই জানেন যে এ ব্যাপারটার সঙ্গে শুধু সমুদ্রের ঢেউয়ের তুলনা দেয়া যায়, এও জানেন যে বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া এতবড় ভুল আমার কখনও হয় না। সত্যি বলতে কি, মিস মার্চিসন আমাকে কি বলেছিলেন, আদৌ বলেছিলেন কিনা তা আমার এখনও মনে পড়ছে না, তবু মেনে নিচ্ছি যে তিনি বলেছিলেন। যাক, যে ভদ্রমহিলা দ্বিতীয় বার অভিযোগ পাঠিয়েছেন তাঁর চিঠিটা যদি আমায় দেন—'

'আমি ইতিমধ্যে তার জবাব পাঠিয়ে দিয়েছি', মিঃ জিম্বল বললেন, 'প্রথম চিঠির

উত্তর দেওয়া হয়নি আর তাই দ্বিতীয় চিঠিটি আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল। এখন আমি শুধু ভাবছি এই ধরনের ঘটনা না জানি আরও কত ঘটেছে যা আমার গোচরে এখনও আসেনি।'

'একটিও নয়; মিঃ জিম্বল,' আমি ব্যগ্রভাবে বললাম, 'এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'এমন একটা ব্যাপার কি করে আপনার নজর এড়িয়ে গেল তাই আমি এখনও ভেবে পাচ্ছি না মিঃ উইলকিনস।'

'আমি এ ব্যাপারে সত্যি দুঃখিত,' মাপ চাইবার সুরে বললাম। বুঝলাম বুড়ো এই ধরনের কিছু আমার মুখ থেকে না শুনলে শান্তি পাবে না।

'অন্য কোনও দপ্তরে যাবার সাধ হয়েছে?' মৃদু ধমকের সুরে মিঃ জিম্বল বলে উঠলেন, 'বদলি করে দেব এক্ষুনি? দেখবেন মজাটা?'

'তার আর দরকার হবে না মিঃ জিম্বল,' যতদূর সম্ভব বিনীত সুরে বললাম, 'কথা দিচ্ছি এই জাতীয় ভুল আমার হবে না।' অন্য কোনও দপ্তরে বদলি হওয়া মানে আমার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যখন আমি আর সহকারী ম্যানেজার থাকব না, হব সাধারণ এক কেরানী। ভেবেছিলাম এখানেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হবে কিন্তু বুড়ো এরপরেও পুরো দশ মিনিট আমায় নানাভাবে হুঁশিয়ার করে তবে রেহাই দিল।

নিজের কামরায় ফিরে এসে সেক্রেটারীকে ডেকে এখনই চিঠি লেখালাম, যিনি সোজা মনে অভিযোগ করেছেন তাঁকে একজোড়া নতুন মোজা পাঠালাম, দ্বিতীয় খদ্দেরটিকে জানালাম যেন দয়া করে এসে তাঁর জিনিসটি ফেরৎ নিয়ে যান। বাকি দিনটা কেমন এক আচ্ছন্নতার ঘোরে কাটল, টেবিলে যত কাজ জমেছিল সেগুলো এমনভাবে সেরে ফেললাম যেন খুবই জরুরী।

জিম্বলের সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলছিলাম ততক্ষণ আমার টেবিলে রাখা ঐ চিঠি তিনটের কথা ঠিকই আমার মনে পড়েছিল, কিন্তু কেন তাদের একটিরও উত্তর দিইনি তাহলে? সারাদিন অনেক ভেবেও এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলাম না। শেষকালে বিকেলের দিকে মন থেকে জোর করে এ চিন্তা সরিয়ে দিলাম। গতকাল লাইব্রেরীতে যার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সেই মেয়েটির কথা তন্ময় হয়ে ভাবতে শুরু করলাম।

□ তিন □

প্রত্যেক বুধবার মাকে দেখতে যাওয়া মে কিন্তু মোটেই পছন্দ করে না, আমার চাপেই শুধু যায় আর পরে এ নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করে। আমার মতে ওর কারণও আছে। প্রথমতঃ বেনার্ড রোডে মা যে বাড়িটায় থাকেন সেটা আকারে খুবই ছোট, আর সেই

তুলনায় উইংডোভার ক্লোজে যে ফ্ল্যাটটায় আমরা থাকি সেটা পেল্লাই। বাবা যখন মারা যান তখনও আমি আর্মিতে ছিলাম আর আমার মায়ের হাতেও টাকাকড়ি তেমন ছিল না। তখন মা-ই মিনসেণ্ড স্কোয়ারের বড় বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে বেনার্ড রোডে এই ছোট বাড়িটা কিনেছিলেন। বাড়িটায় কোনও গোলমাল ছিল না, কিন্তু একটা সম্ভ্রান্ত বনেদীআনার গন্ধ তার সর্বাঙ্গে মিশেছিল। ঐ বাড়িতে থাকার সময়েই মের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। জায়গাটার ওপর আমার এক ধরনের মায়া পড়ে গিয়েছিল। এমন কি বাড়িতে ঢোকার গেটটায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ, আর বাড়ির পেছন দিকে একফালি ফাঁকা জায়গায় যাকে কোনমতেই বাগান বলা যায় না ও দুটোর জন্য এখনও থেকে থেকে আমার মন কেমন করে।

কিন্তু মে মায়ের কেনা ঐ বাড়িটাকে খুব ঘেন্না করত। বেনার্ড রোডের চাইতেও একটা খুব খারাপ জায়গায় ও বড় হয়েছে যার নাম নেলসন টেরেস। সে তার নিজের বাপ মাকেও পছন্দ করত না আর যেভাবে ও বড় হয়েছে সেই স্মৃতি সবসময় ভুলে থাকতে চাইত ও, যদিও আমার মনে হয় বেনার্ড রোড সেই স্মৃতি সবসময় ওকে মনে করিয়ে দিত। অল্পবয়সী তরুণ তরুণীরা মের সঙ্গ পেয়ে খুব খুশি হত, সে তাদের ড্রইংরুমে বসিয়ে চা আর স্যাণ্ডউইচ খাওয়াত, ব্রীজও খেলত তাদের সঙ্গে। কিন্তু আমায় কাছে পেলেই সে সবসময় জ্ঞান দিত। কেন আমি নিজের আর্থিক উন্নয়নের চেষ্টা করছি না, আসলে এ সম্পর্কে আমি আদৌ মনোযোগ দিই না অথচ মিঃ জিম্বল আর তাঁর স্ত্রীকে ডিনারের নেমন্তন্ন করলেই ও সমস্যাটা সমাধান হয়, এরকম সব জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সুযোগ পেলেই অকাতরে দিত সে, অযাচিতভাবে। মা ছাড়া ড্যাজ মামাকেও সে দুচোখে দেখতে পারত না আর তিনিও থাকতেন বেনার্ড রোডে, কিন্তু যাক—আমি ববং সেদিনের প্রসঙ্গে ফিরে আসি, যে সন্ধ্যেটা আর আর সন্ধ্যের মত দেখতে হলেও একদিক থেকে ছিল কিছুটা অন্যরকম।

সব সন্ধ্যের চেহারা একইরকম হয় তা আগেই বলেছি। মনের মত পদ দিয়ে ডিনার খাওয়া, তারপর তাস খেলে সময় কাটানো। মে শুধু ব্রীজ খেলতে জানত, তার মতে, আমার মা তাসের আর যেসব খেলা খেলতে জানেন সেগুলো ভীষণ টিমে-তালের আর বড্ড সেকেলে।

সেদিন সন্ধ্যেয় ডিনারে ছিল স্টেক আর কিডনি। দ্বিতীয়বার আরেকটু কিডনি নেবার জন্য প্লেটটা বাড়িয়ে দিতেই মা বলে উঠলেন, 'জনি, তুমি আবার চাইছো। কিন্তু এটা আমার মোটেই পছন্দ নয়।'

'জন,' সে বলে উঠল, 'উনি ঠিকই বলেছেন, আর নিওনা। এত খাই খাই ভাল নয়।'

'ভাল নয়; সে কি!' মা অবাক হয়ে দু হাত উল্টোলেন, 'স্টেক আর কিডনি খেলে কারও শরীর খারাপ হয় না।'

'এর স্বাদটা চমৎকার হয়েছে,' সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'কিন্তু কোনকিছুর বাড়াবাড়ি ভাল নয়। খাই খাই না কমালে জন মোটা হয়ে পড়বে।'

এটা ঠিক যে গত কয়েকমাসে আমার ওজন কিছুটা বেড়েছে। অন্যমনস্কভাবে আমি বললাম, 'হয়ত সে ঠিক কথাই বলেছে।'

এতক্ষণে মা বড় হাতায় দুবার অনেকটা কিডনি ঢেলে দিয়েছেন আমার প্লেটে। 'দিয়ে যখন ফেলেছি তখন আর তুলে নিতে পারব না, বাছা।' মা বললেন, 'এটুকু খেলে ওর শরীরের কোনও ক্ষতি হবে না। রোজ ত আর খাচ্ছে না।' মা অন্যায় কিছু বলেননি। কিন্তু মের চোখমুখ দেখে বুঝলাম এধরনের মন্তব্য করে খুব ভুল করছেন তিনি।

'খেয়ে নাও খোকা,' ড্যান মামা মন্তব্য করলেন। মার ঠিক পাশেই বসেছিলেন তিনি, 'একশো বছরেও চেহারা যেন একইরকম থাকে তাই দেখো।' জীবনে অনেক রকম কাজ করেছেন ড্যান মামা, এখন বুড়ো বয়সে মার কাছে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকেন।

পাইয়ের পর এল পুডিং। ড্যান মামা ভাল করে খেলেন, আমিও খেলাম কিন্তু মে ওটা ছুঁয়েও দেখল না। খাওয়া শেষ করে আমরা নিজেরাই প্লেট ধুয়ে সাফ করলাম, তারপর মে বলল ও ভীষণ ক্লান্ত, তাস খেলতে পারবে না। মা ম্যান্টেলপিসের ওপর রাখা তাসের প্যাকেটটা সবে নামাতে গিয়েছিলেন এমন সময় মের কথা শুনে থেমে গেলেন তিনি।

'শরীর ক্লান্ত লাগছে,' ড্যান মামা বলে উঠলেন, 'তাই ও তাস খেলতে চাইছে না। কিন্তু বাছা সারারাত মদ খেয়ে, বাজনা বাজিয়ে, নেচে কাটিয়েছে, দেখেছি শরীর না চাইলেও তাস ঠিকই খেলা যায়, তাতে কোনও অসুবিধা হয় না।'

'শরীর চাইছে না বলিনি ত,' সে প্রতিবাদের সুরে বলল, 'বলেছি এত ক্লান্ত লাগছে যে তাস খেলতে ইচ্ছে করছে না।'

'তাহলে বরং মুখ বদলানোর জন্য আজ নতুন কিছু খেলা যাক,' ড্যান মামা বললেন, 'এসো আজ আমরা পণ্টুন খেলি।'

'তাই ভাল,' মা তাঁর ভাইয়ের প্রস্তাবে সায় দিলেন, 'এসো আজ আমরা বরং পণ্টুনই খেলি।'

'আমার তাস খেলতে আজ মন চাইছে না' সে আবার ঐ একইরকম জেদী গলায় বলে উঠল।

'আরে বাবা, দু চারটে দান দিয়েই দ্যাখো না,' ড্যান মামা মেকে উৎসাহ দিতে চাইলেন, 'এ হল রীতিমত জুয়া। হয়ত দেখবে তুমি এক রাতেই প্রচুর টাকার মালিক হয়ে গেছো। কোথায় তোমরা সবাই তৈরী ত?'

'ড্যান,' মা বিষণ্ণ সুরে বললেন, 'কেন শুধু শুধু জোর করছ? মে ত বলেই দিয়েছে ওর তাস খেলতে একদম ইচ্ছে করছে না।' লক্ষ্য করে দেখেছি মা যখন কোনকারণে ব্যথা পান শুধু তখনই এমন বিষণ্ণসুরে কথা বলেন। সঙ্গে সঙ্গে ড্যান মামা তাসগুলো নিয়ে আবার প্যাকেটে ভরে রাখলেন। প্রথমে মা তারপর মের মুখের দিকেও তাকালেন তিনি। সেদিন সন্ধ্যের বাকি সময়টুকু আমরা আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা আর পরনিন্দা পরচর্চা করেই কাটালাম। যাতে বাড়ি যাবার আগে

মা অন্যান্য দিনের চাইতে একটু বেশী কোরেই চুমু খেলেন আমার গালে। ড্যান মামা জানতে চাইলেন আমি সময় কাটানোর জন্য টেনিস ক্লাবে ভর্তি হচ্ছি না কেন। মামাকে বললাম ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখব। আমি খেলোয়াড় হিসেবে বরাবরই ভাল কিন্তু মে পছন্দ করে না বলে বিয়ের পর খেলাধুলোর পাট সব চুকিয়ে দিয়েছি।

মা আর মামার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় মে আর আমি কেউই কারও সঙ্গে কোনও কথা বললাম না। ফ্ল্যাটের সদর খুলে ভেতরে ঢোকার সময় মে বলল, 'যাক, একটা হপ্তার মত আপদ চুকল।'

'এটা না করলেও পারতে,' আমি বললাম, 'তোমার ব্যবহারে মা মনে খুব আঘাত পেয়েছেন।'

'আঘাত পাবার কি আছে ?' সে বলল, 'উনি খুব ভালভাবেই জানেন যে তাস খেলতে আমি ভালবাসি না। তা সত্ত্বেও যখনই যাই তখনই উনি তাস খেলার জন্য জোরাজুরি করেন কেন ? এইভাবে কি উনি নিজের আতিথেয়তা দেখাতে চান ?'

'মে,' আমি বললাম, 'আমি খুব ভালভাবেই জানি যে তুমি ব্রীজ খেল।'

'কারণ ওটা সত্যিই আসল তাস খেলা।'

'সপ্তাহে একদিন তাসের অন্য খেলা খেললে নিশ্চয়ই এমন কিছু যায় আসে না।'

মে এবার অন্য পথে এগোল, বেশ রাগ রাগ গলায় বলে উঠল, 'তোমার মা খেতে বসে স্টেক আর কিডনি নিয়ে কি বললেন তা আমার কানে যায়নি ভেবেছো ? একবার আরেকটু নিলে ওর কোনও ক্ষতি হবে না, রোজ রোজ ত আর খাচ্ছে না, এসব কথা বলে উনি কি বোঝাতে চাইছিলেন তা ঠিকই আমার মাথায় ঢুকেছে। আর ঐ যে তোমার মামা না কে। ঐ আরেকটা বুড়ো শকুন। দেখলেই হাড় পিত্তি-সব জ্বলে যায়। আমায় দেখলেই কেমন করে যেন তাকায় বারবার আর দিনরাত যত নোংরা রসিকতা। সপ্তাহে একবার বোল না। বলো হপ্তায় একবার করে বছরের পর বছর এই খেলা চলছে।'

'কেন, ড্যান মামা আবার কি দোষ করলেন ?' এবার আমি রুখে উঠলাম, 'তুমি অশ্লীলতা, নোংরা রসিকতা এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছ দেখে অবাক হচ্ছি। আর এও জেনে রেখো তোমার মুখে এসব কথা শুনতে আমার মোটেই ভাল লাগছে না।'

'তোমার ছোট মন তাই একথা বলতে পারলে,' কাঁদো কাঁদো গলায় সে বলে উঠল, 'কারণ আমার বাবা ছিলেন একজন সাধারণ দিনমজুর।'

'দিনমজুর ?' আমি বললাম, 'উঁহু, তাতে বড্ড বেশী বলা হয় ওঁর সম্পর্কে, সোজাসুজি বলে, রেসের মাঠের দালাল যাদের স্ট্রীট বুকি বলে সবাই। রাস্তার মোড়ে আর গলি ঘুঁপচিতে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার খবর দিয়ে দু পয়সা রোজগার করে। তাও সবসময় নয়। বছরের বেশীর ভাগ সময় ত উনি মদ খেয়েই উল্টে পড়ে থাকতেন নয়ত চুরি ছ্যাঁচড়ামি করে জেলের ভেতর কাটাতেন—'

মে আর সহ্য করতে পারল না, চেয়ারে বসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বারবার বলতে লাগল ও আমায় নিয়ে এক সুন্দর সংসার গড়তে চেয়েছিল,

কিন্তু আমার মা আর মামার হিংসের তা ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমার পরিবারের লোকেরা কোনদিনই ওকে পছন্দ করেনি। আমি তার সম্পর্কে লজ্জা বোধ করি, সেইসব সাত-রকম প্যানপ্যানানি।

'থামো!' জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম। 'চুপ কর বলছি! রাতের বেলায় শোবার সময় শুরু করেছে নাকে কান্না! বেহেড মেয়েমানুষ কাঁহিকা! মাথায় গোবর ছাড়া কিছুই নেই, তাই না?'

'তোমার মা আমায় ঘেন্না করেন,' রুমালে চোখ আর নাক মুছে সে ধরা গলায় বলল, 'উনি নিজের সাধের খোকন সোনাকে পেটপুরে স্টেক আর কিডনি খাওয়াতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি খেতে দিইনি তাই এত রাগ।'

আমার আর সহ্য হল না। মের গালে টেনে একটা থাপ্পড় মারলাম, আগে কখনও তার গায়ে হাত তুলিনি আমি। মার খেয়ে কান্না থামাল সে। গালে হাত বোলাতে বোলাতে অবাক চোখে বারবার তাকাতে লাগল আমার দিকে।

ছোটবেলা থেকে এই শিক্ষাই আমি পেয়ে এসেছি যে, যারা ভদ্রলোক তারা কখনও মেয়েদের গায়ে হাত তোলে না, কাজেই মেকে থাপ্পড় মারার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাজের জন্য মনে মনে খুব অনুতাপ বোধ করছিলাম। ছোটবেলায় আমার বয়স যখন আট সেইসময় একদিন রাতে রাস্তায় মেয়েদের গলায় কান্নাকাটি শুনে আমার ঘুম গিয়েছিল ভেঙ্গে, জানালা দিয়ে মুখ বের করে দেখেছিলাম ফুটপাতের ওপর একটি যুবতীকে দুজন পুরুষ মিলে বেধড়ক মার মারছে। সে দৃশ্য অসহ্য লাগায় জানালার পর্দা নামিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু ঘুমোতে পারিনি। আমি যে কিছু একটা দেখে বিচলিত হয়েছি তা মা লক্ষ্য করেছিলেন, বিছানা থেকে নেমে এসে জানালার পর্দা তুলে বাইরের ঐ দৃশ্য তিনিও দেখেছিলেন আর আমায় এই বলে প্রবোধ দিয়েছিলেন যে ওরা মদ খেয়ে নেশা করেছে তাই নেশার ঘোরে মেয়েটাকে এমন করে মারছে। নেশা হলে মানুষ ঐরকম পশু হয়ে যায়। এতদিন বাদে সেই ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে গেল। মেকে মারার জন্য আমি খুবই লজ্জিত। তাছাড়া আমি ত সুস্থ আছি, মদ খেয়ে নেশা করেছি এই অজুহাতও দিতে পারবে না।

নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে মের কাছে বারবার মাফ চাইলাম, সব ভুলে যাবার জন্য অনুরোধ করলাম। এও বললাম যে আজকের দিনটা আমার খুব ঝামেলার ভেতর কেটেছে, সেইসঙ্গে এও বললাম মা আর মামা সম্পর্কে ঐ ভাবে অপমানসূচক মন্তব্য করা তার উচিত হয়নি। হাঁটু গেড়ে বসে দুহাতে মেকে জড়িয়ে ধরেছিলাম, আমার মাফ চাইবার পালা শেষ হতেই সে উঠে দাঁড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। সে বলল ওর আর কিছু শোনার ধৈর্য নেই। এবার ও শুতে যাবে। কথাটা বলেই ও বাথরুমে ঢুকে পড়ল। আমিও জামাকাপড় বদলে ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপালাম। তারপর আমিও বাথরুমে ঢুকলাম। দাঁত মেজে স্নান করলাম ভাল করে। ইচ্ছে করেই একটু বেশী সময় নিলাম কারণ আমি জানি মে চায় না যে কাপড় ছাড়ার সময় আমি তাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখি। বাথরুম থেকে বেরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি সে আলো

নির্ভয়ে শুয়ে পড়েছে। বিছানায় উঠে মেকে জড়িয়ে ধরে তার পাশে শুয়ে পড়লাম কিন্তু সে আমার হাত ঠেলে সরিয়ে দিল।

অগত্যা চিৎ হয়ে শুয়ে লাইব্রেরীতে দেখা সেই যুবতীর কথা মনে মনে ভাবতে লাগলাম। আগেই বলেছি যে আমি খুব ভাল খেলোয়াড় ছিলাম কিন্তু মে পছন্দ করে না তাই বিয়ের পর খেলাধুলো ছেড়ে দিয়েছিলাম। এবার যেন কল্পনায় দেখতে পেলাম আমি দৌড়ে অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছি, আর আধমাইল পথ পেরোতে বাকি। দর্শকদের মধ্যে সেই যুবতীকে এবার স্পষ্ট দেখলাম, বড় বড় চোখ দেখে সে বলে উঠল, 'আপনি এত ভাল দৌড়োতে পারেন তা ত জানতাম না। লাই-ব্রেরীতে প্রথমদিন দেখে সেদিন মনে হয়েছিল ছাত্র, ভেবেছিলাম দিনরাত হয়ত পড়াশোনা নিয়ে থাকেন। যাক, এবার বলুন ত আপনি জিতবেন ত?'

'দেখতেই পাবেন,' আত্মবিশ্বাসের সুরে জবাব দিলাম। পরমুহূর্তে আবার দৌড় শুরু করলাম, মনে হচ্ছে আমার বুক ফেটে কলজেটা বাইরে বেরিয়ে আসবে, কিন্তু পা দুটো চলছে ঠিক যন্ত্রের মত। একসময় আমি আর সবাইকে পেছনে ফেলে জিতে প্রথম হলাম আর সেই যুবতী মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে একটা ছোট রুপোর হার আমার হাতে তুলে দিতে দিতে বলে উঠল, 'আরও একটা পুরস্কার আছে, তাও ভালভাবেই জানেন।' কথা শেষ করে সে দুহাতে আমায় জড়িয়ে ধরল তারপর একটি উষ্ণ চুম্বন এঁকে দিল আমার দুই ঠোঁটে।

□ চার □

মের মত মেয়েকে আমি কি করে বিয়ে করলাম? এ প্রশ্নের উত্তর ভেবে বের করাটা আমার পক্ষে এখন কঠিন, খুবই কঠিন। যে সময় আমি এই মাগীটাকে বিয়ে করেছিলাম সে সময় আমার মনের অবস্থা কি ছিল এতদিন বাদে তা বুঝিয়ে বলাও আমার পক্ষে সহজ হবে না। ১৯৪৫ সালে আমার বাবা একদিন লাঞ্চ খেতে অফিস থেকে বাইরে বেরিয়েছিলেন, সেইসময় একটি জার্মান ভি ২ রকেটের টুকরোর আঘাতে তিনি মারা যান। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র পঞ্চাশ। আমি তখন আর্মিতে সামরিক ট্রেনিং নিচ্ছি, বাবার মৃতদেহের সৎকার ও প্রয়োজনীয় বৈষয়িক ব্যাপারগুলো সারবার জন্য কর্তৃপক্ষ আমায় এক হপ্তার ছুটি দিয়েছিলেন। আমার মা ছিলেন খুবই সাহসী মহিলা। কিন্তু বাবার কবরের পাশে বসে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন তা স্পষ্ট মনে আছে।

তা যে কথা বলছিলাম, বাবা মারা যাবার পর বৈষয়িক ঝামেলা মেটানোর জন্য কর্তৃপক্ষ আমাকে এক হপ্তার ছুটি দিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়িতে এসে দেখলাম

নজর দেবার মত তেমন কোনও ঝামেলা জমে নেই। আমার ঠাকুর্দার আমলে উইলকিনস এঞ্জিনীয়ারিং ডিস্ট্রিবিউটার নামে ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। আমার ঠাকুর্দাই কিনসেইড স্কোয়ারের বাড়িটা কিনেছিলেন। আমার বাবাকেও তিনিই নিজের ব্যবসায়ে ভিড়িয়েছিলেন। এঞ্জিনীয়ারিং বাবা মোটেই পছন্দ করতেন না আর এ বিষয়ে তাঁর কোনও আগ্রহও ছিল না। তিনি শুধু ঠাকুর্দার নির্দেশ মুখ বুজে পালন করেছিলেন। আমার বাবা ছিলেন আমার ঠাকুর্দার একমাত্র পুত্র তাই ঠাকুর্দা মারা যাবার পর তিনিই তাঁর ব্যবসা আর কিনসেইড স্কোয়ারের বাড়ির মালিক হয়ে বসলেন। আমার দুই পিসি এলেন আর গারট্রুডকে ঠাকুর্দা মারা যাবার আগে দুহাজার পাউন্ড দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বেঁচে থাকতেই তাদের বিয়ে হয়েছিল। বড়পিসি এলেনের স্বামী ছিলেন দাঁতের ডাক্তার, আর ছোট পিসি গারট্রুডের স্বামী স্কটল্যান্ডে চাষবাস করতেন। মার সঙ্গে বড়পিসির ভাব ছিল বেশী। আর মায়ের সঙ্গে ছিল ছোট পিসির ঝগড়া। কিনসেইড স্কোয়ারের বাড়িটা ছিল বিশাল, আর সেই রাজপ্রাসাদের মত বাড়িতে আমিই ছিলাম একমাত্র শিশু। ব্যবসায় আর কোনও অংশীদার ঢুকুক এটা বাবা কখনোই চাননি কারণ এটা ছিল আমাদের পারিবারিক ব্যবসা। বাধ্যতামূলক সামরিক চাকরী থেকে অবসর নিয়ে আমি পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দিই এটা ছিল বাবার অন্তরের বাসনা আর এই মর্মে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন পেশ করার উপদেশও বহুবার তিনি আমায় বেঁচে থাকতে দিয়েছেন কিন্তু আমি শেষপর্যন্ত সে আবেদন পেশ করিনি। দৃষ্টি-ভঙ্গির দিক থেকে বাবার সঙ্গে আমার এরকম আরও অনেক ব্যাপারে পার্থক্য ছিল।

যে কোন কারণেই হোক বাবাকে চেনার তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে উপলব্ধি করার তেমন চেষ্টা আমি কখনোই করিনি। তিনি ছিলেন এক নির্বিরোধী শান্ত ও নিঃসঙ্গ মানুষ, আজ পেছনের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে মায়ের ন্যাওটা হয়ে তাঁকে আমি বাবার কাছ থেকে অনেকখানি সরিয়ে নিয়েছিলাম, তেমনি বাবাও ধরে নিয়েছিলেন যে মায়ের অতি আদরে আমি বাঁদর হয়ে যাচ্ছি। তার মানে কিন্তু আমি একথা বলছি না যে বাবা আমার প্রতি বরাবরই খুব নিষ্ঠুর ছিলেন। কিন্তু যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি আমার সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন। মার মুখ থেকে জানতে পেরেছিলাম যে বাবা অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঠাকুর্মা অনুমতি না দেয়ায় ঐ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেন নি তিনি।

বাবার মৃত্যুর পর তাঁর ব্যবসাপত্রের ব্যাপারে আমি খোঁজ খবর নিতে শুরু করলাম, আমায় সাহায্য করার জন্য একজন উকিল আমি এই উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেছিলাম। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই জানতে পারলাম যে বাবা বেঁচে থাকতেই আমাদের পারিবারিক ব্যবসার লালবাতি জ্বেলেছিল আর এজন্য তাঁর অনাগ্রহ আর অবহেলাই ছিল পুরোপুরি দায়ী। অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যারা ঠাকুরর্দার আমল থেকে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিয়মিত ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন তাঁরাই একরকম দয়া করে ছোটখাটো অর্ডার দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

অনীহা আর অমনোযোগের দরুণ প্রতি বছর পুরোনো খদ্দেরদের অনেকেই সরে যাচ্ছিলেন আমাদের কাছ থেকে কিন্তু এসম্পর্কে আমি কিছুই জানতে পারিনি। খোঁজখবর নিতে গিয়ে এও জানতে পারলাম যে গত পাঁচ বছর বাবা শুধু তাঁর ব্যাংকের পুঁজি ভেঙ্গে সংসার চালিয়েছেন। অতএব শেষ পর্যন্ত ঠাকুরদার হাতে গড়া তাঁর কারবার আর কিনসেইড স্কোয়ারের বিশাল বাড়িটি বিক্রী করে দেয়া ছাড়া আর কোনও পথই খোলা রইল না আমার সামনে। কারবার আর বাড়ি বিক্রী হবার পর মা বেনার্ড রোডের ছোট বাড়িটা কিনলেন, জীবনের শেষদিকের দিনগুলো সুখে স্বচ্ছন্দে কাটানোর মত বেশ কিছু টাকাও ঐ ভাবে তাঁর হাতে এল, ততদিনে ড্যান মামা তাঁর পরিচয়ে গেস্ট হিসেবে এসে হাজির হয়েছেন।

আরও একটি বিচিত্র তথ্য এইসময় আমি আবিষ্কার করেছিলাম—বাবার অফিসে তাঁর সিন্দুক ঘেঁটে তিন বাণ্ডিল চিঠি পেয়েছিলাম। আর সেগুলো পড়ে জানতে পেরেছিলাম যে বাবার একজন রক্ষিতা ছিল, তিনি এক বিধবা নাম মিসেস মেডোজ। বাবার মত একজন সম্ভ্রান্ত লোক তাঁর শেষপর্যন্ত রক্ষিতার প্রয়োজন হয়েছিল এই ব্যাপারটা আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। বারবার মনে হচ্ছিল ঐভাবে বাবা আমার মায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা করেছেন। বাড়ি ফিরতে বাবার রোজই খুব রাত হত, এতদিনে বুঝতে পারছি বাবা রোজই অফিস থেকে বেরিয়ে তাঁর ঐ রক্ষিতার কাছে যেতেন আর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালতেন তার পায়ে, এইভাবেই ব্যবসার বারোটা বাজিয়েছেন তিনি।

বাবাকে লেখা মিসেস মেডোজের সেই তিন বাণ্ডিল চিঠি আমি পুড়িয়ে ছাই করে ফেললাম, মাকে এ সম্পর্কে কিছুই জানালাম না। এখন মাঝে মাঝে অবশ্য মনে প্রশ্ন জাগে মিসেস মেডোজের নাম সত্যিই মায়ের অজানা ছিল কিনা। বাবা মারা যাবার পর মিসেস মেডোজ কি মাকে সান্ত্বনা দেওয়া কোনও চিঠি পাঠিয়েছিলেন ? এ দুটো প্রশ্নের উত্তর এজীবনে আমার আর জানা হবে না।

এসবই ঘটেছে আমি যখন আর্মিতে ছিলাম, কিন্তু সেখানেও আমার দিন খুব শান্তিতে কাটেনি। আমি সবসময় আমার প্রশিক্ষক আর কম্যাণ্ডিং অফিসারকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতাম, আর সেজন্য সবার চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। অন্যান্য জওয়ানেরা আমার নামের সঙ্গে একটা গালি জুড়ে দিয়েছিল—গুখেকোর ব্যাটা। খোলাখুলিভাবেই ওরা বলে বেরাত উইলকিনস সবসময় ড্রিল কর্পোরালকে তেল দেবার ধান্দায় আছে তাই বেশী খাটলেই ও নিজের আখের গুছিয়ে নিতে পারবে। মাথায় বুদ্ধির বদলে গোবর থাকলে যা হয় আর কি। প্রশিক্ষণ শেষ হলে আমি ড্রাইভার মেকানিক হিসেবে আর্মিতে স্থায়ী চাকরী পেলাম বটে, কিন্তু পদমর্যাদায় রয়ে গেলাম আগের মতই একজন সাধারণ জওয়ান। অথচ আমার সঙ্গে অন্যান্য যারা আর্মিতে ঢুকেছিল তারা আমার মত পরিশ্রম না করেও ল্যান্স কর্পোরাল, কর্পোরাল, এমনকি সার্জেণ্টের পদে দিব্যি প্রোমোশন পেয়ে গেল।

এর ওপর ছিল সার্জেণ্ট গিবসনের অমানুষিক অত্যাচার। সমকামী হিসেবে

লোকটার খুব বদনাম ছিল, রেজিমেণ্টে নতুন রেক্রুট এলেই র‍্যাগিং করে তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে তার জুড়ি ছিল না। একদিন রাতে খেতে বসেছি এমন সময় সার্জেণ্ট গিবসন এসে বসল আমার পেছনে, অশ্লীল ইঙ্গিত করে বলল সে-রাতে আমাকে শয্যাসঙ্গী করতে চায় সে। এই মন্তব্য শুনেই আমার মাথা উঠল গরম হয়ে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সার্জেণ্ট গিবসনের বাঁদিকের চোয়ালে প্রচণ্ড জোরে এক ঘুঁষি মারলাম।

সার্জেণ্ট গিবসনকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার সাধ রেজিমেণ্টের সবাই মনে পুষে রেখেছিল, আমিও বোকার মত ধরে নিয়েছিলাম যে তারা এবার সবাই গিবসনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এতদিনের গায়ের ঝাল মেটাবে। কিন্তু বাস্তবে ঠিক তার উল্টোটাই ঘটল। গিবসনকে ঘুঁষি মারতেই তার চামচারা সবাই দলবেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর, পাঁচ মিনিটের ভেতর তারা পিটিয়ে আমায় তুলো ধুনে ছেড়ে দিল। এই ঘটনায় কিছুদিন পরেই পুনরায় আমার মাথা ঘুরে গেল, ট্রেনিং সেরে আউট প্যারেডের পর বারে গিয়ে আকণ্ঠ বিয়ার খেলাম, ক্যাম্পে যখন ফিরলাম রাত তখন তিনটে। সামরিক আইনে অপরাধী হয়ে গেলাম যেহেতু শৃংখলা ভেঙ্গেছি। প্রোভোস্ট সার্জেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে আমায় পনেরোদিনের নির্জন হাজতবাসের সাজা দিল।

সাজার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর আমি ক্যাম্পের ডাক্তারের কাছে গেলাম, আমায় পরীক্ষা করে তিনি জানালেন যে কানের পর্দার কিছু ক্ষতি হয়েছে, হালে প্রচণ্ড মারধোর খেয়েছি কিনা তা জানতে চাইলেন। ঐ ডাক্তারের সেরা রিপোর্টের ভিত্তিতে কোম্পানী কম্যাণ্ডার আমার ড্রাইভারের মেকানিকের পদ থেকে সরিয়ে আনলেন অফিসে, সেখানে কেরানীর পদে বহাল হলাম আমি। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আমায় আর্মিতে চাকরী করেই কাটাতে হল। ঐ বছরই আমি স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে আর্মি ছেড়ে বেরিয়ে এলাম, আর তার কিছুদিন বাদেই পেইলিংস বিভাগীয় বিপণিতে মোটামুটি ভদ্রগোছের একটা চাকরী জুটে গেল। এইভাবেই মের আবির্ভাব ঘটল আমার জীবনে।

এখনকার বেশীর ভাগ বড় বড় প্রতিষ্ঠানের মত আমি যেখানে চাকরীতে ঢুকেছিলাম সেই পেইলিংসেরও নিজেদের একটি চমৎকার খেলার মাঠ ছিল, ছিল দুটো ভাল হার্ড টেনিস কোর্ট, ফুটবল আর ক্রিকেট টিমও তাদের ছিল আর ছিল একটা ভাল প্যাভিলিয়ন যেখানে বসে গরম চটজলদি লাঞ্চ বা স্ন্যাকস খাওয়ার আর সেইসঙ্গে টেবল টেনিস ও তাস খেলার ভাল ব্যবস্থা ছিল। ক্রিকেট আর টেনিস এই দুটো খেলা একইসঙ্গে চালানো যায় না, তাই চাকরীতে ঢোকার আগেই ক্রিকেট খেলা ছেড়ে দিয়েছিলাম আর ততদিনে টেনিস খেলে বেশ সুনামও অর্জন করেছি আমি। এছাড়া শীতকালে আমি ফুটবলও খেলতাম, বেশীর ভাগ উইক এণ্ডই আমার কাটত এলটহ্যামের ফুটবল খেলার মাঠে। কোনও শনিবারে নাচগানের জমাটি আসরও বসত, আর আমিও তাতে যোগ দিতাম যদিও খুব বেশী নাচ কখনও

নাচিনি আমি। খুব ভাল নাচি নিজের সম্পর্কে এমন গর্ব বা অহংকার আমার এতটুকু নেই কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, আমার চাইতে যারা খারাপ নাচে আমায় দেখলেই তারা ড্যান্সিং ফ্লোরে এসে দাঁড়াত। আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমি নিজের চেহারায় তেমন কোনও খুঁত দেখতে পাই না, কিন্তু তাহলেও আগেই উল্লেখ করেছি যে মেয়েরা আমার দিকে কখনোই তেমন আকৃষ্ট হয় না।

তাই এক শনিবারের বিকেলে একজন যুবতী আমার কাছে এসে যখন বলল, 'আপনি আমার সঙ্গে একটু নাচবেন?' তার সঙ্গে নাচতে রাজী না হবার ত আমার কোনও কারণ ছিল না। তাই বেশ কিছুক্ষণ দুজনে দুজনের কোমর জড়িয়ে ধরে নাচলাম। মেয়েটির দুটো চোখ ছিল কোটরে বসা, নাকটাও বড্ড বেশী লম্বা, কিন্তু তার ফিগার আর হাত পা সুন্দর ছিল তা মানতেই হবে। সবকিছু মিলিয়ে তার রূপ ছিল মন্দ নয় গোছের। নাচতে নাচতেই একফাঁকে জানতে পারলাম পেইলিংসের অ্যাকাউন্টস দপ্তরে চাকরী করে, নাম মে কোল্টার।

নাচটা খারাপ জমল না, তাই দ্বিতীয়বার ফের নাচলাম তার সঙ্গে এবারের নাচের প্রস্তাবটা মেকে আমিই দিলাম। এবারে নাচের মাঝে এক ফাঁকে সে বলল, 'আপনি ক্লাপহামে থাকেন, তাই না? আপনাকে আগেও দেখেছি আমি। আপনারা ত খুব বড়লোক, কিনসেইড স্কোয়ারে বিরাট বাড়ি আছে আপনাদের, আপনার বাবার একটা বড় কারবারও আছে। বাবাঃ, আপনার মত এক বড়লোকের ছেলের সঙ্গে নাচবার সাহস আগে কোনদিন আমার হয়নি।' আমি ভদ্রতাবশতঃ জানতে চাইলাম সে কোথায় থাকে, কিন্তু ও স্পষ্ট জবাব না দিয়ে শুধু মুখ টিপে হাসল, আর সেই হাসি দেখে আমার এটা বুঝতে বাকী রইল না যে মে যে এলাকায় থাকে সেটা আর যাই হোক কিনসেইড স্কোয়ারের মত এত সুন্দর আর জমকালো নয়। প্রথমদিন আলাপের সময় সে শুধু এটুকু জানালো যে অল্পবয়সী তরুণ যুবকদের সঙ্গে সে মেলামেশা করে এটা তার মা মোটেই পছন্দ করেন না। বাড়ি যাবার সময় সে বলল পরদিনও খেলার মাঠে সে আসবে আর তা শুধু আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই।

এইভাবেই মের সঙ্গে আমার প্রেমের সূত্রপাত হয়েছিল। সে তেমন ভাল টেনিস খেলতে পারতো না বটে, কিন্তু ও পাশে থাকায় মিক্সড ডাবলসে আমি একজন পার্টনার পেয়ে গেলাম।

দুপুরে একসঙ্গে রেস্তোরাঁয় বা কাফেতে ঢুকে আমরা দুজনে লাঞ্চ খেতাম, বিকেলে বাড়ি ফিরতাম একই বাসে চেপে। বৃষ্টি বাদলার দিনে মেকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাটিনি শোয়ে কোনও সিনেমা হলে ঢুকে পড়তাম আমি, সেইখানে অন্ধকারে তার দেহের উষ্ণ সান্নিধ্যে আসতাম। গোড়া থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম যে সে চাইছে আমি তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে আমার মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। আমি আগে কখনও কোনও বান্ধবীকে বাড়িতে নিয়ে যাইনি তাই ভেতরে ভেতরে কিছুটা সংকোচ বোধ করতাম, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ কাটবার পর মাকে জানালেম যে আমার এক নতুন বান্ধবী জুটেছে, একদিন তাকে বাড়িতে নিয়ে আসতে চাই, মা আপত্তি করলেন না।

একদিন সন্ধ্যেয় মেকে আমি বাড়িতে নিয়ে এলাম। সেদিন আমাদের চার পদ

রান্না হয়েছিল, মুখ মোছার ন্যাপকিন আর আঙ্গুল ধোবার জন্য কাঁচের বাটি বের করেছিলেন মা। বিশ্বযুদ্ধের পর ঐ নিদারুণ আর্থিক বিপর্যয়ের সময় ওগুলো আমার কাছে ছিল স্বপ্নের মত।

মায়ের সামনে মেকে দেখে আমার খুব মজা লাগছিল। ফ্রিল দেয়া সাদা রংয়ের একটা ব্লাউজ পরেছিল যার কোনও হাতা ছিল না, তার ফলে ওর হাড় আর চামড়া সর্বস্ব রোগা শুঁটকো হাত দুটো কাঁধ পর্যন্ত পুরোটাই দেখা যাচ্ছিল আর চুলও বেঁধেছিল সাদামাটা ভাবে। টেবিলে বসে সে যাই হোক খাওয়া বলে না, সব কটা প্লেট থেকে আঙ্গুলে একটু করে খাবার ছুঁয়ে মুখে দিল। পরিচয় হবার পরেও মায়ের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারল না সে, খারাপ আবহাওয়া আর স্থানীয় থিয়েটার হলগুলোতে যেসব সস্তা বাজে নাটক অভিনীত হচ্ছে তাই নিয়ে মায়ের সঙ্গে আলোচনা করে সময় কাটাল যদিও সে বা আমার মা দুজনের কেউই ঐসব নাটকের একটিও দেখে নি।

একসময় মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে বাড়ি যাবে বলে উঠে দাঁড়াল, মাই আমায় বললেন ওকে বাড়িতে পেঁৗছে দিতে। সেইদিনই জানতে পারলাম যে মেলবোর্ণ অ্যাভিনিউতে একটি বহুপুরোনো বাড়িতে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে সে। মের মুখ থেকেই শুনলাম যে তার বয়স যখন মাত্র সতেরো সেইসময় এক মারাত্মক ট্রেন দুর্ঘটনায় তার বাবা আর মা দুজনেই মারা যান আর তখন থেকেই নিজের খাওয়া পরার ভার তার নিজেকেই বইতে হচ্ছে। আমাদের বাড়ির খাওয়া দাওয়া আর আমার মাকে কেমন লাগল জানতে চাইলাম, উত্তরে সে জানাল যে আমাদের বাড়ির যাবতীয় আসবাব আর ডাইনিং টেবিলের বাসনপত্র সবই ভয়ানক সেকেলে, আর চীনামাটির বাসনগুলোর গায়ে যে ফাটল ধরেছে তাও তার চোখ এড়ায় নি।

বলাবাহুল্য, এই ধরনের সমালোচনা সেই মুখ থেকে শুনে আমার খুব খারাপ লাগল, মেকে মনে করিয়ে দিলাম যে সেদিন সন্ধ্যের সাপারে যেসব পদ মা তাকে খাইয়েছেন সেগুলো রয়্যাল ডুলটনের মত এক বিরাট নামী হোটেল থেকে অর্ডার দিয়ে কিনে আনা হয়েছে যে হোটেলের খদ্দেররা বেশীরভাগই হয় রাজা মহারাজা নয়ত বড় ব্যবসায়ী। চীনেমাটির ঐসব বাসন আর আসবাবপত্র যতই সেকেলে হোক না কেন সেগুলো যে ঠাকুর্দার আমল থেকে আমাদের বাড়িতে আছে তাও মেকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, কিন্তু তাতে ওর কোনও ভাবান্তর দেখতে পেলাম না।

সে কিন্তু ভদ্রতার স্বার্থে তার বাড়িতে আমায় নিয়ে গেল না, মেলবোর্ণ রোডের মোড়ে আমায় সংক্ষেপে একটা চুমু খেয়ে বিদায় নিল সে। বাড়িতে ফেরার পর থেকে কেমন লাগল আমার এই প্রশ্নের উত্তরে মা বললেন, 'হাত দুখানা ত দেশালাই কাঠির মত রোগা টিং টিং করছে, ও মেয়ে কি ভাল করে খাওয়াদাওয়া করে না? কিছুইত খেল না দেখলাম শুধু আঙ্গুল দিয়ে সবকটা পদ একবার করে চাখল, সত্যি, জন, তোমার পছন্দের বলিহারি বটে। তা বাড়িতে ওর অভিভাবকেরা আছেন?

'না, মা,' আমি বললাম, 'যতদূর শুনেছি বহুবছর আগে ওর মা বাবা দুজনেই এক ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা যান।'

'ভুল শুনেছো, জন,' মা বললেন, 'তোমার বান্ধবীর বাবা দিব্যি সুস্থ দেহে জীবিত আছেন, তাঁর নাম বার্নি কোলটার চুরির দায়ে তাঁর একবছরের জেল হয়েছিল, জেল খেটে সবে কিছুদিন হল বেরিয়েছেন তিনি। আরও জেনো যে আমরা যখন কিনসেইড স্কোয়ারের বাড়িতে ছিলাম সেইসময় এই বার্নি কোলটার ছিল আমাদের বাগানের মালি, তখন তোমার ঠাকুর্দা বেঁচে ছিলেন। উনি হঠাৎ জানতে পারেন যে বার্নি বাগানের কয়েকটা নতুন কেনা মরশুমী ফুলের চারা বাজারে বিক্রি করে সেই টাকায় মদ খেয়ে নেশা করেছে। জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বার্নিকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করেন।'

'কিন্তু মা,' আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'এমন নামের দুজন লোক কি থাকতে পারে না? হয়ত আমাদের সেই পুরোনো মালি আর মের বাবা এক লোক নন।'

'তা হতে পারে জন, কিন্তু তুমি যখন তোমার বান্ধবীকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়েছিলে সেই অবসরে আমি ওর সম্পর্কে যা জানার জেনে নিয়েছি। শুনলাম মের বাবা একাধারে মদ্যপ আর চোর যে, চুরি ছ্যাঁচড়ামি করার দায়ে পুলিশ প্রায়ই ওকে জেলে পোরে। বাইরে যে ক'দিন থাকে সে ক'দিন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে রেসের ঘোড়ার টিপস দিয়ে হাত খরচের পয়সা যোগাড় করে। তুমি খুব ভুল করেছো জন, ওদের পরিবারটা খুব ভাল নয়।'

'তোমার কথা মানছি,' আমি বললাম, 'কিন্তু বাপ চরিত্রহীন লোক হলে সেটা কি মেয়ের দোষ? এটা ত মেয়ের অপরাধ নয়।'

'তা নয় হয়ত', মা নিজের যুক্তি আঁকড়ে ধরতে বললেন, 'কিন্তু এইভাবে সত্যিকথাটা না বলে ওর বাবা বেঁচে নেই তা রটালি কেন? বাপের কুকর্মের কথা তোমাকে জানিয়ে রাখা মের উচিত ছিল„ মের এই আচরণকে তুমি যাই বলোনা কেন, আমার চোখে তা এক ধরনের প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।

মায়ের মুখে ঐ মন্তব্য শুনে ভেতরে ভেতরে খুব চটে গেলেও বাইরে কিছুই বললাম না। কিন্তু মের প্রতি আমার সহানুভূতি আগের চাইতে গেল বেড়ে, মনে হল ও নিতান্ত অসহায় এক বালিকা আমি ছাড়া যাকে রক্ষা করার আর কেউ নেই। এরপর দেখা হতে মেকে বললাম যে তার বাবার সম্পর্কে সবকিছু আমি জেনে ফেলেছি, যেন তাদের সম্পর্কে সে মিথ্যে কথা বলেছে তা জানতে চাইলাম।

'আমি আমার মা আর বাবা সম্পর্কে ভয়ানক লজ্জিত, জন'। সে বলল, 'ওদের দুজনকেই আমি খুব ঘেন্না করি। ওরা দুজনেই অত্যন্ত নোংরা জীব। ভবিষ্যতে ওদের মুখ কখনও যেন দেখতে না হয় ঈশ্বরের কাছে এটাই আমার প্রার্থনা আর তাই তোমায় বলেছিলাম যে ওরা দুজনেই বহুবছর আগে মারা গেছেন।' বলতে বলতে মের মুখ লাল হয়ে উঠল, দুচোখ ছলছল করতে লাগল। আমি আর থাকতে পারলাম না, মেকে দুহাতে বুকে জাড়িয়ে ধরলাম, একটি প্রগাঢ় চুম্বন

এঁকে দিলাম তার কপালে। সেইমুহূর্তে আমি স্থির করলাম যে বিয়ে করতে হলে মে কোলটাকেই করব, অন্য কোনও মেয়েকে নয়।

তবে ঠিক তিন মাস বাদে স্থানীয় এক ম্যারেজ রেজিস্ট্রী অফিসে মেকে আমি বিয়ে করলাম। বিয়ের পর নিকটাত্মীয় আর বন্ধুদের নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে আমিই রেস্তোরাঁয় খাওয়ালাম। বিয়ের কথা সে তার বাবা মাকে জানায়নি পাছে তাঁরা এসে কোনরকম অশান্তি জুড়ে দেন। কিন্তু সে না জানালেও বিয়ের খবর তাঁরা ঠিকই পেলেন আর অভিনন্দন জানিয়ে একটা টেলিগ্রামও করলেন তাঁরা। তার ভাষা এরকম ঃ সুখে শান্তিতে বেঁচে থেকো মা, স্বামীকে কোনদিন মাথায় উঠতে দিও না। ইতি বাবা আর মা।' টেলিগ্রামটা ড্যান মামাই এনে দিয়েছিলেন আমার হাতে। তাঁর মতে মের বাবা মা তাঁদের মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে এক দারুণ রসিকতা করেছেন। যদিও আমি তা মোটেই গায়ে মাখিনি। কিন্তু টেলিগ্রামের ভাষা পড়ে সে যে মোটেই খুশি হয়নি সেটা তার চোখমুখের ভাবভঙ্গী দেখেই টের পেলাম। এখন আমার মনে হচ্ছে ঐদিন থেকেই ও মনে প্রাণে ড্যান মামাকে ঘেন্না করতে শুরু করেছিল, সেটা ছিল ১৯৪৮ সাল।

মেকে বিয়ে করার সময় বিয়ে সম্পর্কে একটা আলাদা ধারণা গড়ে উঠেছিল আমার মনের কোণে। খুব সকাল সকাল বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ত সে. মুখ হাত ধুয়ে প্রথমে দু কাপ চা তৈরী করত তারপর ব্রেকফাস্ট তৈরী করত আমার জন্য—ডিমসেদ্ধ, জ্যাম দিয়ে টোস্ট, আঙ্গুর আর কফি। ব্রেকফাস্ট করে আমি অফিসে রওনা হতাম, সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে দেখতাম সে ডিনার রেঁধে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ডিনারে সেই বার পদও রাঁধত যেগুলো আমার খুব প্রিয়। ডিনারের আগে চা খেতে খেতে আমি জোকে একটু আদর করতাম ; তার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে অফিসের গল্প শোনাতাম তাকে। চাকরী করে যে জীবনে তেমন উন্নতি হয় না তার চাইতে ছোটোখাটো যে কোন ব্যবসা শুরু করা ঢের ভাল একথাটা ঐ সময় সে প্রায়ই শোনাত আমায়।

সে কখনও সন্তান চাইত না, এই প্রসঙ্গ উঠলেই সে মন্তব্য করত যে আমরা খুব গরীব, সন্তান মানুষ করার মত আর্থিক সঙ্গতি আমাদের সেই। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে কোন কারণেই হোক মে মা হতে ভয় পায় কিন্তু সেই ভয়টা কি তা জানতে পারিনি আমি। একসময় মের ঐ অজানা ভীতি আমার ভেতরেও সংক্রামিত হল। লক্ষ্য করলাম যে সন্তান সম্পর্কে এক ধরনের অনীহা আমার ভেতরেও তৈরী হয়েছে। আর ততদিনে আমি জানতে পেরেছি যে আমি বয়সে মের চাইতে অনেক ছোট, মে, আমার বৌ, বয়সে সে আমার চাইতে ঢের বড়।

বিয়ের পর গোড়ার দিকের কয়েকটা মাস আমরা মার সঙ্গেই কাটালাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে মের মিল হল না, কাজেই দুদিক বজায় রাখতে বাধ্য হয়েই আমাকে আলাদা হতে হল, মাকে ছেড়ে উইন্ডওভার ক্লোজের এই ফ্ল্যাটে মেকে নিয়ে উঠে এলাম। এখানে দুটো ঘর, বাথরুম, একটা ছোট হাল ফ্যাশনের রান্নাঘর,

এসব ছিল। থাকার এই আধুনিক ব্যবস্থা আমাদের দুজনের খুব মনের মত হলেও আমার মায়ের তা আদৌ পছন্দ হয়নি। মুখ ফুটে তিনি বলতেন, 'ফ্ল্যাট হল রাত কাটানোর শৌখীন ব্যাপার। তাকে কখনোই বাড়ি বলা যায় না।' কিন্তু বলাবাহুল্য, মার এই অভিমতকে আমরা দুজনের কেউই কোনরকম গুরুত্ব দিইনি। নতুন ফ্ল্যাটে উঠে আসার পর মে পেইলিংসের চাকরী ছেড়ে দিল, কাছাকাছি অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে একটা পার্টটাইম চাকরী যোগাড় করে নিল সে, আর তার কিছুদিনের মধ্যে আমিও পেইলিংসের অভিযোগ সংক্রান্ত দপ্তরের সহকারী ম্যানেজারের পদে প্রমোশন পেলাম। আগে পেইলিংস স্পোর্টস ক্লাবে আমরা দুজনে প্রায়ই যেতাম, কিন্তু বিয়ের একবছর বাদে সে ওখানে যাওয়া বন্ধ করল। সে বলত অতদূরে যেতে তার ভাল লাগে না। তাছাড়া ওখানে যারা আসে তারা সবাই তার বা আমার সহকর্মী, রোজরোজ তাদের মুখ দেখে সে ক্লান্ত।

নতুন চাকরীতে ঢোকার পর মে কাছেই একটি মহিলা সমিতিতে সদস্য হিসেবে যোগ দিল, সেখানে কিছুদিনের মধ্যে, একগাদা বান্ধবী জুটিয়ে নিল সে। মের ঐ বান্ধবীরা সমিতিতে প্রায়ই আসত তাস খেলতে, তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে করতে সে নিজেও ব্রীজ খেলাটা রপ্ত করে নিল। আমার মনে হত এইসব মহিলাদের সবাইকেই পেইলিংসের স্পোর্টস ক্লাবে আমি নিয়মিত যাওয়া আসা করতে দেখেছি, মেকে সেকথা বললামও কিন্তু সে তা বিশ্বাস করল না, বলল, 'কি বাজে বকছ? জানো, ময়রা টোটওয়ার্দির স্বামী একজন স্পেশ্যালিস্ট, বার্টনে উনি একজন কনসালটেন্ট? জানো মিসেস বেটসনের স্বামী বিলি শেয়ার কেনাবেচার এক কোম্পানী খুলেছেন, দুহাতে প্রচুর টাকা রোজগার করছেন উনি।' জানো না বোধহয়, উনি খুব ভাল টেনিস পার্টনার।' আমাদের বাড়ির কাছে একটা টেনিস ক্লাব ছিল, ঠিক করলাম ওখানে ভর্তি হব, কিন্তু আপত্তি তুলল মে, সাফ বলে দিল, 'ওখানে চাঁদা বড্ড বেশী, এইভাবে এখন টাকা নষ্ট কোর না।' কাজেই আমার আর সেই টেনিস ক্লাবে ভর্তি হওয়া হল না, অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যের পর প্রতিবেশীদের বাড়িতে গিয়ে ব্রীজ খেলে নয়ত টেলিভিশান দেখে আমার সময় কাটতে লাগল। এইসব প্রতিবেশীরা মাঝে মাঝে ডিনারে আমাদের নেমন্তন্ন করতেন, আবার আমরাও তাঁদের নেমন্তন্ন করে ডিনার খাওয়াতাম।

এইরকম এক প্রতিবেশী পরিবারের কথা মনে পড়ল, তাদের পদবী লোম্যান। স্ট্রীটব্যাসে ভদ্রলোকের পৈতৃক বাড়ি ছিল, পেশায় ব্যাঙ্কের কেরাণী (যদিও মের মতে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের তুলনায় তাঁর পদ কোন দিক থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না) এই ভদ্রলোকের বয়স তখনও তেতাল্লিশ পোরোয়নি, কিন্তু তাঁকে দেখতে ছিল শুকনো মড়ার মত। কারণ হিসেবে সে বোঝাতে চেয়েছিল ব্যাঙ্কের যাবতীয় দায়িত্ব আর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাঁকে বইতে হয়। কিন্তু আমি পরে জানতে পেরেছিলাম ওসব কিছু নয়, দাম্পত্য অশান্তি ভদ্রলোকের স্বাস্থ্যহানির প্রধান ও একমাত্র কারণ। মিঃ লোম্যানের স্ত্রীর নাম প্যাট্রিশিয়া, আমার মত বৌয়ের মন রাখতে মা বাবাকে ছেড়ে পৈতৃক বাড়ি থেকে তিনিও উঠে এসেছিলেন আমাদের কাছাকাছি একটি ফ্ল্যাটে।

প্যাট্রিশিয়া ছিল তার স্বামীর চাইতে পনেরো ষোল বছরের ছোট, দিনরাত খাওয়া আর সাজগোজ, এই ছিল তার জগৎ, তার বাইরে কিছুই ভাবতে পারত না সে।

প্যাট্রিশিয়ার স্বামীর নাম জর্জ, একদিন রাতে তিনি আমাদের দুজনকে তাঁদের ফ্ল্যাটে ডিনারের নেমন্তন্ন করলেন। টেলিভিশানের প্রোগ্রাম দেখতে দেখতে ডিনার খেলাম আমরা তারপর প্রশ্ন দেখা দিল এঁটো প্লেট, গ্লাস আর বাটি কে ধোবে। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এ কাজ অতিথিদেরই করার কথা, কিন্তু বাধা দিল প্যাট্রিশিয়া, সে বলল যে আমরা আমন্ত্রিত, আমাদের দিয়ে কখনোই সে ঐ কাজ করাতে পারবে না। শেষ কালে আমরা চারজন দুটি দলে ভাগ হলাম, প্যাট্রিশিয়া নিজেই টস করার প্রস্তাব দিল। টস হল, তাতে তার স্বামী জর্জ আর আমার স্ত্রী মে দুজনেই গেল হেরে জিতলাম প্যাট্রিশিয়া আর আমি। মে আর জর্জ এঁটো বাসনপত্র নিয়ে বাথরুমে ঢুকতেই প্যাট্রিশিয়া মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে, দেখলাম তার দুচোখ জলে ভরে উঠেছে। আমি কিছু বলার আগেই ধরাগলায় সে বলল, 'জানো জন, জর্জের চোখে আজ আমি অর্থহীন হয়ে পড়েছি, ও বলে আমার সঙ্গে একটা ঘর ঝাঁট দেয়ার ঝাড়ুর কোনও তফাৎ নেই। আর তোমার বৌও হয়েছে তেমনি, দেখলেই মনে হয় একটা গেছো খানকি। কিছু মনে কোর না। জর্জ, আমার মনে হয় সে একটা পয়লা নম্বরের কামশীতল, শরীরে একছিটে গরমও ওর নেই। তুমি যে ওকে নিয়ে আদৌ সুখী নও তা তোমার চোখমুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি।'

'কি বলছ, প্যাট্রিশিয়া?' আমি বললাম, 'এসব ধারণা তোমার মনে কবে থেকে তৈরী হল?'

'আমি ভুল দেখিনি, জন,' বলে প্যাট্রিশিয়া একটা গ্লাসে কনিয়াক ঢেলে এনে তুলে দিল আমার হাতে, আমি তা গলায় ঢেলে দিতেই ও নিজের বুকটা জোরে চেপে ধরল আমার পিঠে, আমার ঠোঁটে জোর করে চুমুও খেল সে। প্যাট্রিশিয়া ভুল বলেনি, মের কাছে থেকে এতটুকু দৈহিক সুখ পাইনি আমি, তার উষ্ণ ঠোঁটের ছোঁয়ায় আমি ভেতরে ভেতরে তাতিয়ে উঠলাম। দুহাতে প্যাট্রিশিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম, কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে সে একটা বড় সোফার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমের দরজা গেল খুলে, প্রথমে জর্জ লোম্যান আর তাঁর পেছন পেছন বেরিয়ে এল মে।

'প্যাট্রিশিয়া' জর্জ সোফার কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, 'এখানে পড়ে আছে কেন, তুমি কি হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলে?' লক্ষ্য করলাম তাঁর প্রশ্ন শুনে সে ভুরু কুঁচকে তাকাল আমার দিকে।

'ও কিছু নয়,' প্যাট্রিশিয়া জবাব দিল, 'ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তাই একটু বিশ্রাম নিচ্ছি, আসলে সোফায় বসার সময় একটু জোরে আওয়াজ হয়েছে, ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না।' মের দিকে তাকিয়ে প্যাট্রিশিয়া বলল, 'মিসেস উইলকিনস, আপনার স্বামী খুব চমৎকার মানুষ আপনি ছাড়া আর কাউকে উনি ভালবাসেন না। যাক আমি শুতে চললাম, আজকের মত শুভরাত্রি।'

প্যাট্রিশিয়া বিদায় জানিয়ে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াতেই জর্জ লোম্যান বললেন

'আমার স্ত্রী খুব রসিক মহিলা তাতে সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই তোমার মাথা ধরেছে, তাই না প্যাট ?'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো' বলেই প্যাট্রিশিয়া ঢুকে পড়ল শোবার ঘরে।

'এখন কয়েকদিন সন্ধ্যের পর তুমি টিভি দেখা বন্ধ রাখো,' জর্জ লোম্যান বললেন, 'ঐ পর্দার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে সবারই মাথা ঝিমঝিম করে।'

পাশের ঘর থেকে প্যাটিশিয়া কোনও মন্তব্য করল না, ধরে নিলাম সে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। শুভরাত্রি জানিয়ে আমরা দুজনে বেরিয়ে এলাম, তারপর জর্জ লোম্যান বা তাঁর স্ত্রী প্যাট্রিশিয়ার সঙ্গে আর আমাদের দেখা হয়নি। বাড়িতে যখন পৌঁছোলাম রাত তখন সাড়ে দশটা। মেকে বললাম যে পেটটা একটু ভার ভার লাগছে, রাস্তার থেকে কিছুক্ষণ পায়চারী করে আসছি, সে তাতে আপত্তি করল না। পায়চারী করতে আমি আবার রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম, কিন্তু তার পরের ঘটনা আর আমার মনে নেই। আমার জ্ঞান যখন ফিরে এল রাত তখন দুটো, শুনলাম রাস্তায় পায়চারী করতে করতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম, হয়ত আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল

প্যাট্রিশিয়া লোম্যানের স্মৃতি অনেকদিন পর্যন্ত আমি ভুলতে পারিনি, তারপর একসময় জায়গা দখল করল আরেকজন যার বয়স তার চাইতে আনক কম, দেখতেও অনেক বেশী আকর্ষণীয়, শুধু ফিল্ম স্টারদের সঙ্গেই তার রূপ যৌবনের তুলনা দেখা যায়।

ততদিনে আমার মনে এই ধারণা গড়ে উঠেছে যে মেকে বিয়ে করা আমার উচিত হয়নি। আমি যে সত্যিই দেহ ও মনের দিক থেকে নিদারুণ অসুখী একথাটা আমি কাউকে বুঝতে দিতে চাই না, কেউ জিজ্ঞেস করলে এতদিন শুধু বলেছি যে আমাদের বিয়েটা নিতান্তই সাধারণ আর মামুলী যা বলার মত নয়। মনে হয় অন্ততঃ এদিক থেকে আমার আর মের দৃষ্টিভঙ্গী পুরোপুরি একরকম। এইভাবেই আমার দিন কাটছিল এমন সময় আমার জীবনে এল শীলা

প্রথম পরিচয়ের পর আমি ঘনঘন লাইব্রেরীতে যেতে লাগলাম। উদ্দেশ্য একটাই—শীলার সঙ্গে দেখা করা। আমার এই ঘনঘন লাইব্রেরীতে যাওয়াটা হয়ত মের চোখে ধরা পড়েছিল কিন্তু এনিয়ে ও কোনও মন্তব্য করেনি। বহুদিন হল গল্পের বই পড়া ছেড়ে দিয়েছিলাম, এবার আবার নতুন করে সেই অভ্যাস ফিরিয়ে আনলাম আর তার মূলেও ছিল সেই একই উদ্দেশ্য। লাইব্রেরীতে পরিচিত কারোর সামনাসামনি পড়লেই শীলা হাসত, হাসত আমাকে দেখেও। একদিন লাইব্রেরীতে যাবার পর আমি কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে শীলার কাছে জানতে চাইলাম 'এ ই ডব্লিউ ম্যাসনের লেখা 'ফোর ফেদার্স' বইটা পাওয়া যাবে কিনা। কিন্তু শীলা আমার প্রশ্ন কানেই তুলল না। আরেকটি লোকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে কি যেন আলোচনা করতে লাগল সে। আমি একই প্রশ্ন আরও কয়েকবার করলাম কিন্তু শীলা আমায় একদম পাত্তাই দিল না। তার ব্যবহারে সেদিন খুব বিরক্ত হলাম আর সেই বিরক্তি নিশ্চয়ই আমার

চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল কারণ তারপরেই আরেকজন সহকারী এগিয়ে এল আমায় সাহায্য করতে।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। আমার ওপরওয়ালা মিঃ জিম্বল হঠাৎ ডেকে পাঠালেন তাঁর কামরায়। আবার কাজে কি ভুল করেছি এই আশঙ্কায় আমার বুক কেঁপে উঠল, সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে একসময় তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'এই যে মিঃ উইলকিনস,' মিঃ জিম্বল বলে উঠলেন, 'দেখুন ত কি মুশকিলে পড়েছি। ওয়েস্ট এণ্ড থিয়েটারে আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় বুঝি ক্লার্কের চাকরী করে, ও আজ ইভনিং শোয়ের দুটো টিকেট পাঠিয়ে দিয়েছে। এদিকে আমার হাতে যে একদম সময় নেই তা ত জানেনই। তার ওপর আমার গিন্নীর শরীরটা আবার হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়েছে কাজেই আমরা যেতে পারছি না। তা খামোকা টিকেটদুটো নষ্ট করে কি লাভ তাই ভাবলাম আপনাকে দিয়ে দিই। আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে দেখে আসুন।' কথা শেষ করে মিঃ জিম্বল সেদিনের ইভনিং শোয়ের দুটো টিকেট বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, মিঃ জিম্বল,' টিকেটদুটো তাঁর হাত থেকে নিয়ে বললাম, 'আমি অবশ্যই আমার স্ত্রীকে নিয়ে আজ ইভিনিং শোয়ে এই নাটকটা দেখে আসব।'

অফিস থেকে বাড়ি না গিয়ে সোজা এসে হাজির হলাম লাইব্রেরীতে, শীলাকে মুখোমুখি পেয়ে জানতে চাইলাম বিকেলের দিকে ও কি করে। (ইতিমধ্যে আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি শীলার পদবী মর্টন)।

'বিকেলের দিকে?' শীলা মুচকি হেসে বলল, 'কোনদিন বাড়িতে থেকে কাজকর্ম করি, আবার কোনদিন বেড়াতেও যাই।'

'আজ বিকেলে আমার সঙ্গে ওয়েস্ট এণ্ড থিয়েটারে যাবেন?' আমি কেমন যেন মরীয়ার মত বলে উঠলাম, 'ওখানে খুব ভাল একটা নাটক চলছে। আমি আজকের ইভনিং শোয়ের দুটো কমপ্লিমেণ্টারী টিকেট পেয়েছি।'

'যেতে পারলে খুব ভালই হত,' শীলা ব্যাজার মুখে বলল 'কিন্তু আজ বিকেলে আমাদের বাড়িতে কয়েকজন আত্মীয়ের আসবার কথা আছে, মিঃ উইলকিনস, তাই আজ আপনার সঙ্গী হতে পারছি না। পরে অন্যদিন না হয়—'

বাধ্য হয়েই সেদিন ইভনিং শোয়ে মেকে নিয়েই আমি নাটক দেখতে গেলাম। পরে জানতে পারলাম আত্মীয়ের ব্যাপারটা বাজে, আসলে শীলা অল্ডউইচ থিয়েটারে একটা রহস্য নাটক দেখতে চাইছে। তার মন পেতে শেষকালে আরেকদিন ইভনিং শোয়ের সেই রহস্য নাটকেরই দুটো টিকেট কেটে ফেললাম, একেবারে ড্রেস সার্কেলে। এবার নাটক দেখতে শীলা আর কোনরকম আপত্তি করল না।

কিন্তু বাধা এল অন্যদিক থেকে। সেদিন সন্ধেয় স্থানীয় মহিলা সমিতির এক জরুরী বৈঠক আছে একথা মের মুখ থেকেই আগে শুনেছিলাম, কিন্তু সেদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খাবার সময় সেই জানাল যে বৈঠকের তারিখ অনিবার্য কারণে পিছিয়ে দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ সেদিন বিকেলে সে বাড়িতেই থাকবে। এবার আমার অগ্নিপরীক্ষার

ব্যাপার, কারণ সন্ধ্যের পর সময়মত বাড়ি না ফেরার একটা জুৎসই উত্তর আমায় আগে থেকেই যোগাড় করতে হবে।

'আমার কিন্তু আজ বাড়ি ফিরতে দেরী হবে,' মের মুখের দিকে না তাকিয়ে বললাম. মিঃ ল্যাসি আজ ছুটির পর আমায় থাকতে বলেছেন, কি না কি বিশেষ দরকার আছে।'

মিঃ ল্যাসি আমাদের পেইলিংস প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ডিরেক্টর, আমার মত এক চুনোপুঁটি সহকারী ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁর এমন কোনও জরুরী আলোচনা থাকতে পারে না যে জন্য আমার ছুটির পরেও অফিসে থাকার জন্য তিনি অনুরোধ করবেন। ভাবলাম মিঃ ল্যাসির নাম শুনে সে থমকে যাবে। কিন্তু ঘটনা দাঁড়াল উল্টো, সে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'সে ত খুব ভাল কথা জন,' সে বলল. 'নিশ্চয়ই ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

'কে জানে!' আমি তাচ্ছিল্যের সুরে বললাম, 'হয়ত অফিসের কাজকর্ম কেমন হওয়া উচিত তাই নিয়ে বুড়ো কিছু জ্ঞান দেবে।'

'তার চাইতে ভাল কিছুও ত হতে পারে,' মে বলল, 'কতক্ষণ তোমার থাকতে হবে তা উনি বলেছেন?'

'না, তা বলেন নি।'

'তার মানে আজ ছুটির পর একটু বেশী সময়ই হয়ত ওঁর সঙ্গে তোমায় কাটাতে হবে,' মে বলল, 'উনি নিশ্চয়ই তোমায় কোনও ভাল রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে ডিনার খাওয়াবেন। তুমি কি নতুন স্যুটটা পরে যাবে?'

'মনে হয় তার দরকার হবে না।'

'ডিরেক্টর নিজে তোমায় ছুটির পর কিছুক্ষণ থাকতে বলেছেন অথচ তুমি কেমন যেন নিরুত্তাপ,' সে বলল, 'এতটুকু উত্তেজনা দেখছি না তোমার মধ্যে। এমনও ত হতে পারে যে উনি তোমার সম্পর্কে নতুন করে কিছু চিন্তা ভাবনা করছেন যার সঙ্গে তোমার উন্নতি জড়িত। আচ্ছা, উনি তোমায় সত্যিই কোনও ইঙ্গিত দেন নি?'

'না', আমি একইরকম তাচ্ছিল্যের সুরে বললাম,' মিঃ ম্যাক্সিকে ত তুমিও ভালমতই চেনো। ওঁর মুখ দেখে মনের ভাব এতটুকু আঁচ করা যায় না। কাজেই খামোকা মিথ্যে আশা মনের কোণে পোষণ করে লাভ কি? হয়ত উনি অফিসের কাজকর্ম নিয়েই কিছু আলোচনা করতে চান। বছর দুয়েক আগে আমি আমাদের দপ্তরের কাজের ধরণ আধুনিক করে তোলার একটা পরিকল্পনা তৈরি করে মিঃ জিম্বলের হাতে দিয়েছিলাম, কিন্তু তারপর কিছুই হয়নি। হয়ত এতদিন বাদে মিঃ জিম্বলের ব্যাপারটা মনে পড়েছে আর পুরো নকশাটা উনি তুলে দিয়েছেন মিঃ ল্যাসির হাতে। কাজেই অপেক্ষা করা আর দেখে যাওয়া ছাড়া আমাদের এই মুহূর্তে আর কিছুই করবার নেই।'

'দেখো,' সে আমায় হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলল, 'মিঃ ল্যাসি যদি রেস্তোরাঁয় নিয়ে যান তাহলে সেখানে গিয়ে বেশী ড্রিংক একদম করবে না। তুমি ত ড্রিংক করলেই মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে যাও। আর আগামী বুধবার মায়ের কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে কিছু

বোল না যেন, তোমার ত ঐ এক ব্যায়রাম, মাকে সবকিছু খুলে না বললে খাবার হজম হয় না।'

শেষপর্যন্ত অনেক কৌশলে সেদিনের মত মের হাত থেকে বেঁচে গেলাম। সন্ধ্যের কিছু আগেই এসে হাজির হলাম অল্ডউইচ থিয়েটারের সামনে, মিনিট দশেকের ভেতর শীলাও চলে এল। থিয়েটারের উল্টোদিকেই একটা ছোট রেস্তোরাঁয় শীলাকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলাম, কোণের দিকে একটা টেবিলে বসে ড্রিংকসের অর্ডার দিলাম। ঠিক করেছিলাম আগে শুধু পেগ দুয়েক হুইস্কি খেয়ে নেব, তারপর শো শেষ হলে ডিনার খেয়ে নেব পেটপুরে। কিন্তু শীলা হয়ত আমার মনের সেই ইচ্ছে আগে থেকে টের পেয়েছিল, অর্ডার দেবার পর সে জানাল যে তাকে সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে হবে কারণ তার বাবা চলাফেরা করতে পারেন না। সবসময় বিছানায় শুয়ে তাঁর সময় কাটে। সে ছাড়া তাঁকে দেখাশোনা করার মত আর কেউ নেই বাড়িতে। শীলার পরণে সেদিন ছিল নীল রংয়ের রেশমী স্কার্ট আর দুধ সাদা রংয়ের ব্লাউশ, মাথায় ফাঁপানো একরাশ চুলে ঢেউ খেলছিল সমুদ্রের মত, আর একজোড়া গভীর নীল চোখের দিকে আমি তাকিয়েছিলাম মোহাচ্ছন্নের মত। হুইস্কি গলায় ঢেলে আমি একসময় বলেও ফেললাম।

'শীলা, তোমার ও দুটি চোখ সাগর জলের মত নীল, গভীর নীল, তল খুঁজে পাওয়া যায় না।' শুনে সে কিছু না বলে শুধু মুখ টিপে হাসল, আমার মনে হল ঐভাবে হেসে সে বোঝাতে চাইছে যে আমি তাকে তোষামোদ করতে চাইছি এটা সে বুঝতে পেরেছে। মে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল তাই তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য শীলাকে এতদিন ধরে মনেপ্রাণে কামনা করে এসেছি, দেখা হলে চোখের ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছি যে আমি তার সঙ্গ কামনা করি। আজ এতদিন বাদে তাকে সামনে পেয়ে সত্যিই আমার মনপ্রাণ ভরে উঠল।

নাটক দেখে শীলা খুব খুশি হল। হল থেকে বেরিয়ে তাকে ডিনার খাবার প্রস্তাব আবার জানালাম, এবার আর সে আপত্তি তুলল না। ডিনার খেতে খেতে শীলা তার নিজের কথা শোনাল, শীলার মুখ থেকেই জানলাম যে সে যখন খুব ছোট সেইসময় তার মা মারা যান। শীলার বাবা ছিলেন কাঠের ব্যবসায়ী, জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে নীলামে গাছ কেনাই ছিল তাঁর কাজ, স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি আর বিয়ে করেন নি। বছর কয়েক আগে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার সময় ভদ্রলোকের হার্ট অ্যাটাক হয়, তারপর ব্যবসা পুরোপুরি উঠে যায়। এখন তিনি ডাক্তারের নির্দেশে সবসময় বিছানায় শুয়ে দিন কাটাচ্ছেন। শীলার মুখ থেকে শুনলাম তার আর কোনও ভাইবোন নেই, সে তার বাবার একমাত্র সন্তান।

'আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবও তেমন কেউ নেই।' শীলা বলল, 'আমার এক খুড়তুতো বোন থাকত ম্যানচেস্টার, নাম মেরী, এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত সেই ছিল আমার একমাত্র বান্ধবী যাকে আমি মনের সব কথা খুলে বলতে পারতাম। মাস তিনেক আগে এক ডাক্তারের সঙ্গে মেরীর বিয়ে হয়েছে। এখন সে ভ্যানসেটে তার স্বামীর কাছে থাকে। মেরীর ভাই বিলের সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল, পুরো নাম

বিল লোমারগান, ও পেশায় এঞ্জিনীয়ার, থাকে বার্মিংহামে। তার সঙ্গেও বহুদিন হল আমার দেখাসাক্ষাৎ বা যোগাযোগ নেই।'

'বিল লোমারগান,' আমি বললাম 'স্কুলে পড়ার সময় ঐ নামে আমার একজন সহপাঠী ছিল।'

'হয়ত আমি যার কথা বলছি ও আপনার সেই পুরোনো সহপাঠী,' শীলা বলল, 'কয়েক বছর আগে ওরাও ক্ল্যাপহ্যাম এলাকায় থাকত। কিছুটা খ্যাপাটে স্বভাবের হলেও ওর মনটা ছিল খুব নরম আর উদার, তাছাড়া বিল আমাকে খুব স্নেহ করত। ছোটবেলায় বিলকে আমার নিজের বড় ভাই বলে মনে হত।'

ডিনারের বাকি সময়টুকু বিল লোমারগান সম্পর্কে নানা আলোচনা করেই আমাদের কেটে গেল। শীলা ঠিকই বলেছে, বিল ছিল বেশ খ্যাপাটে স্বভাবের ছেলে, তেমনই দামাল আর দুর্দান্ত। স্কুলের ক্রিকেট টিমে বিলই বরাবরের হত ওপেনিং ব্যাটসম্যান। একবার ত আমি বল করার সময় তাকে উদ্দেশ্য করে একটা খুব অশ্লীল মন্তব্য করেছিলাম সেটা ওর কানে ঠিক পেঁাছেছিল। লাঞ্চের সময় বিল ছুটে এসে আমার কলার চেপে ধরেছিল, তারপর ডানহাতে টেনে এক থাপ্পড় মেরেছিল আমার গালে, তার ফলে আমার গালের চামড়া লাল হয়ে উঠেছিল। ঘটনাটি এতদিন বাদে আমি শীলাকে জানালাম, শুনে সে শুধু হাসল। সত্যি বলতে কি যতক্ষণ রেস্তোরাঁয় ছিলাম ততক্ষণ শীলার মুখে শুধু বিল লোমারগান সম্পর্কে ভাষণই শুনলাম, শুনে আমার বেশ ঈর্ষা হল।

ডিনার খেয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি দুজনে এমন সময় পেছন থেকে মহিলার গলা ভেসে এল।

'আরে জন? কি ব্যাপার! তুমি এখানে কি করছ?'

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি এক প্রৌঢ় ভদ্রমহিলা হাসিহাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মহিলার মুখখানা ঠিক হাঙ্গরের মত, দু'চোখের চাউনীও কেমন হিংস্র তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক যাঁকে দেখলে মহিলার স্বামী বলে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায় বয়সে যদিও তিনি তাঁর স্ত্রীর চাইতে কমবয়সী। এই মহিলার নাম মিসেস পিডক, সঙ্গী পুরুষটি সত্যি তাঁর স্বামী মিঃ পিডক এবং বয়সে সত্যিই তিনি তাঁর স্ত্রীর চাইতে অনেক ছোট। ক্ল্যাপহামে মিঃ পিডকের একটা চালু ওষুধের দোকান আছে। এই মিসেস পিডক একসময় আমার মার সঙ্গে আড্ডা মারতে প্রায়ই দুপুরে আমাদের কিনসেইড রোডের পুরোনো বাড়িতে আসতেন, মার সঙ্গে ওঁর এখনও যোগাযোগ আছে তাও জানি।

পরনিন্দা পরচর্চা আর অন্যের হাঁড়ির খবর যোগাড় করতে মিসেস পিডকের জুড়ি নেই তাও আমি জানতাম। তাই শুকনো হাসি হেসে তাঁকে এড়িয়ে শীলাকে সঙ্গে নিয়ে সরে পড়তে চাইলাম। কিন্তু অত সহজে মিসেস পিডকের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না! আমি সরে পড়তে চাইছি বুঝতে পেরে তিনি হাত ধরে আমায় টেনে আনলেন, তারপর আমার চোখে চোখ রেখে জানালেন যে আজকের ইভনিং শোয়ে তিনিও নাটকটা দেখেছেন। আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে এরপর তিনি তাকালেন

শীলার দিকে, কুতকুতে চাউনী মেলে বললেন, 'তোমাকে আমি চিনি না ঠিকই, কিন্তু মনে হচ্ছে আগে কোথাও তোমায় দেখেছি।' কথা বলার সময় তাঁর দাঁত বেরিয়ে এল, আর তখনই লক্ষ্য করলাম যে তাঁর দুপাটি দাঁতই বাঁধানো।

'হয়ত দেখে থাকবেন,' শীলা একটু বিরক্ত হয়েই বলল, 'আমি ক্ল্যাপহাম লাইব্রেরীতে কাজ করি।'

'না বাপু,' মিসেস পিডক বললেন, 'আমার বই পড়ার নেশা নেই। লাইব্রেরীতে নয়, তোমাকে পথেঘাটে কোথাও দেখেছি। তুমি ত কাছাকাছিই থাকো, তাই না?'

'হ্যাঁ,' শীলা বলল, 'আমি ক্ল্যাপহাম এলাকাতেই থাকি।' শীলার কথা শেষ হতেই আমি একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম, মিসেস পিডকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুজনে তাতে চেপে বসলাম। শীলাকে তার বাড়ির ঠিক সামনে নামিয়ে দিলাম। শীলাদের বাড়িটা বেশ পুরানো আমলের, দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে চোখে পড়ল। শীলা বলল যে ওটা তার বাবার শোবার ঘর। নিশ্চয়ই তার ফিরে আসবার অপেক্ষায় তিনি জেগে বসে আছেন।

ফ্ল্যাটে যখন ঢুকলাম রাত তখন সোয়া এগারোটা। মে তখনও জেগে বসেছিল, বলল, 'এত রাত হল কেন?'

ঘড়িতে মাত্র সোয়া এগারোটা বেজেছে জেনে আমিও বিমর্ষ হলাম। কারণ আমি ধরেই রেখেছিলাম যে রাত দুটো আড়াইটের আগে কিছুতেই ফেরা হবে না, আগামীকাল ছুটি নিয়ে বিছানায় শুয়ে পুরো দিনটা কাটাব।

'উনি নিশ্চয়ই তোমায় অনেক কিছু বলেছেন।' মে বলল, 'তাই এত রাত হয়েছে।'

'কার কথা বলছ বলো ত?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'ওঃ জন, তোমায় নিয়ে আর পারব না।' বলতে বলতে মের লম্বা নাকের আগাটা বিরক্তিতে সামান্য কোঁচকাল, 'তুমি ভালভাবেই জান যে আমি মিঃ ল্যাসির কথা বলছি। যাক, ওঁর সঙ্গে ডিনার খেতে গিয়ে বেশী ড্রিংক করোনি ত? ডাক্তার ত তোমায় বেশী ড্রিংক করতে নিষেধ করেছেন।'

'আরে না,' আমি হেসে বললাম, 'শুধু একটু ওয়াইন খেয়েছি, তার বেশী কিছু নয়। ওকে কি আর ড্রিংক করা বলে?'

'এবারে বলো ত জন, ব্যাপারটা কি?' সে ব্যগ্রভাবে জানতে চাইল, 'মিঃ ল্যাসির সঙ্গে এতক্ষণ তোমার কি বিষয়ে কথাবার্তা হল তা খুলে বলো, শুনি। হাজার হোক আমি ত তোমার বৌ, এটা জানার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে।'

এবার মের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য নতুন করে এক গপ্পো ফাঁদতে হবে, এছাড়া উপায় নেই। অগত্যা মেকে বললাম যে আমি যা ভেবেছিলাম তাই করেছে, মিঃ জিম্বলকে আমি আমাদের দপ্তরের কাজকর্ম ঢেলে সাজানোর যে পরিকল্পনা দিয়েছিলাম সেটা উনি মিঃ ল্যাসিকে দিয়েছেন আর তাই নিয়েই এতক্ষণ উনি আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। থেমে এও বললাম যে মিঃ ল্যাসি আমার নিজের হাতে তৈরী সেই পরিকল্পনার নক্সা দেখে অভিভূত হয়েছেন, বারবার তিনি আমায় বাহবা দিয়েছেন, এমন কি সবশেষে ক্লাবে নিয়ে গিয়ে ডিনারও খাইয়েছেন এবং এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন

যে মিঃ জিম্বল শীগগিরই অবসর নেবেন। তারপর বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মত তাঁর চেয়ারে বসার সুযোগ আমারই পাবার কথা।

মে আমার দেয়া গ্যাস পুরোটাই হজম করে ফেলল। বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাকে। আমি চুপ করতেই সে বলল, 'বাঃ এত চমৎকার! তুমি এখনও এত শান্ত হয়ে আছো কি করে তা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'এখনও কিছুই হয়নি সোনা,' আমি বললাম, 'শুধু ওপরওয়ালার কথার ওপর বিশ্বাস করে নাচতে নেই।'

'চাকরীতে উন্নতি হলে ত তোমার রোজগারও বাড়বে তাই না?'

'হ্যাঁ, তা বাড়বে,' 'আমি বললাম, এখন যা পাচ্ছি তার ওপর প্রতিবছর বাড়তি আরও অন্ততঃ দুশো পাউণ্ড, সেই তুলনায় ট্যাক্সের ছাড়ও অনেক বাড়বে।'

'তোমার উন্নতি হলে সবার আগে যে জিনিসটা আমাদের দরকার সেটা কি বলো ত?' দুষ্টু হাসি হেসে সে আমার চোখের দিকে তাকাল।

'তুমিই জানো।'

'একটা গাড়ি,' সে বলল, 'হাজার হোক তুমি তখন পেইলিংসের একটা বড়দরের ম্যানেজার যার গাড়ি না হলে তোমার ইজ্জৎ থাকবে কি করে? তাছাড়া জানোই ত, আমাদের ফ্ল্যাটে যারা আসে তাদের অনেকেরই গাড়ি আছে, কথায় কথায় তারা আমাদের লিফট দেয়, অথচ আমরা তাদের লিফট দিতে পারি না। আমার ত বাপু ভীষণ লজ্জা লাগে।'

মের এই কথা শুনে আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, বেদম হাসিতে ফেটে পড়ে বললাম, 'ঠিকই বলেছো, একটা গাড়ি এখন আমাদের একান্ত দরকার; চলো, এক্ষুনি বেরিয়ে গিয়ে একটা গাড়ির অর্ডার দিয়ে আসি, আজ রাতেই। ইস্, আজ রাতেই যদি গাড়িটা ডেলিভারী পেতাম!' বলতে বলতে কেন কে জানে আমার বুকের ভেতরটা খুব জোরে মোচড় দিয়ে উঠল, দু'চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল টপটপ করে। সে জল আনন্দের, না বেদনার তা বুঝতে না পেরে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

আগেই বলেছি যে স্থানীয় টেনিস ক্লাবে ভর্তি হবার জন্য ড্যানমামা বেশ কিছুদিন ধরেই আমায় বলছিলেন, এই ক্লাবটা ক্ল্যাপহামে অবস্থিত, নাম ইক্সডেল। ড্যানমামা বহু বছর ধরে এই ক্লাবের সদস্য, এবার তিনি আমাকেও সেখানে ঢোকাতে চাইছেন। কিন্তু ওখানে আমি ভর্তি হই তা মের পছন্দ নয়। এর কারণ, তার মতে টেনিস ক্লাবগুলোতে শুধু খেয়োখেয়ি, হিংসুটেপনা, পরনিন্দা, পরচর্চা এবং কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার শ্রাদ্ধ ছাড়া আর কিছুই হয় না। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যেটা শীলার সঙ্গে কাটানোর পর আমি ইকসডেল টেনিস ক্লাবে ভর্তি হবার ব্যাপারে একরকম মনস্থির করেই ফেলেছিলাম। আর মেকে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েও দিয়েছিলাম। আমি এও বলেছিলাম যে আমার সঙ্গে তারও ঐ ক্লাবে যোগ দেয়া উচিত।

'তোমার ড্যান মামা ঐ ক্লাবের মেম্বার তাই না?' সে আমার মামাকে সবসময়

তোমার ড্যান মামা বলে উল্লেখ করত, যেন ঐভাবে সে বোঝাতে চাইত যে তাঁকে সে নিজের আত্মীয় বলে মানতে রাজী নয়। হ্যাঁ, ক্লাবটা বেশ জাতের একথা মানতেই হবে।'

'আর তাই টেনিস খেলার জন্য আমি ওখানে ভর্তি হতে চাই,' আমি বললাম।

'সে তো বটেই,' সে বলল, 'কিন্তু কার বা কাদের সঙ্গে তুমি খেলছ সেটাও দেখতে হবে। ঐ ক্লাবের ক'জন মেম্বারের সঙ্গে তুমি মিঃ ল্যাসির পরিচয় করিয়ে দিতে পারবে? আমি যা শুনেছি তাতে এটাই বুঝেছি যে ওখানকার অনেক মেম্বারেরই খুব ভাল সামাজিক মান মর্যাদা আছে। তাঁরা হয় খুব ভাল চাকরী করেন নয়ত বড় কোনও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক বা অংশীদার। অথবা কোনও লর্ড ডিউকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তা ওখানকার চাঁদা কত?'

'গরমের সময় মাথাপিছু চার গিনি,' আমি বললাম।

'তাছাড়া তোমার কিছু নতুন জামাকাপড় লাগবে,' সে বলল, 'সেই সঙ্গে লাগবে র‍্যাকেট আর বল।' মের চোখের চাউনি দেখে স্পষ্ট বুঝলাম যে সে মনে মনে খরচের হিসেব করছে। 'ঠিক আছে,' সে বলল, ওখানে ভর্তি হতে কোনও বাধা নেই।'

'তাহলে আমি একা কেন,' আমি বললাম, 'তোমাকেও ভর্তি হতে হবে।'

'না,' মের গলা এবার বেশ গম্ভীর শোনাল, মনে হল এতক্ষণ যে প্রসন্ন মেজাজ আর খুশি খুশি ভাবটা তার মধ্যে ছিল তা এবার মিলিয়ে গেছে কর্পূরের মত।

'না, ওখানে আমার ভর্তি হওয়া চলবে না,' মে বলল, 'তাছাড়া আমি ভাল টেনিস খেলতে পারি না। শোন, ওখানে ভর্তি হবার পর যেসব লোককে দিয়ে দেখবে কাজ হবে তাদের আমাদের এখানে ডিনারের নেমন্তন্ন করতে ভুলো না যেন। সুসময় মানুষের জীবনে বারবার আসে না। এলেও তা বেশীদিন স্থায়ী হয় না।'

'মে,' স্পোর্টস ক্লাবের দিনগুলোর স্মৃতি হঠাৎ মনে পড়ে যেতে আমি বললাম, 'একসময়, তুমি কিন্তু এমন ভান করতে যে টেনিস তোমার খুব প্রিয় খেলা।'

'করতাম কারণ তখন তোমার সঙ্গে সবে পরিচয় হয়েছিল,' সে মুখ টিপে হাসল, 'তুমি তখন খুব কাঁচা ছিলে, অবশ্য আমার সবসময় এই অনুভূতি হত যে তুমি শুধু আমাকে পাবার জন্যই জন্মেছো। জন, জেনে রেখো যে তোমার জন্য আমি খুব গর্বিত। বরাবরই আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে একদিন তুমি অনেক বড় হবে, অনেক ওপরে উঠবে।'

বেশ বুঝতে পারলাম মিঃ ল্যাসির সঙ্গে আমার কাল্পনিক কথাবার্তার বিবরণ শুনেই সে আমার জন্য গর্ববোধ করছে। এই গর্ব করার মত তেমন কোনও বিষয়ই নয়।'

'তোমার টেনিস খেলতে ভাল লাগে, ত ঠিক আছে,' মে স্কুলের মাস্টারণীদের মত গলায় বলল, 'গিয়ে খেলো গে। আর জন সেই সঙ্গে এটা মনে রেখো যে ইভসডেল ক্লাবের আরেকটা চেহারা আছে। তুমি যা খুশি বলতে পারো, তবে বড় আর নামী মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমার মতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এইভাবেই আমি শেষপর্যন্ত ইভসডেল ক্লাবের মেম্বার হলাম। মে মাসের শেষ

নাগাদ এক শনিবারের বিকেলে প্রথম টেনিস খেলতে আমি সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। এর আগে শহরতলীর একটা টেনিস ক্লাবের আমি মেম্বার ছিলাম আর জানতাম যে সব টেনিস ক্লাবেই নতুন মেম্বারদের জন্য কিছু কড়া নিয়মকানুন থাকে, কর্তৃপক্ষ আর পুরানো মেম্বাররা এইভাবে তাদের ওপর সর্দারী করে। এটাই নিয়ম। ইভসডেল ক্লাবের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি, কিন্তু আগেই বলেছি যে ড্যান মামা ছিলেন সেখানকার পুরোনো মেম্বারদের একজন। তাই সেই সুবাদে আমার ওপর কোনও নিয়মকানুন ফলানোর সুযোগ পেল না।

ইভসডেল টেনিস ক্লাবে চারটে হার্ড আর ছটা ঘাসের কোর্ট ছিল, এখানকার ক্লাবরুমে স্ন্যাকস এবং ড্রিংকসের ব্যবস্থাও ছিল। ড্যান মামা আমাকে প্রথম দিন ক্লাব সেক্রেটারীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তারপর জেণ্টস ডাবলসের একটি টিম তৈরী করলেন। মামা আর আমি দুজনে যে দুজনের সঙ্গে খেললাম তাদের মধ্যে একজন ছিল লম্বা চওড়া ফর্সা গায়ের রং অন্যজন ছিল বেঁটে। তার গায়ের রং ছিল বেশ তামাটে। মামা আর আমি খুব সহজেই তাদের হারিয়ে দিলাম। মামার মুখ থেকেই জানতে পারলাম লম্বা চওড়া খেলোয়াড়টির নাম জ্যাকসন।

ড্যান মামা স্নান করতে বাথরুমে ঢুকলেন, আমি বারে বসে অরেঞ্জ স্কোয়াশে বরফ মিশিয়ে চুমুক দিচ্ছি এমন সময় দেখলাম টেনিস র‍্যাকেট দোলাতে দোলাতে শীলা তার এক বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে এসে দাঁড়াল ক্লাবরুমের দরজায়, দুজনে জ্যাকসনের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল।

হঠাৎ শীলার চোখ পড়ল আমার দিকে, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সে। চাউনী দেখে বেশ বুঝলাম আমায় সেখানে আশা করেনি সে। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে শীলা ভেতরে ঢুকল, পায়ে পায়ে আমার টেবিলের সামনে এগিয়ে এসে সে বলল 'আরে জন, তুমি এখানে? কি আশ্চর্য, তুমি যে এই ক্লাবের মেম্বার তা ত আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। নতুন ভর্তি হয়েছ, তাই না?'

জ্যাকসনও এবার ক্লাবরুমের ভেতরে এসে দাঁড়াল, দেখলাম সে আমার দিকে এমনভাবে ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছে যা দেখে বোঝা যায় যে শীলা আমার পরিচিত এটা তার কাছে অসহ্য ঠেকছে। শীলাকে সে প্রশ্ন করল, 'উইলকিনসকে তুমি চেনো, শীলা?'

'নিশ্চয়ই, শীলা বলল, 'আমাদের আরেকজন পার্টনার দরকার তাই না? জনকে নিয়ে নাও, লেস!'

বেশ বিরক্তির সঙ্গেই জ্যাকসন শীলার প্রস্তাবে রাজী হল। গ্লাসের সবটুকু পানীয় শেষ করে আমি র‍্যাকেট নিয়ে শীলা আর জ্যাকসনের সঙ্গে কোর্টে গিয়ে দাঁড়ালাম। পার্টনার বাছবার সময় শীলাকে পেয়ে গেলাম যা আমার কাছে ছিল অভাবিত। টেনিস কোর্টে শীলাকে পার্টনার হিসেবে পেয়ে মনে হল স্বপ্ন দেখছি, তাকে নিয়ে যে স্বপ্নটা কিছুদিন আগে ঘুমের ভেতর দেখেছিলাম সেই স্বপ্নের কথা সেইমুহূর্তে আমার মনে পড়ে গেল। কে যেন আমার মনের কোণে চুপিচুপি বলে উঠল জন, আজ তোমায় খুব ভাল দেখতে হবে, যেমন খেলা এর আগে কখনও খেলোনি তুমি। চোখের সামনে দেখতে পেলাম আমি টেনিস র‍্যাকেট হাতে লাফিয়ে লাফিয়ে ড্রাইভ করছি,

আমার র‍্যাকেটের এক এক স্ম্যাশে টেনিস বলটা গিয়ে ছিটকে পড়ছে নেটের গায়ে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে বিস্ময়াভিভূত চোখ মেলে শীলা তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'লেস কিন্তু খুব খারাপ খেলোয়াড় নয়,' শীলার কথায় আমার কল্পনার জামা ছিঁড়ে গেল নিমেষের মাঝে, 'আশা করি তুমিও নিয়মিত প্র্যাকটিস বজায় রেখেছো।'

'নিজের চোখেই দেখবে,' বলে বল কুড়িয়ে নিয়ে আমি সার্ভ করতে উদ্যত হলাম।

শরীর আর মনের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আমি খেললাম আর খেলতে খেলতে বুঝলাম যুদ্ধ করা কাকে বলে। শীলা আর আমার মিলিত আক্রমণ ও প্রতিরোধের সামনে জ্যাকসন দাঁড়াতে পারল না, ফলে আমরাই জিতলাম।

'নাঃ, ছেলে তেজী আছে দেখছি, ভাল খেলে,' জ্যাকসন মন্তব্য করল, যদিও আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে ভেতরে ভেতরে সে আমার ওপর বেশ রেগে আছে। ক্লাব-রুমের কাছাকাছি এসে শীলাকে বললাম, 'আমার সঙ্গে একটু ড্রিংক করবে?'

'না, ধন্যবাদ,' বলেই শীলা ঘুরে দাঁড়াল, আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'তুমি যে বিবাহিত তা আগে আমায় বলোনি জন।'

শীলার মুখ থেকে একথা শোনার জন্য আমার আগে থেকেই প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল, কিন্তু সেইমুহূর্তে কোনও উত্তর খুঁজে পেলাম না আমি।

'বাড়িতে তোমার বৌ আছে তা আগে আমায় জানাতে পারতে,' শীলা বলল, 'পঙ্গু অথর্ব বোনের পড়ার জন্য বই নিতে এসেছো এই নির্জলা মিথ্যেটা আমায় না বললেও পারতে। তাছাড়া ময়রা মউলেভেরারের বই নেবার একটা ভাল কারণও তোমার খুঁজে বের করা উচিত ছিল।'

সেদিন বিকেলে টেনিস ক্লাবে শীলার পার্টনার হিসেবে খেলার পর কি আনন্দ আর খুশির অনুভূতি মনে জেগেছিল তা ভাষায় বলে বোঝাতে পারব না, বললেও খুব কম লোকই তা উপলব্ধি করতে পারবে বলে আমার ধারণা। রাতে শোবার পর সেদিন ক্লাবে যা যা ঘটেছে সেইসব দৃশ্য ফিল্মের মত বারবার ভেসে উঠতে লাগল মনের পর্দায়। আমি সেদিন খেলায় জিতে শীলার কাছ থেকে যতটা বাহবা আর অভিনন্দন পেয়েছিলাম ঠিক ততটাই ঘৃণা আর প্রত্যাখ্যান তার দুচোখের চাউনীতে ফুটে উঠতে দেখেছিলাম যখন সে শুনেছিল যে আমি বিবাহিত সেকথা জেনে ফেলেছে সে। এই ব্যাপারটায় নিজেকে বারবার খুব ছোট বলে মনে হতে লাগল, ঘুমোতে না পেরে বারবার এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম আমি। অথচ আমার পাশেই মে কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে দেখে মনে হচ্ছে সে একটা কাঠের বা পাথরের মূর্তি ছাড়া কিছু নয়, প্রাণ বা অনুভূতি কিছুই যার নেই। অনেক সাধ্যসাধনা করেও ঘুম এল না, শুধু আচ্ছন্নের মত দুচোখ বুঁজে বালিশে মাথা রেখে পড়ে রইলাম। শেষরাতের দিকে একটু ঘুম নেমে এল দুচোখের পাতায়, কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই এক নিদারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে আমি জেগে উঠলাম। স্বপ্নের ভেতর দেখলাম কি যেন একটা অতিপ্রাকৃতিক জীব এসে দাঁড়িয়েছে আমার বিছানার ধার ঘেঁষে, পরমুহূর্তে আমায় সে একটানে বিছানা থেকে তুলে ফেলল, তারপর খুব জোরে এক পাক দিয়ে ছুঁড়ে মারল ওপরের দিকে। অনেকটা ওপরে ওঠার

পর হাত পা ছড়িয়ে আমি নীচের দিকে পড়তে লাগলাম।

পরদিন অফিসে যন্ত্রের মত একটানা কাজ করে গেলাম, চারটে নাগাদ টেবল গুছিয়ে আমি উঠে পড়লাম, টুপি আর কোট নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু অফিস থেকে আমি বাড়ি গেলাম না। তার বদলে সোবোর একটা ছোট রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকলাম। মনের ওপর একটা বিশাল ভার চেপেছিল, পরপর কয়েক পেগ হুইস্কি গলায় ঢালতে সেটা চলে গেল। হঠাৎ দেয়ালঘড়িটার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। সন্ধ্যে সাতটা বাজতে বেশী দেরি নেই। আজ বুধবার, মনে পড়ে গেল আজ মাকে দেখতে যাবার কথা। হুইস্কির দাম মিটিয়ে উঠে পড়লাম চেয়ার ছেড়ে, বাইরে এসে বাসে চেপে যখন বেনার্ড রোডে এসে পৌঁছোলাম তখন ঠিক সাড়ে সাতটা। কলিংবেল টেপার পর মা নিজেই এসে দরজা খুললেন।

'মা, দেরি হবার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত, খুব দুঃখিত বিশ্বাস করো।' মার গলা দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'আমাদের দপ্তরের কাজকর্ম সব নতুন করে ঢেলে সাজানো হচ্ছে তাই আসতে দেরি হল। যাক, মে এসেছে?'

"হ্যাঁ, বাছা,' মা বললেন, 'মে এসেছে। তুমি বরং আগে ওপরে গিয়ে ভাল করে স্নান করে নাও।' আরে! ওটা কি?' বলেই মা আঙ্গুল দিয়ে নিজের বাঁ গালের চামড়া ছুঁলেন। মার গলা শুনে বুঝতে পারলাম আমার বাঁ গালে অস্বাভাবিক কোন কিছু নিশ্চয়ই তাঁর চোখে পড়েছে। কথা না বাড়িয়ে আমি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম, বাথরুমে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়াতেই বুঝলাম মায়ের অবাক হবার কারণ কি—আয়নার কাঁচে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার বাঁ গালে লিপস্টিক বসানো একজোড়া ঠোঁটের ছাপ পরিষ্কার বসে গেছে, ঠিক শীলমোহরের মত। আমার আর চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতা ছিল না, গরম জল আর সাবান দিয়ে গালের চামড়া থেকে জোড়া ঠোঁটের সেই ছাপ ভাল করে ধুয়ে মুছে আবার নীচে নেমে এলাম। ভয়ে তখন আমার পা দুটো কাঁপছে ঠকঠক করে। কিন্তু কি আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার বাঁ গালে কোন যুবতী কখন চুমু খেল তা এইমুহূর্তে কিছুই মনে করতে পারছি না আমি।

সেদিন মার কাছে গোটা সন্ধ্যেটা আমার অস্বস্তির মধ্যে কাটল। মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফ্ল্যাটে ফিরে আসার পর মেকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে একরকম জোর করেই চুমু খেলাম তার দুগালে, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে। সে বারবার আমায় ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইল। বোঝাতে চাইল আমার কাছ থেকে ঐ আদর তার মনঃপূত নয় কিন্তু আমার শক্তির সঙ্গে পেরে উঠল না সে। তখনও আমার পরণে অফিসে যাবার স্যুট, বাড়ি ফেরার পর তখনও পোষাক পাল্টাইনি আমি।

বাইরের জামাকাপড় পরা অবস্থাতেই মের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে করতে একসময় ক্লান্ত হয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

উইস্টসায়ারে লিটল পেলিংএ অবস্থিত রোজকটেজের বাসিন্দা নোরা ভিনসেন্টের কাছে লেখা মিসেস উইলকিনসের একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃত অংশ বিশেষ।

......জীবনযাত্রার খরচ প্রতিদিন বেড়েই চলেছে, এখন আমার মত মানুষেরই সত্যি

সত্যি গরীব বলা চলে সঙ্গে নির্দিষ্ট একটি ছাড়া দ্বিতীয় কোনও আয়ের সূত্র নেই। খবরের কাগজে প্রায়ই দেখা যায় আজ এঞ্জিনীয়াররা, কাল রেল কর্মচারীরা সবাই আয় বাড়ানোর দাবী জানাচ্ছে।

জনকে নিয়ে আমি খুবই চিন্তায় আছি, ওর চালচলন হাবভাব কিছুদিন ধরেই বেশ অদ্ভুত ঠেকছে আমার কাছে। গত বুধবার সন্ধ্যের পর ও আমার কাছে এসেছিল আর তখনই লক্ষ্য করলাম ওর দুচোখের চাউনী কেমন অদ্ভুত ঠেকছে, সেইসঙ্গে ওর বাঁ গালে লিপস্টিক মাখা একজোড়া ঠোঁটের ছাপও চোখে পড়ল, মেয়েরা জোর করে রোজই পুরুষের গালে চুমু খেলে যেমন ছাপ পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমি জনকে ওপরে পাঠিয়েছিলাম সেও বাথরুমে ঢুকে ভাল করে মুখের ঐ দাগ ধুয়ে ফেলেছিল। সৌভাগ্যবশতঃ ওর বৌয়ের চোখে ব্যাপারটা ধরা পড়েনি। কিন্তু সেদিন জন যতক্ষণ আমার এখানে ছিল ততক্ষণ তার আচরণ কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকেছিল, মনে হচ্ছিল ও যেন ঠিক নিজের মধ্যে নেই। আমার ছেলেকে আমিই নিজে মানুষ করেছি তাই ওর স্বভাবের ধরণধারণ আমার চাইতে কেউই ভাল জানে না, জানার কথাও নয়। কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে এবিষয়ে আমি নিশ্চিত, জন যে কোনকিছুর জন্য ভেতরে ভেতরে তৈরী হচ্ছে সে সম্পর্কে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। টেইনসাউথে ছুটি কাটানোর কথা তোমার মনে আছে? জনের বয়স তখন মাত্র আঠারো। ওখানে বেলারটি নামে এক ভদ্রলোক জনকে প্রায়ই খ্যাপাতেন কারণ ও সাঁতার কাটতে পারত না। কিন্তু দিনের পর দিন ভদ্রলোক তাকে খেপিয়ে শেষকালে নিজেই মহা মুশকিলে পড়লেন। একদিন জন ক্রিকেট ব্যাটের এক ঘা মেরে সেই ভদ্রলোকের নাকের হাড় দিল ভেঙ্গে, মনে পড়ে সেই ঘটনা? বেলারবির নাক ভেঙ্গে দেবার আগের কয়েকটা দিন লক্ষ্য করেছিলাম জন কেমন যেন মরীয়া হয়ে উঠেছে ভেতরে ভেতরে, কেমন যেন এক অদ্ভুত ছটফটানি শুরু হয়েছে তার ভেতরে। গত বুধবার সন্ধ্যেয় সেইরকম মরীয়া-ভাব আবার বহুদিন পরে ফুটে উঠতে দেখলাম তার চোখেমুখে।

গত হপ্তায় মিসেস পিডকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। উনিই বললেন ক'দিন আগে জনের সঙ্গে এক থিয়েটারে নাকি ওঁর দেখা হয়েছিল। সেদিন অল্পবয়সী একটি মেয়ে ছিল জনের সঙ্গে। মেয়েটির সঙ্গে জন তাঁর পরিচয় করতে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তার নাম জানায়নি, যদিও মেয়েটি বলেছিল যে সে লাইব্রেরীতে কাজ করে। এখন মিসেস পিডক কেমন মহিলা তা তো ভালভাবেই জানো, অন্যের হাঁড়ির খবর বের করতে ওঁর জুড়ি নেই। খোঁজখবর নিয়ে উনি পরে আমায় জানিয়েছেন যে জনের সঙ্গে যে মেয়েটিকে উনি থিয়েটারে দেখেছিলেন তার নাম শীলা মর্টন, রীতিমত বড়লোকের মেয়ে। ওর বাবা এক ধনী কাঠের ব্যবসায়ী, গ্রেলিং রোডে ভদ্রলোকের বিরাট কাঠের গুদাম আছে।...এই হল অবস্থা......

ম্যাঞ্চেস্টারের ১৭, রেঞ্জলি রোডের বাসিন্দা মেরী ভ্যান্সেটের কাছে লেখা শীলা মর্টনের চিঠি থেকে উদ্ধৃত অংশবিশেষ।

......লাইব্রেরীর জীবন যে অন্যান্য সব অফিসের মতই একঘেয়ে আর যান্ত্রিক তা

আগেই বলেছি। তবু এর মধ্যে যখন দেখি দু একজন পাঠক ভদ্রতা আর সভ্যতার মোড়কে ভরা গা চনমনে উত্তেজক বই খুঁজে বেড়াচ্ছেন তখন কিছুটা বৈচিত্র অনুভব করি। অনেকসময় ইচ্ছে হলেও ঐরকম পাঠকদের হাতে লেডী চ্যাটার্লিজ লাভার বইটা তুলে দিই না আমি, নিজেকে সবদিক থেকে সংযত রাখি।

এর মধ্যে আমি নিজে বেশ একটা গোলমাল পাকিয়েছি। কিছুদিন আগে এক অল্পবয়সী যুবক এসে জানালেন যে তাঁর বোন পঙ্গু, অথর্ব, সবসময় তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়, তার পড়ার জন্য ময়রা মাউলেভেরারের লেখা উপন্যাস চাইলেন তিনি। একধরনের বাদামী ঘোলাটে চোখের পুরুষ আছে না, যারা যেচে গায়ে পড়ে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে, কিছুতেই যাদের ঝেড়ে ফেলা যায় না? এই লোকটির দুচোখও ঠিক তেমনি বাদামী আর ঘোলাটে, দেখলে কেমন যেন রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরদের কথা মনে আসে। তুমি খুব ভালো করেই জানো যে এসব পুরুষদের আমি মোটেই বরদাস্ত করি না, কিন্তু কেন কে জানে লোকটার জন্য আমার মনে হঠাৎ এক ধরনের সহানুভূতি আর মায়া জেগেছিল, অনেক চেষ্টা করেও তাকে আমি এড়িয়ে যেতে পারিনি। আর সে লোকটাও এমন হ্যাংলা যা বলার নয়। আমি যতই হাবভাবে নিজের বিরক্তিটা বোঝাতে চাইছি ও ততই জোঁকের মত আমার গায়ে এঁটে বসেছে, বারবার এটা সেটা জানতে চাইছে। শেষকালে হতভাগা একদিন আমায় থিয়েটারে নিয়ে যাবে বলল, কি একটা নাটকের দুটো কমপ্লিমেণ্টারী টিকেট নাকি ও কোথা থেকে যোগাড় করেছে তাও শোনাল। কিন্তু এটা যে নির্জলা মিথ্যে তা বুঝতে পারলাম হলে গিয়ে কারণ টিকেট চেক করার সময় দেখলাম তাতে কমপ্লিমেণ্টারী লেখা নেই। কি সাংঘাতিক করুণ, তাই না? আমি একজনকে চাইছি না কিন্তু সে আমায় খুশি করতে আমার মন পেতে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। অথচ মজার ব্যাপার কি জানো, হলে ঢুকে লোকটার পাশের সিটে বসে যতক্ষণ নাটক দেখলাম ততক্ষণ একটা অদ্ভূত গা শিরশিরে অনুভূতি বারবার আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ওঠানামা করতে লাগল। কেন, তার উত্তর এখনও খুঁজে পাইনি।

লোকটা কিন্তু এখানেই থেমে রইল না, তারপর সে আবার ইভসডেল ক্লাবে গিয়ে মেম্বার হয়েছে। আমার পার্টনার হয়ে সেখানে টেনিস খেলতে গিয়ে এমন জোরে বল পিটিয়েছে যেন উনি ডেভিস কাপ খেলতে এসেছেন। খেলা শেষ হবার পর ওর চোখ দুটোর চেহারা দেখলে তোমার ভীষণ ভয় হত, কারণ খুব জোরে বল পেটানোর পরেও আমি তাকে একবারের জন্য তারিফ জানাইনি আর সেটা ও ঠিক বুঝতে পেরেছিল। লোকটা বিবাহিত আর বাড়িতে যে ওর কোনও পঙ্গু অথর্ব বোন নেই তা আমার জানতে বাকি নেই আর এটা বেশ কড়াভাবে তাকে জানিয়ে দিয়েছি। এখন কথা হচ্ছে নিজের এই কড়া থাকাটা কতদিন তার সম্পর্কে আমি বজায় রাখতে পারব তা নিয়ে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে, তুমি খুব ভালভাবেই জানো যে আমার মনটা একেক-সময় জলে গোলা সাবানের মত নরম হয়ে যায়।

বিলকে চিঠি লেখার সময় ওকে আমার ভালবাসা জানিয়ো। হ্যাঁ, ভাল কথা, ওপরে এতক্ষণ যার কথা বললাম সেই পুরুষটির নাম জন উইলকিনস। বিলকে ও

খুব ভালভাবেই চেনে, ছোটবেলায় দুজনে একই সঙ্গে স্কুলে পড়েছে, স্কুলের ক্রিকেট টিমে নাকি খেলেছে একসঙ্গে। জানিনা এটা কতদূর সত্যি। এমন প্রেমিক পুরুষেরা ত মেয়েদের মুখের একটু হাসি দেখার জন্য কথায় কথায় ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলতে পারে, পারে দিনকে রাত বানাতে। বানালে তাতেও আমি আশ্চর্য হব না।

এবার সবশেষে এমন একটা খবর দেব যা শুনলে তুমি সত্যিই খুব আশ্চর্য হবে। সত্যিই আমার একজন মনের মানুষ জুটেছে এতদিনে। না, তোমার চেনা কেউ নয়, হাজার মাথা খাটিয়েও তুমি তার নাম জানতে পারবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সে কি সিরিয়াস? আমি নিজে কি সিরিয়াস? মনে হচ্ছে আমি সত্যিই সিরিয়াস। সমস্যা হল সে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রস্তাব আমায় দেয়নি বটে, কিন্তু যদি হঠাৎ দিয়ে বসে তখন কি হবে? বাবাকে নিয়ে তখন আমি কি করব? ওঁর হার্টের অবস্থা যে আগের মতই খারাপ রয়েছে, এতটুকু ভাল হয়নি তা ত তোমার অজানা নেই, ভাল হবে এমন সম্ভাবনাও নেই, তাই ওঁকে ছেড়ে থাকা কিছুতেই আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। ও এক ভয়ানক সমস্যা। কিন্তু হয়ত তুমি বলবে, এ সমস্যা কখনোই দেখা দেবেনা…

জন উইলকিনসের বক্তব্য

অতীতের কথা ভাবতে বসে দেখেছি সেইসব ফেলে আসা দিন আর ঘটনা একই সঙ্গে খুব কাছের অথচ বহু দূরের বলে মনে হয়। ঠিক যেন স্বপ্নের মত। মে আর আমি ব্রাইটনে যাবার আগের কটা দিন সত্যিসত্যি যা ঘটেছিল তা থেকে আমি যা ঘটাতে চেয়েছিলাম অথবা ঘটবে বলে আশা করেছিলাম এ দুটোকে আলাদা করা দেখলাম খুব শক্ত। কিন্তু শক্ত হলেও যতদূর সম্ভব আমি তা বলব, আর এও আশা করব যে আমি যা বলেছি তা সত্যিই হবে। মনে হচ্ছে গোটা জীবন ধরেই আমি সত্যি কথা বলতে চেয়েছি, তা সত্ত্বেও সত্যি কখন যে মিথ্যায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে তা আমি নিজেই জানতে পারিনি।

সেই ভয়ানক সন্ধ্যের পর কয়েকটা দিন আমি আর ইভসডেল ক্লাবে যাইনি। মে অবশ্য ওখানে যাবার জন্য আমায় বারবার চাপ দিয়েছে, তার মতে মোটা চাঁদা দেবার পর আমি সেখানকার যাবতীয় সুযোগসুবিধা কেন পুরোপুরি উপভোগ করছি না তা তার মাথায় ঢুকছে না। শেষকালে তার ঘ্যানঘ্যানানি অসহ্য হয়ে ওঠায় আমি আবার সেখানে যেতে বাধ্য হলাম। সেদিন শীলা যায়নি, তাহলেও আমার খেলা জমেছিল খুব ভাল। তার কিছুদিন পরেই আবার আমি লাইব্রেরীতে গেলাম কিন্তু ইচ্ছে করেই শীলাকে এড়িয়ে গেলাম, শীলা যতবার কাছাকাছি এল ততবার আমি কোনও না কোনও একটা বইয়ের র‍্যাকের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম, ফলে সে আমায় একবারও দেখতে পেল না। দু তিনদিন বাদে আবার গেলাম ক্লাবে, সেখানে শীলার সঙ্গে দেখা হল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, আমরা কেউ কারও সঙ্গে কথা বললাম না, শুধু ভদ্রতা রক্ষার্থে দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লাম।

পরক্ষণেই আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, আমার অপরাধ কি। হ্যাঁ, বাড়িতে এক

পঙ্গু অথর্ব বোন আছে বলে অবশ্যই মিথ্যে মনগড়া গল্প আমি শুনিয়েছি তাকে, একবারও জানাইনি যে আমি বিবাহিত। সঙ্গে সঙ্গে মনের কোণে কে যেন আমার পক্ষ সমর্থন করতে বলে উঠল যে এসব যা কিছু করেছি তা শীলারই জন্য, তাকে সন্তুষ্ট করতে, তার মন পাবার উদ্দেশ্যে করেছি ; এবং ইতিমধ্যেই এটা নিশ্চয়ই সে বুঝতে পেরেছে। এটা ও খুব সত্যি যে হাজারটা মিথ্যে বললেও মেয়েরা হাসিমুখে সেই অপরাধ ক্ষমা করে যদি সেই মিথ্যে বলবার পেছনে তাদের মন পাবার কোনও ব্যাপার থেকে থাকে। তাহলেও শীলার সঙ্গে টেনিস খেলার পর থেকেই সে যে মুখ গোমড়া করে আছে, আমার সঙ্গে ঠাণ্ডা ব্যবহার করছে এটা আমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না।

এখন বুঝতে পারছি যে আমি নেহাৎই মাথামোটা নয়ত আগেই বোঝা উচিত ছিল যে তার একমাত্র কারণ মে নিজে। শীলা বয়সে মের চাইতে ছোট আর তাই তার ভেতর থেকে সততা নামক বস্তুটি এখনও পুরোপুরি অদৃশ্য হয়নি, একই সঙ্গে তার আন্তরিকতাও তুলনাবিহীন। কোনও বিবাহিত পুরুষের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার কথা নয়। এমতাবস্থায় আমার বিবাহিত হওয়াটাই সব চাইতে গুরুত্ব-পূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, মেকে বিয়ে না করলে ব্যাপারটা যে অন্যরকম চেহারা নিত সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। মেকে বিয়ে করে যে আমি আদৌ সুখী হইনি সে বিষয়েও আজ আমার কোনও সন্দেহ নেই। এটাও ত ঠিক যে একদিন এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি কিন্তু যে ধরনের শরীরী সম্পর্ক আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে গড়ে তুলতে চাইছি সে সম্পর্কের বিষয়ে মের কোনরকম ধারণা নেই, অথচ মের জায়গায় শীলাকে অবচেতন মনের ক্রিয়ায় বসিয়ে দেখেছি পুরো ব্যাপারটাই পাল্টে যায়। আমার শরীর আর মনের ভেতর তখন অনুভূতির নানা সুর বেজে ওঠে বাঁশীর মত সুরেলা আওয়াজে। মের কাছ থেকে উত্তেজনাকর কোন কিছুই আর আশা করতে পারিনা আমি, জানি তেমন কিছু দেবার ক্ষমতাই ওর নেই, কিন্তু উত্তেজনা আর রোমাঞ্চে শীলা এখনও ভরপুর, যাকে বলে দিনরাত টগবগ করে ফুটছে। অথচ চাইলেও মের হাত থেকে এত সহজে নিষ্কৃতি পাবনা তা আমি জানি, আমি ডিভোর্স চাইলেও সে তা সহজে আমায় দেবে না।

একদিন সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছিলাম, হঠাৎ মেকে বললাম, 'মে, ডিভোর্স করলে কেমন হয় ?'

'কাগজে ওরকম কোনও ঘটনার কথা বেরিয়েছে নাকি ?' খাবার প্লেট থেকে মুখ তুলে সে প্রশ্ন করল।

'না। আজ বেরোয় নি।' আমি খবরের কাগজটা পাশের চেয়ারে রেখে বললাম, 'এরই মধ্যে কোথায় যেন পড়লাম ঠিক মনে পড়ছে না, সেখানে একজন পুরুষ মানুষ এই মন্তব্য করেছিল যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা নিঃশেষ হয়ে এলে তাদের ডিভোর্স করা উচিত।'

'হতে পারে,' মে বলল, 'তবে আমার মতে এসব চিন্তাভাবনা কম্যুনিস্টদের মাথাতেই শুধু ঘুরে বেড়ায়, সুস্থ মানুষদের মাথায় কখনও আসে না।'

'মোটেই তা নয়' মে, আমি বললাম, 'এই ত কাল না পরশু কোথায় যেন

পড়লাম ডিভোর্স পাবার আশায় দুজন স্বামী স্ত্রী একটানা তিনটি বছর অপেক্ষা করেছিল। শেষকালে তারা দুজনেই নতুন সঙ্গী আর সঙ্গিনী জুটিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হল।'

'আর দাঁড়াবার সময় নেই, দেরী হয়ে যাবে,' মে তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের গায়ে আলতো টোকা মেরে বলল, 'আর তুমিও এবার অফিসে রওনা হও নয়ত তোমারও দেরী হয়ে যাবে। দেরী হলে মিঃ ল্যাসি নিশ্চয়ই তোমার সম্পর্কে অন্যরকম কিছু ভাবতে শুরু করবেন।'

সন্ধ্যের পর অফিস থেকে ফিরে আবার সেই প্রসঙ্গটা তুললাম। চা খেতে খেতে বললাম, 'মে, মনে পড়ছে আমরা আজ সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে ডিভোর্সের কথা আলোচনা করছিলাম ?'

'না ত,' মে নিরাসক্ত গলায় বলল, 'সত্যিই করেছিলাম নাকি ?'

'হ্যা, খবরের কাগজে সহজে ডিভোর্স করার একটা ঘটনার কথা পড়ছিলাম,' আমি বললাম, 'যখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনরকম ভালবাসা আর থাকে না।'

'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে,' মে এবার তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকাল, 'তুমি কি বলতে চাইছ, জন ?'

'কিছুই না,' মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'তোমাকে কোনকিছুই বলার চেষ্টা করছিনা আমি।'

'তুমি আগের মত আর আমার প্রতি বিশ্বস্ত নও, এটাই বলতে চাও, কেমন ?'

'মোটেই তা নয়, তুমি খুব ভুল করছ,' আমি জোর গলায় প্রতিবাদ করলাম যদিও মে যা বলল তাতে এতটুকু ভুল ছিল না।

'ভুল কি ঠিক তাতে কিছুই আসে যায় না,' মে প্রথমে ঘরের চারপাশে তারপর আমার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে মন্তব্য করল, 'আমি তোমায় ভালবাসি, খুব ভালবাসি।'

'আমিও তোমায় খুউব ভালবাসি মে,' নিজের গলা আমার নিজের কানেই দুর্বল শোনাল, 'শুধু বলতে চেয়েছিলাম—'

'আমি তোমায় কিছুতেই ছাড়ব না,' মের গলা শুনে মনে হল আমি নই, সে যেন হাওয়ার সঙ্গে কথা বলছে, 'যা কিছু ঘটুক না কেন, আমি তোমায় ছাড়ছি না।'

বেশ বুঝতে পারলাম যে ওর সঙ্গে আর কথা বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই তাই তখনকার মত আমি বাধ্য হয়েই চুপ করে গেলাম। কিন্তু চুপ করে গেলেও মন ত মানে না, তার রাশ টেনে ধরা সম্ভবও নয়। আর এর ফলে পরদিন থেকে শীলার মুখখানা বেশী করে আমার মনে পড়তে লাগল। ব্রেকফাস্ট খাবার সময় শীলা আমার পাশে থাকলে কেমন হত, সন্ধ্যের পর চা জলখাবার সময় তাকে পেলে কেমন লাগত, রাতে দুজনে একসঙ্গে ডিনার খেলে কেমন হত, শীলা আমাদের ফ্ল্যাটের যাবতীয় আসবাব নিজে হাতে সাফ করলে কেমন দেখাত তাকে, এইরকম। একইসঙ্গে মে দিনে দিনে হয়ে উঠতে লাগল আমার দুচোখের বিষ, তার হাঁটাচলা, খাওয়াদাওয়া, বসা, শোয়া সব কিছুতেই একটা না একটা খুঁত ধরা পড়তে লাগল আমার চোখে। সব

বিশদ করে খুলে বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে তাই উদাহরণ হিসেবে একটাই শুধু তুলে ধরছি এখানে।

সকালবেলা ব্রেকফাস্টে আমরা রোজই মাখন আর জ্যাম বা মার্মালেড টোস্টে মাখিয়ে খাই। আমি আগে টোস্টে পুরু করে মাখন মাখাই তার ওপর মার্মালেড মাখিয়ে চিবোই। কিন্তু মে মাখন আর মার্মালেড দুটোই তার প্লেটের এককোণে কিছু পরিমাণে তুলে নেয় বয়াম থেকে, তারপর টোস্ট দুটো ওপর ওপর মাখিয়ে নেয়, আর টোস্ট ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে খায়। যে যার রুচিমত খায় তা জানি, জানি এ নিয়ে খুঁত ধরার কোনও মানে হয় না, তবু আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না, একদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে মুখ ফুটে বলেই ফেললাম,

'মে, তুমি ওরকম অভদ্রভাবে টোস্ট খাও কেন?'

'তাহলে কিরকম ভাবে খাব?' দু চোখ বড় বড় করে সে এমনভাবে প্রশ্নটা করে যেন আমার কথা শুনে সে অবাক হয়েছে।

'আর সবাই যেমন করে খায়। যেমন করে আমি খাই, সেভাবে? তাছাড়া চিবোবার সময় তুমি মুখ দিয়ে বিশ্রী শব্দ করো তাও লক্ষ্য করেছি। এটাকে কখনোই আদব কায়দার পর্যায়ে ফেলা যায় না।'

'তুমি কি বলতে চাইছো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,' মে সহজ স্বরে জবাব দিল।

'বাজে কথা।' গলা কিছুটা চড়িয়ে বললাম, 'আমি কি বলতে চাইছি তা খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছো তুমি! আসলে তুমি আমায় চটিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলে, তোমার সে চেষ্টা সফল হয়েছে!'

কেন কে জানে, মে আমার কথার উত্তরে কিছুই বলল না, সামান্যতম প্রতিবাদও করল না সে। কিন্তু আমি পড়লাম মুশকিলে, বারবার নিজেকে নিজের কাছে অপরাধী মনে হতে লাগল, লজ্জাও পেলাম। সেদিন সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে সকালের ঐ আচরণের জন্য মাফ চাইলাম মের কাছে। কিন্তু মের তাতে কোনও পরিবর্তন হল না, সে আগের মতই শব্দ করে অভদ্রভাবে মাখন আর মার্মালেড টোস্টে মাখিয়ে খেতে লাগল।

সেটা মে মাসের শেষদিক, ম্যাককেনার মামলার খবর রোজই ফলাও করে বেরোচ্ছে খবরের কাগজে আর সেই মামলার বিবরণে আমি বেশ কৌতূহল সহকারেই পড়তাম। গ্রেগরী ম্যাককেনা জাতে জামাইকান, যদিও তার স্ত্রী ছিল ইংরেজ। এক জামাইকান যুবতীর সঙ্গে লুকিয়ে প্রেম করত গ্রেগরী, কিন্তু শেষকালে তার বৌ সেটা জেনে ফেলে। বৌ তার গোপন প্রণয়ের কথা জেনে ফেলেছে জানতে পেরে ম্যাককেনা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে নিজের হাতে একদিন সে তার বৌকে খুন করে। ম্যাককেনা জ্যামাইকান হওয়ার তার গায়ের রং ছিল কালো, পেশায় সে ছিল বাস কণ্ডাক্টর। খুনের অপরাধে অভিযুক্ত হলেও সাধারণ মানুষের সহানুভূতি পেয়েছিল সে, তাছাড়া আমুদে স্বভাবের লোক হওয়ায় তার সহকর্মীরাও খুবই ভালবাসত তাকে, দাম্পত্য অশান্তি তিক্ততম পর্যায়ে পৌঁছোনোর পরেও তার আমোদ হাসি ঠাট্টা আর হৈচৈ আগের মতই

বজায় ছিল।

অন্যদিকে গ্রেগরীর স্ত্রী স্বভাবের দিক থেকে ছিল পুরোপুরি তার উল্টো। গ্রেগরী সংসার খরচ বাবদ যে টাকা তাকে দিত সেই টাকা মদ খেয়ে উড়িয়ে দিত সে। নেশার ঘোরে স্বামীকে প্রায়ই বলত যে তার মত একটা কেলে ভুত যে একটি ইংরেজ মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েছে এবং ইংল্যাণ্ডে থাকার সুযোগ পেয়েছে এজন্য তার সব সময় কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। মামলা চলার সময় সাক্ষ্য দিতে দিয়ে প্রতিবেশীরা বলেছিল যে গ্রেগরী তার স্ত্রীর সব অত্যাচার সহ্য করতো মুখ বুজে ; প্রতিবেশীদের সাক্ষ্য থেকেই জানা যায় যে গ্রেগরী ম্যাককেনা যাকে ভালবাসত সেই জ্যামাইকান যুবতীটি তাদের বাড়ির কাছেই একটি রেস্তোরাঁয় চাকরী করত। কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পর গ্রেগরী বেচারাকে বেশীর ভাগ দিনই বাইরে রাতের খাওয়া সারতে হত কারণ তার স্ত্রী রান্না-বান্না না করে সন্ধ্যে থেকে অনেক রাত পর্যন্ত মদের নেশার চুর হয়ে থাকত। একদিন সন্ধ্যের পর গ্রেগরী বাড়ি গিয়ে দেখল তার বৌ অন্যান্য দিনের মতই মদের বোতল আর গ্লাস সামনে নিয়ে বসে আছে। গ্রেগরীর খুব খিদে পেয়েছিল, জামাকাপড় না পাল্টে সে তখনই বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে, তারপর ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ে সেই রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়ার ফাঁকে সেই জ্যামাইকান মেয়েটির সঙ্গে সেখানেই গ্রেগরীর আলাপ হল, প্রথম দিনেই তারা দুজনে পরস্পরের খুব কাছাকাছি চলে এল। নিবিড় বন্ধুত্বও গড়ে উঠল দুজনের মধ্যে, ততদিনে তারা দুজনে মাঝারী হোটেলে ডিনার খেয়ে মদ্যপান করে পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরে নাচতে শুরু করেছে, যদিও গ্রেগরী তখনও তার সেই বান্ধবীকে জানায়নি যে সে বিবাহিত, আর সেইসঙ্গে এটাও জানায়নি যে তার সংসার খরচের সব টাকা তার বৌ মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু গ্রেগরীর এই গোপন প্রণয়ের কথা তার মাতাল বৌয়ের কাছে বেশীদিন গোপন রইল না, গ্রেগরীর বৌ অল্প কিছুদিন বাদেই সব জেনে ফেলল ; তারপর একদিন সেই রেস্তোরাঁয় গিয়ে হাজির হল যেখানে গ্রেগরীর প্রণয়িণী চাকরী করত। রেস্তোরাঁর ভেতরেই গ্রেগরীর বৌ সেই মেয়েটিকে রাস্তার বেশ্যা বলে অপমান করল, তার কুৎসিত গালাগালি আর চেঁচামেচি শুনে আশপাশের লোক এসে ভিড় জমাল সেখানে। সব শুনে রেস্তোরাঁর মালিক সেইদিনই গ্রেগরীর সেই প্রণয়িনীকে বরখাস্ত করলেন চাকরী থেকে। তারপর গ্রেগরী তার সেই প্রণয়িনীর সঙ্গে কয়েকবার দেখা করতে গেল কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই দেখা করল না তার সঙ্গে। পরপর কয়েকদিন প্রত্যাখ্যাত হয়ে গ্রেগরী ফিরে এল বাড়িতে, তারপর একদিন নিজের বৌকে সরাসরি বলে বসল যে তার সহ্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে, এবার বৌ যেন তাকে মুক্তি দেয়। তাকে ছেড়ে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যেতে পারে সে।

গ্রেগরীর কথা শুনে তার বৌ হাসল, তারপর গ্রেগরীর প্রতিবেশীর বৌ আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে যা বলেছিল তার মর্মার্থ হল গ্রেগরীর ইংরেজ বৌ তার স্বামীকে অর্থাৎ গ্রেগরীকে হাসতে হাসতেই বলেছিল যে যতদিন সে বাঁচবে ততদিন গ্রেগরীকে বেঁধে রাখবে, মুক্তি ত দেবেই না বরং তিলে তিলে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে তাকে। গ্রেগরীর বৌ এও বলেছিল যে গ্রেগরী যদি এত কাণ্ডের পরেও তার জ্যামাইকান

প্রেমিকার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহলে তার দশা খুব খারাপ হবে, মেয়েটি যেখানেই চাকরী পাবে সেখানেই গ্রেগরীর বৌ যাবে আর মেয়েটির দুশ্চরিত্রতার কথা জানিয়ে তার মনিবের কান এমনভাবে ভারী করবে যাতে তার চাকরী যায়। বৌয়ের মুখে এই হুমকি শুনে গ্রেগরী তার ধৈর্য আর বজায় রাখতে পারেনি, একটা ভারী কাঁচের বোতল তুলে নিয়েছিল সে, তাই দিয়ে প্রচণ্ড জোরে পরপর কয়েকবার আঘাত হেনেছিল বৌয়ের মাথায়। বোতল ভেঙ্গে কাচের অনেকগুলো টুকরো গেঁথে গিয়েছিল গ্রেগরীর বৌয়ের মাথায়, রক্তাক্ত দেহে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছিল সে। বলাবাহুল্য গ্রেগরী ম্যাককেনার ঐ খুনের মামলা যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল আমার মনে।

আমার ড্যান মামা টেনিস ছাড়া দাবাও খেলতেন। একদিন বিকেলে উনিই আমায় নর্থ ক্ল্যাপহ্যাম চেস ক্লাবে নিয়ে গেলেন দাবাখেলার আসরে। মামা যে খুব ভাল দাবা খেলতেন তা নয়, তবে আচমকা দান দিয়ে জোরে জোরে ঘড়িতে ঘা দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘাবড়ে দিতে পারতেন তিনি। তবে টাইম ক্লক না থাকলে আর চেনা কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পেলে মামা নিজেকে সামলে নিতেন, তখন আর তাঁকে ততটা ভয়ঙ্কর মনে হত না, কিন্তু তা হলেও খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর প্রত্যেকটি দানের ওপর নজর রাখত।

আমি যেদিন গেলাম সেদিন ড্যান মামা গোড়া থেকেই ভাল খেলতে পারেন নি। ঘণ্টাখানেক খেলার পর ওঁর মুড গেল নষ্ট হয়ে, হাতে বোড়ের চাল থাকা সত্ত্বেও মামা ড্র করতে রাজী হয়ে গেলেন। ওঁদের খেলার সময় গ্রেগরীর খুনের মামলাটা বারবার তোলপাড় করছিল আমার মনে, কফি খাবার সময় এক ফাঁকে মামাকে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা মামা, ধরো তুমি কাউকে খুন করবে বলে ঠিক করেছো, তা কাজটি কিভাবে সারবে তুমি ?'

'কেন ?' মামা দুচোখ পাকিয়ে বলল, 'হঠাৎ এ প্রশ্ন মাথায় এল কেন ? আর আমি কি করব না করব তা আগে থেকে তোমায় জানাতেই বা যাব কেন ?'

'ইয়ার্কি মারছি না মামা,' আমি মিনতি করে বললাম, 'বলো না কিভাবে কোন পথে এগোবে তুমি ?'

'তার আগে বলো কাকে খুন করতে চাইছো তুমি ?'

'এই গ্রেগরী ম্যাককেনার খুনের মামলার রিপোর্টগুলো কাগজে পড়ছো ত,' আমি বললাল, 'ওর বৌয়ের যে বেঁচে থাকার অধিকার নেই তা নিশ্চয়ই মানবে। ম্যাককেনা ওকে খুন করে যদি পালিয়ে যেতে পারত তাহলে সত্যিই প্রাণ খুলে তাকে আশীর্বাদ করতাম আমি। ম্যাককেনার জায়গার তুমি থাকলে কি করতে ?'

'আমি বিয়েই করতাম না,' ড্যান মামা ঘুঁটির বাক্স থেকে সাদা রাণীকে তুলে দু আঙ্গুলে দোলাতে দোলাতে বলল, 'মের সঙ্গে সংসার করতে তোমার আর ভাল লাগছে না, তাই না ?'

'না, না,' নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'আমার নিজের কথা বলছি না, এটা অন্য ব্যাপার।'

'শোন,' মামা গলা নামিয়ে বলল, 'এ হল ঠিক চোর পুলিশ খেলা, ধরো তুমি

পুলিশ, চারটে বোড়েকে পুলিশ বানাও, আর একটাকে বানাও চোর। চোর বারবার পুলিশের ফাঁদ ডিঙ্গিয়ে যাবার চেষ্টা করবে, যদি ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে তাহলে সে বেঁচে যাবে। পুলিশ আর তার কিছুই করতে পারবে না। আর পুলিশ চোরকে কোণঠাসা করতে পারলেই সে ধরা পড়ে যাবে। সেখানেই খেলা শেষ। খুনের ব্যাপারটাও ঠিক তাই।'

'কি রকম ?'

'পুলিশ একবার জানতে পারলে তোমার রেহাই নেই, অর্থাৎ যদি ওরা জানতে পারে যে তুমিই খুন করেছো। বাঁচার মত শুধু একটাই পথ আছে, পুলিশ যাতে জানতে না পারে সেইভাবে এগোনো। ধরো, অফিস টাইমের সময় কোনও ব্রীজের ওপর থেকে ধাক্কা মেরে নদীর জলে অথবা প্ল্যাটফর্মের ভেতর ট্রেনের সামনে ফেলে দেয়া। সবাই ধরে নেবে প্রচণ্ড ভীড়ের চাপে ঘটনাটা ঘটেছে খুন বলে কেউ সন্দেহই করতে পারবে না, প্রমাণও পাবে না। এছাড়া খুনের আরও অনেক উপায় আছে। যেমন উঁচু জায়গায় উঠতে যে ভয় পায় তাকে ঐরকম খুব উঁচু জায়গা থেকে ফেলে দেয়া যে সাঁতার জানেনা তাকে সুইমিং পুলে ডুবিয়ে মারা, অবশ্য যে সাঁতার জানে তাকেও ঐভাবে খুন করা যায়—দম বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কোনমতে জলের ভেতর আটকে রাখতে পারলেই কেল্লা ফতে। যে নৌকো চালায় তার নৌকোর নীচে ফুটো করে রাখাও খুনের একটা ভাল পথ, এছাড়া রান্নাঘরের গ্যাস খুলে রেখেও অনেকে খুন করে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল সম্ভাবনা মনের কোণে উঁকি দিলেও এসব ক্ষেত্রে খুন বলে প্রমাণ করা খুবই মুশকিলের ব্যাপার। বলো, এগুলো তোমার কাজে আসবে ?'

'হবে বলে ত মনে হচ্ছে না,' আমার নিজের গলা আমার নিজের কানেই নিরাশ ঠেকল।

'কাজে আসবে বলে আমারও মনে হয়নি,' ড্যান মামার গলা কেমন রহস্যময় শোনাল, 'তুমি সোজাসুজি উত্তর চাইছো ত ? ঠিক আছে, সরাসরি প্রশ্ন করো।'

'সে প্রশ্ন আগেও করেছি,' আমি আবার বললাম, 'গ্রেগরী ম্যাককেনার জায়গায় তুমি নিজে থাকলে কি করতে ? কিভাবে তোমার বৌকে খুন করতে ?'

'ওর বৌটা দিনরাত মদ খেত, তাই না ?' ড্যান মামা বলল, 'আমি হলে ওকে এমন মদ খাওয়াতাম যাতে মদ্যপানজনিত বিষক্রিয়ায় ও মারা যায়।' এটুকু বলার পরেই মামার চোখের চাউনী গেল পাল্টে, স্নেহমাখা নরম গলায় মামা বলল, বাবা আমার, তোমাকে নিয়ে তোমার মা বেচারীর বড্ড চিন্তা. বড্ড ভাবনা।'

দিনরাত মিছিমিছি দুশ্চিন্তা করেই বা লাভ কি,' দাবার বোর্ডের চৌকো ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি জবাব দিলাম।

'তুমি বললে কি হবে বাবা, মামা বলল. 'তোমায় নিয়ে তোমার মার দুশ্চিন্তা করার কারণ আছে বই কি। ক'দিন আগে তুমি শীলা মর্টন নামে অল্পবয়সী একটি মেয়ের সঙ্গে থিয়েটায় দেখতে গিয়েছিলে, কেমন ? তারপর সেখান থেকে গিয়েছিলে তোমার মাকে দেখতে। কিন্তু তার আগেই যে সেই মেয়ের লিপস্টিক মাখা দুটি

ঠোঁটের দাগ তোমার বাঁ গালে এঁটে বসেছিল তা টের পাওনি। কেমন, আমি ঠিক বলছি ত?'

"ঠিকই বলছ,' আমি বললাম,' কিন্তু ঐ দাগ শার্লার ঠোঁটের ছিল না।'

'তাহলেও ঘটনার গুরুত্ব কমছে না, 'ড্যান মামা বলল, 'এখন ব্যাপার হল তোমাকে আর মেকে নিয়ে তোমার মায়ের দুর্ভাবনা দিনে দিনে বাড়ছে। মেকে যে উনি খুব ভালবাসেন তা নয় এও তুমি জানো। বিয়ে সম্পর্কে তোমার মায়ের ধারণা কি তাও তোমার অজানা নয়। নিজের বিবাহিত জীবনে তোমার মা একদিনও ওর স্বামীর কোনও কথার প্রতিবাদ করেনি। একদিনও রুখে দাঁড়ায়নি ওর বিরুদ্ধে। তোমার বাবার মৃত্যু পর্যন্ত সে নিজের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করেছে তুমি ভালই জানো। তোমার বাবাও তোমার মার প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত ছিলেন।'

'ভুল বলছ মামা,' আমি হঠাৎ হিংস্রগলায় প্রতিবাদ করে উঠলাম, 'তুমি আসল কথা কিছুই জানো না। বাবা মারা যাবার পর অফিসের সিন্দুক খুলে ওঁর রক্ষিতার লেখা একগোছা চিঠির কথা মামাকে বললাম।

'তাহলে দেখছি তোমার বাবা ভেতরে ভেতরে পাকা শয়তান ছিলেন,' মামা নিজের মনেই বললেন, 'পাজীর পা ঝাড়া লোক, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যাক, তোমার বাবার এই কুকীর্তির কথা নিশ্চয়ই তোমার মাকে জানাও নি? যাক, তুমিও কি তাহলে তোমার বাবার পথেই এগোচ্ছ নাকি, মেয়েমানুষ পুষতে শুরু করেছো?'

'না, মামা,' ভেতরের জ্বালা ভেতরে চেপে রেখে বললাম, 'শুরু করতে পারলে ত বেঁচেই যেতাম।'

'তাহলে এবার লক্ষ্মীছেলের মত বলে ফ্যালো ত বাবা সেদিন কে তোমার গালে লিপস্টিক মাখা ঠোঁটের দাগ এঁকে দিয়েছিল?'

'জানিনা মামা,' আমি বললাম, 'বিশ্বাস করো, কখন কোথায় ঐ ঘটনাটা ঘটেছিল তার কিছুই আমার মনে নেই, আমার সেই মাথা ঘুরে যাওয়া রোগটা আবার ফিরে এসেছে।'

'হুম্, ডাক্তার দেখিয়েছো?'

'না', কিছুটা অস্বস্তি মেশানো সুরে বললাম, 'ডাক্তার দিয়ে আমার কোনও কাজ হবে বলে ত মনে হচ্ছে না।'

'একজন ভাল ডাক্তারের নাম তোমায় বলতে পারি,' মামা একটুকরো কাগজে একটা নাম আর ঠিকানা লিখে সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন, 'ওঁর নাম ডঃ বাওয়েন গ্লেনিস্টার, ফাইভ ও ক্লক শ্যাডো রেস্তোরাঁয় কিছুদিন আগে ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। নাম আর হাতযশ দুটোই আছে।'

'তোমার জায়গায় আমি হলে গ্রেগরী ম্যাককেনার খুনের মামলা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতাম না,' মামা গেটের কাছাকাছি এসে বললেন।

'ঠিক আছে, মামা,' আমি মামার সঙ্গে করমর্দন করে বললাম, 'দাবা খেলার জন্য ধন্যবাদ, ঐ ডাক্তারের কাছে যাব।'

'মেকে আমার ভালবাসা জানিয়ো,' বলতে বলতে মামা সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন, কুয়াশার ভেতর ওঁর ঝুঁকে পড়া লম্বা শরীরটা মিশে গেল।

এরপর আরও কয়েকবার লাইব্রেরীতে গেলাম, কিন্তু শীলার সঙ্গে কোনও কথা বললাম না, একটি দিনের জন্যও নয়। আমি তাকে এড়িয়ে যাচ্ছি তা বুঝতে পেরেছিল শীলা, একদিন লাইব্রেরীতে ঢুকতেই দেখি সে কাউন্টারে বসে আছে, আমার চোখে চোখ পড়তেই মুচকি হেসে বলল, 'হেলো।'

অগত্যা ভদ্রতারক্ষার্থে আমাকেও হেলো বলতে হল, যদিও সেইসময় আমার বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করছিল।

'মরুরা মাউলেভেরারের অনেকগুলো বই কিন্তু এসেছে,' শীলা বলল, 'আপনার অসুস্থ পঙ্গু বোনটি হয়ত এগুলো পড়েন নি।'

'আমি সত্যিই দুঃখিত,' আমতা আমতা করে বললাম, 'কেন যে সেদিন ওকথা বলেছিলাম—'

'হ্যাঁ, আমি গোড়ায় বিরক্ত হয়েছিলাম আপনার ওপর,' শীলা হাসিমুখে বলল, 'আপনার ওপর বেশ চটেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার স্বভাবটা খুব অদ্ভুত, খুব বেশীক্ষণ আমি কারও ওপরেই চটে থাকতে পারি না। মরুরা মাউলভেরারের বইগুলো দেখাব? ওগুলো সবে ফেরৎ এসেছে, এখনও গুছিয়ে র‍্যাকে রাখা হয়নি।'

'আজ তোমাকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে,' আমি বললাম, কোনও কারণে মনটা ভাল আছে মনে হচ্ছে।' আমার কথা শেষ হবার আগেই শীলার একটা পা ঠেকে গেল আমার পায়ের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে শীলা তার পা সরিয়ে নিল, কিন্তু কেন জানিনা আমার মনে হল শীলা ইচ্ছে করেই আমার পায়ে তার পা ঠেকিয়ে চাপ দিয়েছিল কারণ আমি সামান্য চাপ অনুভব করেছিলাম।

'ঠিকই বলেছেন,' শীলা হাসল, 'বাবা আর আমি দুজনেই আর কিছুদিনের মধ্যে গরমের ছুটিতে বেড়াতে যাব। ডাক্তার বাবাকে বলেছেন যে হোটেলে যদি লিফট থাকে তাহলে চিন্তা নেই, যতদিন খুশি যেখানে খুশি উনি বেড়াতে পারেন।'

'কোথায় যাচ্ছ তুমি তোমার বাবাকে নিয়ে?'

'ব্রাইটনে,' শীলা বলল, 'ওখানে ল্যাংল্যান্ড হোটেলের দোতলায় একটা ঘর বুক করে ফেলেছি বাবার জন্য। ঘরটা ঠিক সমুদ্রের দিকে মুখ করা, জানেন? বাবা খুব খুশী হয়েছেন। মে মাসের শেষ নাগাদ আমরা রওনা হব, মনে হচ্ছে জুনের গোড়ায় সমুদ্রের ধারে খুব বেশী গরম হবে না। সমুদ্রের ধারে বালুর ওপর শুয়ে রোদ পোয়াতে আমার খুব ভাল লাগে, আপনার লাগে না?'

'আমারও ভাল লাগে,' অন্যমনস্কভাবে বললাম, যদিও বালুর ওপর শুয়ে রোদ পোয়ানো আমার মোটেও ভাল লাগে না। সেই মুহূর্তে কল্পনায় দেখতে পেলাম তলপেটে ভর দিয়ে শীলা ব্রাইটনের সমুদ্রের ধারে বালুর ওপর শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে আর আমি পাশে বসে তার পিঠ আর কাঁধে তেল মাখিয়ে দিচ্ছি।

'তুমি ওখানে পুরোপুরি একা হয়ে যাবে।' আমি বললাম, 'কষ্ট হবে না?'

'সময় কাটাবার মত কিছু একটা খুঁজে নেব,' শীলা আবার হাসল, 'এখন আর সময় নেই, একদিন ক্লাবে আসুন, কথা হবে। আজকের মত আসছি তাহলে।'

কয়েকজন মেম্বার বই ফেরৎ দিতে এসেছিল, শীলা আমায় ছেড়ে এবার এগিয়ে গেল তাদের দিকে। সেদিনের মত বিদায় নেবার আগে তার চোখের চাউনীতে যে ইঙ্গিত দেখলাম তাকে যদি ব্রাইটনে আমায় যাবার আহ্বান বলে ধরে নিই তাহলে কি খুব ভুল করা হবে ?

তিনদিন পরের ঘটনা। সকালবেলা অফিসে নিজের কামরায় বসে ঘাড় গুঁজে একমনে কাজ করছিলাম এমন সময় হঠাৎ ইণ্টারকমটা সশব্দে বেজে উঠল, রিসিভার তুলে বললাম, 'উইলকিনস বলছি।'

'আমি ল্যাসি,' উল্টোদিক থেকে আমাদের প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ডিরেক্টরের গলা ভেসে এল,' পাঁচ মিনিটের জন্য একবার আসতে পারবেন ?'

'এক্ষুণি ?'

'হ্যাঁ, যদি আপনার অসুবিধে না হয়।'

যদি আপনার অসুবিধে না হয় এই শব্দসমষ্টি সেইমুহূর্তে খুব ভীতিকর ঠেকল আমার কানে। গলার টাইটা ঠিক করে তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম, সিঁড়ি বেয়ে এসে হাজির হলাম বুড়িতলায়। এখানে আমাদের প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টরবৃন্দ আর তাঁদের সেক্রেটারীরা বসে কাজকর্ম করেন তাই এখানে সচরাচর আমার আসার দরকার হয় না। সামনেই একটা দরজার গায়ে নেমপ্লেটে লেখা জে এম আর ল্যাসি ; টোকা দিয়ে আমি ভেতরে ঢুকলাম। সামনে একটা ছোট টেবিলে বসে মিঃ ল্যাসির সেক্রেটারী মিস স্টাবস, টাইপরাইটারে কাগজ চড়িয়ে তিনি একমনে নিজের দুহাতের নখগুলো ছাঁটতে ব্যস্ত। মিঃ ল্যাসির জায়গায় আমি থাকলে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর একজন যুবতীকে সেক্রেটারী হিসেবে পেতাম, কিন্তু সেই তুলনায় মিস স্টাবসকে অখাদ্য দেখত দেখতে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ওঁর চেহারার গড়নটাই কেমন যেন বেঢপ তার ওপর বিস্তর চর্বিও জমেছে তার ওপর চোখের চশমারও প্রচুর পাওয়ার। ঘাড় নেড়ে আমাকে ভেতরে যাবার ইঙ্গিত করলেন তিনি। এগিয়ে এসে মিস স্টাবের পেছনে পুরু ওক কাঠের দরজার পাল্লা খুলে ভেতরে পা বাড়ালাম,' দরজার ওপারে মেঝের ওপর পুরু কার্পেট পাতা তাতে আমার পা ডুবে গেল। ভাল মন্দ কি আছে কপালে না জেনে আমি ভেতরে এগিয়ে গেলাম।

ঘরের একপাশে একটা মাঝারী আকারের সোফায় বসেছিলেন মিঃ ল্যাসি। লম্বা চওড়া সুপুরুষ তাঁর চেহারা, মাথার ধপধপে পাকা চুল মাঝখানে সিঁথি কেটে আঁচড়ানো পরিপাটিভাবে, হঠাৎ দেখলে অভিনেতা বলে ভুল হয়।

'বোস, উইলকিনস,' গম্ভীর পুরুষালি গলায় বলে উঠলেন মিঃ ল্যাসি, হাত দিয়ে তাঁর পাশে বসতে ইসারা করলেন। আমার গলা শুকিয়ে কাঠ, হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

'উইলকিনস,' আমি তাঁর পাশে বসার পর মিঃ ল্যাসি বললেন, 'কিছুদিন আগে

তুমি মিঃ জিম্বলকে একটা নিজস্ব পরিকল্পনার খসড়া দিয়েছিলে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার,' আমি কোনমতে ঘাড় নেড়ে জবাব দিলাম।

'তাতে খদ্দেরদের অভিযোগ আর সার্ভিস এই দুটো ডিপার্টমেণ্টকে এক করার কথা উল্লেখ করেছিলে ?'

'করেছিলাম, স্যার।'

'তোমার ঐ পরিকল্পনায় সত্যি বলতে কি অনেকগুলো নতুনত্ব ছিল। তাদের সবগুলোই যে কাজে লাগানোর মত তা নয়, কিন্তু তাহলেও আমি তোমার মৌলিক চিন্তাধারার তারিফ না করে পারছি না।'

'ধন্যবাদ, মিঃ ল্যাসি।'

'তোমার ঐ পরিকল্পনা আমি বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সামনে পেশ করিনি,' মিঃ ল্যাসি আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলতে লাগলেন, 'তার কারণ প্রায় একই রকম একটি পরিকল্পনা অবশ্য আরও বড় আকারে কিছুদিন আগেই আমার মাথায় এসেছিল আর সেটাই আমি বোর্ডের কাছে পেশ করেছি। বোর্ডের সদস্যরা তা অনুমোদনও করেছেন।'

'স্যার,' আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'ঐ পরিকল্পনাতেও কি দুটো ডিপার্টমেণ্টকে এক করার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে ?'

'অ্যাঁ, হ্যাঁ,' মিঃ ল্যাসি তাঁর সামনের টেবিলে রাখা কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালেন, 'তোমার আর আমার পরিকল্পনার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তোমার মৌলিক কয়েকটি চিন্তাধারাকে আমি কাজে লাগাতে পেরেছি যাতে আমাদের খরচ কমে যায়। বোর্ডের সদস্যরা সবাই তাতে খুশি হয়েছেন।'

'আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার নেই, স্যার,' যতদূর সম্ভব বিনীত গলায় বললাম।

'এবারে তোমার ব্যাপারে কিছু বলব,' মিঃ ল্যাসি বললেন, 'উইলকিনস, তুমি ত বহুদিন ধরেই মিঃ জিম্বলের সহকারী হিসেবে কাজকর্ম করছ, আর তোমার ডিপার্টমেণ্টের কাজকর্মও নিশ্চয়ই তোমার পুরোপুরি আয়ত্তে আছে।' মিঃ জিম্বলের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কেমন ? ওঁর সঙ্গে তোমার পটছে ত ?'

এ প্রশ্নে স্বাভাবিক কারণেই আমি ইতস্ততঃ করলাম আর তা লক্ষ্য করে চাপা হাসলেন মিঃ ল্যাসি, 'বুঝেছি আমার এই প্রশ্ন করাটাই ভুল হয়েছে কারণ মিঃ জিম্বল বেশ জটিল স্বভাবের মানুষ তা আমি জানি, যদিও উনি বহুদিন ধরে এখানে বিশ্বস্ততার সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। উনি আমাদের প্রতিষ্ঠানের একটি রত্ন, ওঁকে হারাতে হবে এজন্য আমরা সত্যিই দুঃখিত।'

'হারাতে হবে, ওঁকে,' আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম,' 'কেন স্যার ?'

'তার কারণ এই অগাস্ট মাসে মিঃ জিম্বল রিটায়ার করবেন। ওঁর জায়গায় তোমার নাম বোর্ডের কাছে সুপারিশ করেছি। তবে যে পদে তুমি বসবে তার দায়িত্ব মিঃ জিম্বলের বর্তমান পদের চাইতে অনেক বেশী, সার্ভিস আর খদ্দেরদের অভিযোগ এই দুটো ডিপার্টমেণ্টকে তোমায় একা সামলাতে হবে, অবশ্য এই বাবদে তোমার বেতনও

প্রচুর বাড়বে, সেই সঙ্গে বাড়বে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। বোর্ডের সদস্যরা যে আমার সুপারিশ সাদরে গ্রহণ করবেন তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই।'

কোনও মন্তব্য না করে আমি চুপ করে রইলাম, রাশি রাশি চিন্তা সেইমুহূর্তে সাগরের অশান্ত ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়ল আমার মনে। মে, শীলা আর আমার মা, তিনজনের মুখই পরপর ভেসে বেড়াতে লাগল চোখের সামনে।

'তোমার কি কোনও প্রশ্ন আছে, উইলকিনস?' মিঃ ল্যাসি বলে উঠলেন, 'যা বলার নির্ভয়ে তুমি আমায় বলতে পার।'

কিন্তু সরাসরি কোনও কথাই আমার মুখে এল না। ঘরের ভেতর অখণ্ড নীরবতা, শেষকালে আমতা আমতা করে বললাম, 'আপনার প্রস্তাব আমার কাছে এক নিদারুণ বিস্ময়, মিঃ ল্যাসি, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ জানানোর দরকার নেই, উইলকিনস।' মিঃ ল্যাসি বারণ করার ভঙ্গিতে তাঁর ডান হাতখানা তুললেন আর তখনই চোখে পড়ল তাঁর হাতের পাতার রং গাঢ় গোলাপী। 'এই কাজের জন্য তুমিই একমাত্র উপযুক্ত লোক এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত, না হলে চাকরীটা তুমি মোটেই পেতে না। ঐ পরিকল্পনার ব্যাপারটাও এতে প্রচুর সাহায্য করেছে।' বেশ জোর দিয়েই কথাটা বললেন মিঃ ল্যাসি, কথা শেষ করে একটা গম্ভীর চাউনীও ছুঁড়ে দিলেন আমার দিকে।

পরমুহূর্তে হেসে ঘরের ভেতরের থমথমে পরিবেশটাকে হাল্কা করে দিলেন মিঃ ল্যাসি, 'শোন উইলকিনস, তোমার পদোন্নতির খবরটা জিম্বলকে আমি জানিয়ে দিয়েছি, এবং আমি নিশ্চিত যে এখন থেকে উনি সবসময় তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। এখন থেকে সামনের আগস্টের মধ্যে উনি তোমায় তোমার নতুন যা কিছু দায়িত্ব সব বুঝিয়ে দেবেন। যদিও আমি জানি যে সব দায়িত্বই ইতিমধ্যে তোমার শেখা হয়ে গেছে।'

আমি কোনও মন্তব্য না করে আগের মতই চুপ করে রইলাম। বিশাল ঘরের ভেতর আবার অখণ্ড নীরবতা।

'কি হল, উইলকিনস, চুপ করে গেলে কেন?' বলতে বলতে মিঃ ল্যাসি উঠে পড়লেন সোফা ছেড়ে, 'জিজ্ঞাসা করার মত কিছুই নেই তোমার, কোনও প্রশ্ন নেই? যাক, তোমার নতুন পদপ্রাপ্তিতে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যদিও আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে এসবের কোনও প্রয়োজন তোমার নেই।'

মিঃ ল্যাসির খাস কামরা থেকে বাইরে আসতেই চোখে পড়ল মিস স্টাবস তখনও একমনে তাঁর দুহাতের নখ ছেঁটে চলেছেন। আমার চোখে চোখ পড়তেই মুখ টিপে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন তিনি। আমিও বুঝতে পারলাম যে আমার এই পদোন্নতির খবর আগেই তিনি জানতে পেরেছিলেন।

'মিঃ ল্যাসির সঙ্গে কথাবার্তা হল তাহলে?' ভুরু কুঁচকে আমার ওপরওয়ালা মিঃ জিম্বল জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, মিঃ জিম্বল,' আমি বললাম, 'আমার কাছে ব্যাপারটা অভাবিত, আপনি যে রিটায়ার করেছেন তা আমার জানা ছিল না।'

'হ্যাঁ, অনেক বয়স হয়ে গেছে, এবার ত ছুটি নিতেই হয়' মিঃ জিম্বল বললেন, 'এই প্রতিষ্ঠানে আমি একটানা ত্রিশবছর কাজ করেছি। এবার রিটায়াব করে আমার ছোট্ট একফালি বাগান দেখাশোনা করে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেব।

কয়েক বছর আমার চেয়ারে বোস, তারপর দেখবে একদিন তোমারও এইরকম অনভুতি হবে। যাক, তোমার মাথা ঘোরা রোগ যদি আর ফিরে না আসে তাহলে বলব এই নতুন চেয়ারে বসে তোমার দিন ভালই কাটবে। যদিও তোমার এই রোগের ব্যাপারটা মিঃ ল্যাসির কাছে আমি উল্লেখ করিনি।'

'আমি আপনার কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ মিঃ জিম্বল। বিশ্বাস করুন, কিভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো তা ভেবে পাচ্ছি না।'

'কৃতজ্ঞতা জানানোর কোনও ব্যাপারই এটা নয়, উইলকিনস,' মিঃ জিম্বল বললেন, 'তুমি যোগ্য লোক, আমার এই চেয়ারে বসার পক্ষে তুমি সর্বদিক থেকে উপযুক্ত, তাই তোমাকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য। যাক, তোমার পদোন্নোতি উপলক্ষে এবার একটু সেলিব্রেট করা দরকার।' বলেই মিঃ জিম্বল তাঁর কোমরের পেছনদিক থেকে একটি চাবি বের করলেন, কয়েক পা এগিয়ে একটি আলমারীর সামনে দাঁড়ালেন তারপর সেই চাবি দিয়ে আলমারীর ভেতর থেকে বের করলেন একবোতল পোর্ট, দুটি ছোট কাঁচের গ্লাস আর একখানি ধুলো মোছা ন্যাকড়া। ন্যাকড়া দিয়ে গ্লাসদুটোর ধুলো ভাল করে মুছে ফেললেন মিঃ জিম্বল তারপর বোতল থেকে পানীয় সমান মাপে ঢাললেন দুটি গ্লাসে।

'তোমার সাফল্য ও সৌভাগ্য কামনায় এই মদ পান করছি,' নিজের গ্লাসটিতে ঠোঁট ভিজিয়ে মিঃ জিম্বল বললেন।

'মিঃ ল্যাসি বলছিলেন যে তিনি নিজেও একটি পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করেছিলেন যেটা প্রায় হুবহু আমার পরিকল্পনার মতই ছিল।" গ্লাসের পানীয়টুকু গলায় ঢেলে বললাম।

'বলেছিলেন বুঝি?' খালি গ্লাসের দিকে হতাশচোখে তাকিয়ে মিঃ জিম্বল মন্তব্য করলেন, 'কখনও কখনও অধীনস্থ কর্মচারীর সামনে মনিবদের ঐরকম বাতেল্লা দিতে হয়, ওসব কানে তুলো না।'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'যে ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার তুমি হতে চলেছো তার নিয়ন্ত্রণের পুরো দায়িত্বটা মিঃ ল্যাসির হাতে আছে ঠিকই কিন্তু তোমায় চুপিচুপি বলে রাখছি তুমি যে পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করেছো সেটা চালু করতে গেলে যেটুকু সাধারণ জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা দরকার তা ওঁর নেই। যাক গে, এনিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়োনা, তুমি তোমার মত কাজ করে যাও।' কথা শেষ করে মিঃ জিম্বল চাবি দিয়ে আবার আলমারী খুললেন, পোর্টের বোতল, দুটো গ্লাস আর ন্যাকড়াটা ভেতরে রেখে আলমারীর পাল্লা ফের বন্ধ করে দিলেন তিনি।

আমার পদোন্নোতির খবর শুনে মে মোটেই খুশি হলনা, একটুও অবাক হল না সে

আর তাতে আমি ভেতরে ভেতরে কিছুটা বিরক্ত হলাম। অবশ্য আমার বিরক্ত যে নেহাৎ অযৌক্তিক তাও জানব, কারণ মিঃ ল্যাসি আমায় তাঁর ক্লাবে নিয়ে গিয়েছিলেন এইরকম একটা মনগড়া গল্প আগেই আমি তাকে শুনিয়ে রেখেছিলাম। মের ব্যবহারে যে আমি মোটেই খুশি হইনি সেটা মুখ ফুটে তাকে বলেই ফেললাম।

মে তখন কোনও প্রতিবাদ করল না বটে, কিন্তু রাতে খেয়ে দেয়ে শুতে এসে মুখ খুলল সে।

'তোমার রাগের কারণ কি তা আমার মাথায় ঢুকছে না বাপু,' মে আমার দিকে পাশ ফিরে বলল, 'তাছাড়া তোমার পদোন্নোতির খবর শুনে আমার অবাক হবার কি আছে? মিঃ ল্যাসি ত আগেই তোমায় বলেছিলেন যে তোমার ঐ পরিকল্পনা দেখে তিনি খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন।'

'তা ঠিক, কিন্তু—'

'এর মধ্যে কিন্তু আসছে কোথা থেকে?' মে বলল, 'তোমার পদোন্নোতির ব্যাপারে পাকাপাকি ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েই মিঃ ল্যাসি সেদিন তোমায় ওঁর ক্লাবে নিয়ে গিয়ে ডিনার খাইয়েছিলেন। যাক, মাইনেপত্র কত বাড়বে তা উনি কিছু বলেছেন?'

'না, উনি শুধু এটুকু বলেছেন যে কাজ আগের চাইতে বাড়বে আর বেতনও সেই তুলনায় বাড়বে। মনে হচ্ছে আরও আড়াই শ পাউণ্ড বাড়তে পারে। কিন্তু আমার এও মনে হচ্ছে যে মিঃ জিম্বল আমায় মিছে কথা বলেছেন, উনি আদৌ আমার নাম সুপারিশ করেন নি। এই ত মাত্র ক'দিন আগে—' বলেই কথা শেষ না করে আমি মাঝখানে থেমে গেলাম, অফিসে মাথা ঘুরে জ্ঞান হারানো আর তার ফলে ঐ তিনটে চিঠি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না নেবার দরুণ মিঃ জিম্বলের কাছ থেকে যে আমায় কথা শুনতে হয়েছিল তা আর মেকে জানালাম না।

'হ্যাঁ, কি হয়েছিল ক'দিন আগে?' মে উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইল।

'মিঃ জিম্বল সবসময় আমার সঙ্গে খিটখিট করেন, ছুতোনাতা পেলেই আমার পেছনে লাগেন তিনি।'

'কিন্তু তুমিই ত বলেছিলে যে উনিই তোমার নাম মিঃ ল্যাসির কাছে সুপারিশ করেছিলেন।'

'আমি ওঁর কথার এক বর্ণও বিশ্বাস করি না। আসলে আমার তৈরী ঐ পরিকল্পনার খসড়াটা জিম্বল নিজের বলে চালাতে গিয়েছিলেন কিন্তু ভুলে গিয়েছিলেন যে ওঁর রিটায়ার করার সময় এসে গেছে। ও'র জায়গায় আমাকে নেওয়া হচ্ছে এটা পুরোপুরি ঘটনাচক্র, এর পেছনে মিঃ জিম্বলের নিজের কোনও হাত নেই।'

'তোমার ধারণা যদি সত্যি হয় ত তাতে কি আসে যায়?' মে সামান্য গলা চড়িয়ে বলল, 'আসল ঘটনা যাই ঘটুক না কেন এটা ত ঠিক যে তুমি জিম্বলের চেয়ারে বসতে চলেছো? সেটা ত আর মিথ্যে নয়, সেটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'

গুরুত্বপূর্ণ হলেও মের কাছে সেই মুহূর্তে কথাটা আমি স্বীকার করতে পারলাম না, শুধু বললাম, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'এতবড় একটা ব্যাপার ঘটল অথচ তোমাকে এতটুকু খুশী দেখাচ্ছে না,' মে মন্তব্য

করল। মের মন্তব্যে আমার মাথার ভেতরটা গরম হয়ে উঠল, এবার আমিও গলা চড়িয়ে বললাম, 'আমার পরিকল্পনার খসড়া চুরি করে মনিবের কাছে পেশ করা হয়েছে যাতে আমার নাম তাঁরা জানতে না পারেন। এই ব্যাপারটায় কি তোমার কিছুই আসে যায়? তোমার ভাবনা শুধু টাকা নিয়ে, জানতে চাইছো বাড়তি কত টাকা আমি পাব, তাছাড়া আর কিছু নয়, আর কিছু ভাবার ক্ষমতাই তোমার নেই।'

'আঃ, জন!' সে এবার শান্ত হবার চেষ্টা করল, 'তুমি মিছিমিছি উত্তেজিত হয়ো না! চুপ করে ঘুমোবার চেষ্টা করো। যাক, ইনস্টলমেণ্টে একটা ছোট গাড়ি কেনার মত টাকা এবার পাবে ত তুমি, ঠিক জোনসদের মত? একটা গাড়ি হলে বেশ হয়, তাই না? তখন আর কেউ ভুলেও বলতে পারবে না যে আমি বার্ণি কোল্টের মেয়ে যে ব্যাটারসির এক বস্তিতে মানুষ হয়েছে।' আমি এমনিতেই রেগে ছিলাম, তার ওপর মের এই কথায় সেই রাগ আরও বেড়ে গেল। বিছানা থেকে নেমে পড়লাম, সামনে একটা টেবলের ওপর রাখা ছিল ছোট একটা চীনা মাটির পুতুল। সেটা তুলে নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারলাম ফায়ারপ্লেসের ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ফারারপ্লেসের আগুনের মধ্যে।

'এটা তুমি কি করলে, জন?' বলতে বলতে মে ভেউ ভেউ করে কেঁদেই ফেলল, 'গত বছর আমাদের বিবাহ বার্ষিকির দিন ঐ পুতুলটা কিনেছিলাম আমি।'

'দুঃখিত, মে,' বলে আমি এগিয়ে এলাম তার দিকে। মে নিজেও ততক্ষণে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। এমন হাবভাব করছে মে যেন সেইমুহূর্তে যেকোনও কাণ্ড বাঁধিয়ে দিতে পারে।

'আমি সত্যিই দুঃখিত, মে,' এগিয়ে এসে পাশ থেকে তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'তুমি আমায় ক্ষমা করো।'

'থাক, এখন আর সোহাগ করতে হবে না,' বলে জানালার পাশের সোফায় মে বসে পড়ল, আমি বসলাম তার পাশে, কিন্তু মে আমার দিক থেকে তার মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে। কাজটা করে এখন আমার নিজেরই খারাপ লাগছে। আহা বেচারী, প্রচণ্ড দারিদ্রের ভেতর মানুষ হয়েছে, তাই এখন একটু সুখের খোঁজ পেলে পাগলের মত তা আঁকড়ে ধরতে চায়।

'কথা দিচ্ছি আমরা এবার একটা গাড়ি কিনব,' মেকে খুশি করতে তার কাঁধে হাত বোলাতে বোলাতে বললাম, 'মাইনে কতটা বাড়ল আগে জেনে নিই তারপরেই প্রথম কিস্তি জমা দেব আমি। আঠারো মাসের মধ্যে বাকি টাকা শোধ করতে হবে।'

'না, থাক, কিনতে হবে না,' মে একটা বাচ্চা মেয়ের মত অভিমান ভরা গলায় বলল।

'কিরকম গাড়ি কিনতে চাও, বলো।' ফোর্ড পপুলার, না কি মরিস মাইনর? তুমি যেটা চাইবে সেটাই কিনব।'

'থাক তোমায় গাড়ি কিনতে হবে না। কেনার পরে এই বলে দিনরাত খোঁটা দেবে যে আমি বস্তির মেয়ে তাই গাড়ি কিনে সে দুঃখ ভুলতে চাই। তুমি আর আমায় মোটেই ভালবাসো না জন, তাই এখন তুমি আমার কাছে ডিভোর্স চাইছিলে।'

'তাই নাকি? সত্যি বলছ?' বলেই আমি এক ঠেলা মেরে মেকে সোফার ওপর শুইয়ে দিলদম, তারপর মেকে জোর করে একবার চুমু খেলাম তার ঘাড়ে, গলায় আর কানের লতিতে। মে তখনও শান্ত হয়নি, তার চোখের জল তখনও গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। সে পারতপক্ষে কান্নাকাটি বড় একটা করে না, বিয়ের পর থেকে এ পর্যন্ত খুব কমই কাঁদতে দেখেছি তাকে, অথচ আজকে কি যে হল, তার কান্নাচাপা গলা আর জলে ভরা দুচোখ আমায় কেমন যেন অস্থির করে তুলল। কাঁদলে যে মেকে এত সুন্দর দেখায় তা এতদিন আমার চোখেই পড়েনি। মের চোখের জল আমায় তার প্রতি আকৃষ্ট করল। কিছু না বলে আমি তার উরুতে হাত দিলাম, গাউনের খানিকটা তুলে হাত বোলাতে লাগলাম সেখানে।

'অ্যাই, খবরদার না!' কাঁদতে কাঁদতেই ফিস ফিস করে বলে উঠল সে, 'প্লিজ, এখন ওসব কোরনা। ঘরে আলো জ্বলছে দেখছ না?'

'ঠিক আছে,' 'আমি আগের মত তার উরুতে হাত বোলাতে বোলাতে বললাম, 'চলো তাহলে বিছানায় যাই।'

'না, বিছানায় নয়।' মে আবার আপত্তি তুললো, 'রাত এখনও খুব বেশী হয়নি।'

'তোমার বজ্জাতি আমার জানতে বাকি নেই, চলো বিছানায়!' বলেই মেকে প্রায় পাঁজাকোলা করে টানতে টানতে নিয়ে এলাম বিছানায়, কয়েক পা এগোতেই পা দুটো ছাড়িয়ে নিল সে, মেঝেতে পা ঘষটে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলতে লাগল আর ঘরের আলো নিভিয়ে দেবার জন্য বারবার অনুরোধ করতে লাগল। বিছানায় নিয়ে এসে মের মাথাটা তার বালিশের ওপর রাখলাম, তারপর সব আলো নিভিয়ে তার পাশে শুয়ে পড়লাম,। গাঢ় আঁধারে আমরা বহুদিন পড়ে পরষ্পরের সঙ্গে মিলিত হলাম। মে এবার আর আমায় বাঁধা দিলনা বটে কিন্তু যতক্ষণ ঐভাবে তার শরীরের সঙ্গে লেপ্টে ছিলাম ততক্ষণ সে ফুঁপিয়ে কেঁদেই গেল। একসময় তার দুই গালে আঙ্গুল ছোঁয়ালাম, দেখলাম দুটো গালই চোখের জলে ভেজা।

'তুমি আজকাল আমায় দু চক্ষে দেখতে পারো না,' একটু আদর, একটু ভালবাসার কথা না বলে সারাক্ষণ মে শুধু ওই একই বুলি শোনাচ্ছে আমার কানের কাছে. 'তুমি আমায় ভীষণ ঘেন্না করো তা আমি জানি।'

'বোকার মত কথা বোল না ত,' মের দু কানের লতি আর নাকের পাটায় চুমু খেতে খেতে বললাম,' এ বছর আবার আমরা একসঙ্গে বেড়াতে যাব, তা জানো? টাকার জন্য অসুবিধে হবে না তাও আগেই বলে রাখছি। আমরা বিয়ের পর যেখানে হানিমুন করেছিলাম সেখানে আবার যাবে?' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম মের ওপর যে বিরক্তি আর রাগ আমার ভেতরে এতদিন গড়ে উঠেছিল সেটা আরও কয়েক-গুণ বেড়ে গেল। আমার প্রস্তাব শুনে মে আবার ফুঁপিয়ে উঠল, তারপর হঠাৎ শান্ত হয়ে বলল, 'জন, তুমি তাহলে সত্যিই আমায় ঘেন্না করো না। তাই না?'

'তোমার কি মনে হয়?' ভেতরের ভাব চাপা দিতে জোর করে হাসলাম, 'ঘেন্না করলে এসব বলতাম তোমায়?'

'আমি জানি না, জন,' মে এবার খুশিভরা গলায় বলে উঠল, 'ওঃ জন, আমাদের

সেই হনিমুনের কথা এখনও তোমার মনে আছে ? চমৎকার ভাবে কটা দিন কেটে গিয়েছিল, তাই না ? এখন ভাবলে মনে হয় যেন স্বপ্ন।'

মের কথা শুনে আমার হাসি পেল। মের কাছে যা ছিল স্বপ্নের মত তা ছিল আমার জীবনের সবচাইতে বড় এক মায়া, ঠিক মরীচিকার মত।

'এসো, তাহলে আরেকবার ওখানে যাওয়া যাক,' আমি বললাম।

ততক্ষণে মের কান্না থামল, চোখের জল মুছে কয়েক মুহূর্ত সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর বলল, 'বলছ বটে কিন্তু তোমার কথা এখনও আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিনা। আমার প্রতি তোমার আচরণ যে আজকাল কেমন যেন পালটে গেছে।'

'হতে পারে,' আমি সাফাই গাইলাম, 'আর সেজন্য আমি দুঃখিত। দেখছ ত কি প্রচণ্ড চাপের মধ্যে চলতে হচ্ছে, কত ঝামেলা একা সামাল দিতে হচ্ছে। কিন্তু মিঃ জিম্বক যে এমন একটা খেলা আমার সঙ্গে খেলবেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। এমন এমন হাবভাব দেখাচ্ছেন যেন উনিই মিঃ ল্যাসিকে বলে আমার প্রমোশন পাইয়ে ম্যানেজার করেছেন।

'এই ব্যাপারটা আগেই তোমার আমাকে বলা উচিত ছিল,' সে বলল।

'হয়ত উচিত ছিল, কিন্তু এখন আর এ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমরা আগে যে হোটেলে উঠেছিলাম সেখানেই উঠব না কিন্তু, তার চেয়ে বরং অন্য কোথাও উঠব, যেন আরেকটা হানিমুন কাটাতে এসেছি আমরা।'

'আগের হোটেলটার মত ভাল জায়গা—ওঃ জন, আমি আর ভাবতে পারছিনা।'

'তার চেয়ে ভালও ত হতে পারে,' বলে মের উরুর মাংস জোরে খামচে ধরলাম, দেখলাম, যে এবার আর সরে গেল না। কিন্তু কয়েকবছর আগে তার উরু খামচে দেবার সময় স্পষ্ট টের পেয়েছিলাম যে আমার ওপর বিরক্ত হচ্ছে, সেটা আজ আমার মনে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তার উরু থেকে হাতটা সরিয়ে নিলাম।

'ব্রাইটনে বেড়াতে যাবার সাধ আমার অনেকদিনের,' মে বলে উঠল। মের কথা শেষ হতেই বেশ বুঝতে পারলাম যে ব্রাইটনে বেড়াতে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবেনা, অন্ততঃ মোকে সঙ্গে নিয়ে কোনমতেই নয়, কারণ শীলা আর কিছুদিনের মধ্যেই তার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যাবে ওখানে। মে ব্রাইটনের নাম নিতেই শীলার কথা আমার মনে পড়ে গেল। জুন মাসের গোড়ার দিকের দুটি সপ্তাহ সেখানে কাটাতে বলেছিল শীলা।

'কি ভাবছ তুমি ?' সে বলল, 'চুপ করে গেলে কেন ?'

'গরমের সময় ব্রাইটনে প্রচুর লোকের ভীড় হয়।'

'তুমি তাহলে অন্য কোথায় যেতে চাও ?'

'ব্রাইটন খুব ভাল জায়গা,' আমি বললাম, 'রেলের বিজ্ঞাপন দেখোনি ? ওরা'ত সবসময় বলে বেড়ায় যে ব্রাইটনে যাবার সবচাইতে ভাল সময় হল জুন। নয়ত সেপ্টেম্বর। চলো আমরা বরং জুন মাসে ওখানে যাই।'

'জুন মাস আসতে আর কটা দিনই বা বাকি,' মে বলল, এটাকে জুন মাসই প্রায়

বলা যায়।'

'আমরা বরং জুনেই যাব,' আমি বললাম, 'আবহাওয়াবিদেরা বলছেন যে আগামী দশ বছরের মধ্যে জুনের গোড়ার দিকটা হবে এ বছরের সবচাইতে সেরা সময়।'

'কিন্তু এদিকে অফিসে সামাল দেবে কি করে? সবে প্রমোশন পেলে আর এখনই ছুটি নিচ্ছ?'

'খুব ভাল কথা বলেছ। মিঃ জিম্বল অগাস্ট মাসে রিটায়ার করছেন আর উনি চলে যাবার আগে যে তার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ছুটি নিতে পারবে না। কাজেই যত তাড়াতাড়ি আমি ছুটি নেব ততই আমার পক্ষে তা মঙ্গল। কাজেই দেরী না করে জামাকাপড় যা কিছু স্যুটকেসে ভরে ফেলার ভরে ফ্যালো।'

'আমরা খুব তাড়াহুড়ো করে ফেলছি,' সে বলল, এইত এডওয়ার্ডরা আগস্ট মাসে ডেভনসাওয়ারে যাচ্ছে। ওখানে একটা গেস্ট হাউসে উঠবে ওরা। ভাবছিলাম আমরাও—'

এডওয়ার্ডস স্থানীয় একটা গ্যারাজের মালিক, সে আর তার বৌ দুজনেই ব্রীজ খেলে। চাদরটা পায়ের নীচ থেকে তুলে নিলাম, দুহাতে চাপতে চাপতে বললাম, 'এডওয়ার্ডসের সঙ্গে বেড়াতে আমি কোনমতেই যাবনা। তুমি ইচ্ছে করলে সারাদিন ওদের মুখ থেকে গাড়ির গল্প শুনো, তারপর বিকেলে যত প্যারো ব্রীজ খেলো। কিন্তু আমার হাতে সময় নেই। এছাড়া আগস্ট মাসে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটাও জেনো যে ব্রাইটন ছাড়া আর কোথাও যাবার ইচ্ছে আমার নেই, আশা করি তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।'

'আমিও যে চাই তা তুমি ভালই জানো, জন।'

'বেশ, আগামীকাল তাহলে অফিসে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখি, কেমন?'

'ঠিক আছে,' এমন নীচু গলায় সে কথাটা বলল যে আমি ভালভাবে তা শুনতে পেলাম না। আরও কিছুক্ষণ বাদে ঘুমিয়ে পড়ল সে পাশ ফিরে, আমিও অন্য পাশে ফিরে চুপ করে ব্রাইটনে ছুটি কাটাবার সুখস্বপ্নে বিভোর হলাম। কল্পনায় দেখতে পেলাম শীলা আর আমি ব্রাইটনে টেনিস খেলছি, সমুদ্রে স্কি চড়ছি দুরন্ত গতিতে, নাইট ক্লাবে স্লট মেশিনে জুয়ো খেলছি দুজনে তাও দেখলাম। আরও দেখলাম রাতের বেলা সমুদ্রের ধারে বালুকাবেলায় বসে প্রেমালাপ করছি তার সঙ্গে, কিন্তু ঢেউয়ের তাণ্ডবে কি বলছি তা স্পষ্ট শুনতে পেলাম না। এ সবই যে অলীক আর কাল্পনিক, কখনও তা বাস্তবে পরিণত হবে না তা কি আমি জানতাম না? ঠিকই জানতাম, আবার একদিক থেকে জানতাম না। হাজার হোক, আমরা সবাইত জীবনে কোনও না কোনও সময় এই অলীক কল্পনার মধ্যেই বিলীন হই, যা আমাদের মতে দিবাস্বপ্ন। এও তেমনি আমার এক দিবাস্বপ্ন যদিও আমি তাকে বাস্তব রূপে দেখব বলে আশা করছি। খুন করার প্রসঙ্গে ড্যান মামার সঙ্গে আমার আলোচনা সত্ত্বেও সত্যি সত্যি কাউকে খুন করার সামান্যতম ইচ্ছেও আমার ছিল না।

জুন মাসের গোড়ায় দু সপ্তাহ ছুটি নিতে চাই শুনে মিঃ জিম্বল কোনও আপত্তি

করলেন না। তাঁর অনুমতি পেয়ে আমি ব্রাইটনের প্রিন্স রিজেন্ট হোটেলে একটা ঘর বুক করার নির্দেশ দিয়ে একটা চিঠি লিখলাম। ব্রাইটনে আমিও বেড়াতে যাচ্ছি এ খবর আগে থেকে শীলাকে জানালাম না। সত্যি সত্যিই ছুটি শুরু হবার আগে তার সঙ্গে দেখা করলাম না আমি। শীলা যেখানে ব্রাইটনে যাবার জন্য আমায় একরকম সরাসরি আহ্বান জানিয়েছে সেখানে আমার নিজের এই আচরণ কিছুটা অদ্ভুত নিশ্চয়ই মনে হতে পারে।

এখন ব্যাপার হল আমার মত যারা অলীক দিবাস্বপ্নে সমসময় ডুবে থাকে তারা তাকে বাস্তবে রূপ দেবার সবরকম প্রয়াস চালিয়ে যায়। সেই উদ্দেশ্যেই আমি শীলাকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম, টেনিস খেলেছিলাম তার সঙ্গে এবং তার সঙ্গে সহবাসে মিলিত হতে চেয়েছিলাম। বলাবাহুল্য, এ সবই হল সেই দিবাস্বপ্নকে বাইরে রূপ দেবার প্রয়াস। কিন্তু এর বিপরীত একটা দিকও আছে যেখানে ভেতর থেকে কেউ আমাকে অবিরাম শাসন করছে, সেই অদৃশ্য সত্তাই শীলার কাছ থেকে আমায় দূরে সরিয়ে রাখতে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচেছ, শাসনও করছে সে আমায়।

ছুটিতে যাবার দিন পনেরো আগে আমার প্রমোশনের খবরটা পাকাপাকিভাবে অফিসের সবাইকে জানিয়ে দেয়া হল, মিঃ ল্যাসির ব্যক্তিগত চিঠিতে জানতে পারলাম যে ৩১শে আগস্ট থেকে আমিই হব সার্ভিস ও কমপ্লেইন ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার, আর আমার বেতন বছরে আরও সাড়ে আটশো পাউন্ড বাড়বে।

কিন্তু ঝামেলা শুরু হল মিঃ জিম্বলকে নিয়ে। ও নিজের কাজকর্ম বোঝাতে গিয়ে উনি এমন হাবভাব দেখাতে লাগলেন যেন আমি ভীষণ বোকা, ম্যানেজার হবার কোনও রকম যোগ্যতা আমার নেই, এবং উনি ছাড়া অফিসে আর কেউ কাজকর্ম করে না।

'বুঝলে উইলকিনস,' মিঃ জিম্বল আমায় একদিন বললেন, এই ভাবে আমি চিঠিপত্রের উত্তর দিই, কিন্তু তুমি নতুন নতুন যেসব পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করছ তাতে ভয় হচ্ছে আমার এই কাজের ধারা হয়ত তোমার চোখে সেকেলে ঠেকবে। এমনও হতে পারে যে কাজকর্ম নতুন করে ঢেলে সাজাতে গিয়ে তোমার মাথা ঘুরে যাওয়া রোগটা পুরোপুরি সেরে যাবে, তখন সব বাহবা একা তুমিই কুড়োবে।

মিঃ জিম্বলের কথায় আমি অপমানিত বোধ করলাম, আমার দু কান গরম হয়ে উঠল। টেবলের ওপর জোরে চড় মেরে বলে উঠলাম, 'আপনি কি ভাবেন বলুনত ? আপনার দপ্তরের কাজকর্ম করার ক্ষমতা আমার নেই, তাই না ?'

'বোকার মত কথা বোল না, উইলকিনস,' মিঃ জিম্বল শাসনের সুরে বললেন, 'আমি এখনও ম্যানেজারের পদে বহাল আছি তা মনে রেখো।'

'আমার পরিকল্পনার খসড়া আপনি মোটেও ভাল চোখে নেন নি, তাই না মিঃ জিম্বল ?' আমি একটু জোরেই বলে উঠলাম, 'যেমন আপনি আমাকেও দু চক্ষে দেখতে পারেন না, তাই না ?'

'আমি নিজে কাজ করতে ভালবাসি উইলকিনস,' মিঃ জিম্বল শান্ত গলায় বললেন, 'তোমার যা খুশি ভাবতে পারো।'

'সার্ভিস আর কমপ্লেইসত দুটো ডিপার্টমেণ্টকে একসঙ্গে জুড়ে দিলে যে কাজ আরও ভালভাবে হবে তাও নিশ্চয়ই আপনি বিশ্বাস করেন না, তাই না ?'

'তোমার অনুমান পুরোপুরি ভুল নয়,' ঘাড় নেড়ে মিঃ জিম্বল বললেন, 'ওপর থেকে দেখলে তোমার এই পরিকল্পনাকে অভিনব আর বাস্তবসম্মত বলে মনে হতে পারে কিন্তু সত্যিসত্যিই তা নয় উইলকিনস। বিশেষ করে যত্রতত্র লোক ছাঁটাই করার পর ঐ পরিকল্পনা কি ভাবে মিঃ ল্যাসির কাজে আসতে তাও আমি বুঝতে পারছিনা।'

'সে কি !' এবার আমার অবাক হবার পালা, তার মানে আমার পরিকল্পনাকে উনি কাজে লাগাচ্ছেন শুধু লোক ছাঁটাই করার জন্য ? এটাই আপনি বলতে চান ?'

'আগেই বলেছি যা খুশি তুমি ভাবতে পারো।' মিঃ জিম্বলের ঠোঁটে বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল, 'তাছাড়া আমিত এখন বাতিলের দলে।'

'আপনি কি ভাবেন আমার কাজের যোগ্যতা নেই ?' আমি বেপরোয়াভাবে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'নাঃ, তুমি দেখছি সবকিছু না জানা পর্যন্ত শান্ত হবেনা।' বলে মিঃ জিম্বল তাঁর টেবলের ড্রয়ার খুললেন, ভেতর থেকে বের করলেন ভাঁজকরা একচিলতে কাগজ। সেটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

কাগজটা হাতে নিয়ে আমি খুলে দেখলাম সেটা একটা টাইপ করা রিপোর্ট, তার শিরোনামা—জন উইলকিনসের রিপোর্ট। রিপোর্টের ভাষা এখানে তুলে ধরলাম।

'...আপনি আমার কাছে জানতে চেয়েছেন প্রস্তাবিত সার্ভিস ও কমপ্লেইস ডিপার্টমেণ্টের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা জন উইলকিনসের কতটা আছে। আপনি খুব ভালভাবেই জানেন যে উইলকিনস বহুদিন হল কমপ্লেইস ডিপার্টমেণ্টে কাজ করছে, কাজে পারদর্শিতা দেখিয়ে আজ ও আমার সহকারীর পদ অর্জন করেছে। অতীতে উইলকিনস নিজের প্রশাসনিক দক্ষতার প্রমাণ মিলেছে বহুবার। সে কাজকর্ম খুব ভালই করেছে, এবং যথেষ্ট উচ্চাভিলাষী। কিন্তু তাহলেও গুরুদায়িত্ব বহাল করতে হবে এমন কোনও পদের বহাল করার জন্য আমি জেনেশুনে তাকে সুপারিশ করতে পারব না কারণ গত কয়েক মাস ধরে তার কাজকর্মে কিছুটা ঢিলেমি আমার চোখে পড়ছে, এমন কিছু ভুল ভ্রান্তি সে করছে যেগুলো সাধারণতঃ বোকারাই করে। উইলকিনসের কর্মক্ষমতা তাই আমার মতে যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। এটা যাতে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে খুঁটিনাটি কাজকর্মে যারা বোকার মত ভুল করে তারা বড় বড় ব্যাপারেও একইরকম ভুল করে বসে। দুটি ডিপার্টমেণ্টকে এক সঙ্গে জুড়ে দিলে কাজের পক্ষে তা কতটা সহায়ক হবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু এ সম্পর্কে যদি আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকেন তাহলে বলা ঐ কাজকর্ম দেখাশোনা করার জন্য আপনি বরং বাইরে অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে উপযুক্ত কাউকে ম্যানেজার হিসেবে নিয়ে আসুন।...

'এটা আমি নিজে হাতে টাইপ করেছি।' মিঃ জিম্বল মুচকি হেসে বললেন, 'কাজেই ভেবোনা যে আর কেউ এটা দেখেছে।'

'আপনি এই রিপোর্ট মিঃ ল্যাসিকে দিয়েছেন?' আরও দ্বার কাগজটায় চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ,' মিঃ জিম্বল জবাব দিলেন।

'তারপরেও উনি আমায় ম্যানেজারের পদে প্রমোশন দিয়েছেন?'

'তাইত দেখা যাচ্ছে,' মিঃ জিম্বল বললেন, 'আগেই বলেছি যে যা খুশি তুমি ভেবে নিতে পারো। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে এই ভেবে রিপোর্টটা আমি আমার কাছেই রেখে দিচ্ছি,' বলে মিঃ জিম্বল কাগজটা আবার আগের মত ভাঁজ করে তাঁর ড্রয়ারে রেখে দিলেন।

মিঃ জিম্বল রিপোর্টের কতগুলো শব্দ সারাদিন আমার মাথায় ভেতর নেচে বেড়াতে লাগল···জন উইলকিনসের কাজেকর্মে ঢিলেমি লক্ষ্য করছি, ওর কাজকর্মের মান আগের চাইতে অনেক খারাপ হয়ে গেছে···আমি জেনেশুনে তাকে সুপারিশ করতে পারব না···। এইসব মন্তব্যের অর্থ একটাই দাঁড়ায় তাহল যে পদে আমায় মিঃ ল্যাসি প্রমোশন দিয়েছেন তা পাবার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু তার বদলে মিঃ ল্যাসি মিঃ জিম্বলের সঙ্গে যা করলেন তাকে সম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যার পরিণতিতে আমার পদোন্নতি ঘটল। মিঃ জিম্বল ওঁর রিপোর্টে যা লিখেছেন সে সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে একথা স্বীকার করতেই হল যে আমার কাজ আগের চাইতে যথেষ্ট খারাপ হয়ে গেছে আমার কাজে আগের মত মনোযোগ আর নেই। অথচ এসব সত্ত্বেও মিঃ জিম্বল রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে আমার ভেতরে প্রসাসনিক দক্ষতা ছিল, আর ঐ পুনর্গঠন পরিকল্পনার খসড়ায় যেসব মৌলিক চিন্তা-ভাবনা আমি উল্লেখ করেছিলাম, মিঃ ল্যাসি তা গ্রহণও করেছেন। এসব কথা বারবার আমার মনে তোলপাড় হতে লাগল।

বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। মে স্থানীয় মহিলা সমিতির অধিবেশনে যাবে বলেছিল। আর বলেছিল যে আমার খাবার জন্য মাংস, টমেটো আর স্যালাড রান্না করে ফ্রীজের ভেতর রেখে দেবে সে। অক্সফোর্ড স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে এগোচ্ছিলাম বাড়ির দিকে, মিঃ জিম্বল আর মিঃ ল্যাসিকে নিয়ে অফিসে বসে যেসব কথা ভাবছিলাম সেগুলো তখনও আমার মগজের ভেতর পাক খাচ্ছিল। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা রেস্তোরাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সাইনবোর্ডে দেখলাম রেস্তোরাঁর নাম লেখা আছে ফাইভ ও ক্লক স্যাডো। কেন জানিনা মনে হল ড্যান মামাকে হয়ত ওখানে পেয়ে যেতে পারি।

রেস্তোরাঁটা দোতলায়, কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আমি সেখানে উঠে এলাম। রেস্তোরাঁর মালিক টনি ছাড়া মোট চারজন খদ্দের ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে ড্যান মামাকে খুঁজে পেলাম না।

টনির কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম ড্যান মামা এসেছেন কিনা। ড্যান হ্যাস্টনকে চেনেন ত? পাতলা ছিপছিপে শরীর, মাথার চুল অনেকটা পেকে গেছে, কথা বলতে গিয়ে মাথার একপাশ চেপে ধরেন?

'বুঝতে পেরেছি কার কথা বলছেন,' টনি জবাব দিল, 'না প্রায় দু'হপ্তা হল উনি

এখানে আসেন নি। টনির কাউন্টারের সামনে স্যুটপরা তিনজন লোক দাঁড়িয়েছিল যাদের দেখে অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী বলে মনে হয়, টনি এবার ওদের সঙ্গে রেসের ঘোড়া নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

হঠাৎ সিঁড়িতে খটখট শব্দ হল, একটু বাদেই লম্বা তামাটে গায়ের রং এক যুবতী এসে ঢুকল রেস্তোরাঁয়, বুঝলাম তার জুতোর হিলেই ঐ শব্দ হচ্ছিল। মেয়েটির পোষাকের রং গাঢ় লাল, মাথায় লম্বা একঢাল চুল সুন্দরভাবে বাঁধা। মেয়েটি পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে প্রায় আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। কোনরকম সঙ্কোচ না করে কোমরে দু'হাত রেখে সরাসরি আমার চোখে চোখ রেখে বলে উঠল, 'আরে কি আশ্চর্য! এযে দেখছি জনি উইলকিনস! তুমি এখানে কি মনে করে চাঁদু?'

মেয়েটির কথার ধরন ইতর লোকদের মত তাতে সন্দেহ নেই। আমি চেয়ার ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, আমার নাম জনি উইলকিনস ঠিকই, কিন্তু আপনাকে ত চিনতে পারছিনা। আপনার সঙ্গে আগে যে আমার পরিচয় হয়নি সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।'

'সে কি!' তার গলায় একরাশ বিস্ময় ফুটে বেরোল, 'এত সহজেই ভুলে গেলে? আচ্ছা মনে করিয়ে দিচ্ছি। মনে পড়ে, সেদিন ছিল বুধবার, তোমার থিয়েটার দেখতে যাবার কথা ছিল, আর হ্যাঁ, বলেছিলে বাইরে ডিনার খাবে, আরও কি কি করবে বলেছিলে তা এখন মনে করতে পারছিনা। আমি টেলিফোন করব বলে উঠতেই তুমিও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে, বললে দু মিনিট বাদে আবার ফিরে আসবে। কিন্তু তারপর সেদিন আর ফিরে আসোনি তুমি, এলে কতদিন বাদে। কি গো, এবার মনে পড়ছে? পড়ছে যে তা তোমার চোখের চাউনী দেখেই বুঝতে পারছি। যাক, এবার আমায় একটু জিন টনিক খাওয়াবে না সোনা, এতদিন বাদে আবার দেখা হল?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, কাউন্টারের পাশেই বার, সেখান থেকে জিন টনিক নিয়ে এসে আবার বসলাম। রেস্তোরাঁর মালিক টনির সামনে যে তিনজন রেস্যুড়ে দাঁড়িয়েছিল তারা বারবার দুচোখ পাকিয়ে তাকাতে লাগল আমার দিকে।

'তুমি আমার নাম জানো। অথচ তোমার নাম আমার জানা নেই,' আপনি থেকে তুমিতে নেমে এলাম, 'অথবা এও হতে পারে যে তোমার নাম আমি ভুলে গেছি।'

'ভাল মিথ্যে বলতে শিখেছো মাইরী,' জিন টনিকে চুমুক দিয়ে মেয়েটি বলল, 'আমি হেজেল ডেনিসক।'

'আচ্ছা আরেকবার যেদিন এখানে এসেছিলাম, সেদিন কি তুমি আমার বাঁ গালে চুমু খেয়েছিলে?'

'বাজে কথা একদম বলবে না বলে দিচ্ছি' 'হেজেল হঠাৎ তেরিয়া হয়ে বলল, 'আমি মডেল হতে পারি বটে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তুমি যা তা বলে আমার অপমান করবে।'

'আমি লক্ষ্য করলাম তার হাত, গাল আর গলার চামড়ায় অজস্র দাগ ক্ষত, মেচেতা আর তিল, পাউডার দিয়ে চামড়ার সেসব খুঁত ঢাকার ব্যর্থ প্রয়াস করেছে হেজেল।

এটা যে একটা রাস্তার মেয়ে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ রইল না আমার মনে।

'দুঃখিত,' আমি বললাম, 'ব্যাপারটা অন্যভাবে নিয়োনা, আসলে সেদিন এখানে কি কি ঘটেছিল তার বিন্দুবিসর্গ আমার মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে যে ঐদিন বাড়ি ফেরার পর আয়নার সামনে দাঁড়াতে চোখে পড়েছিল আমার বাঁ গালে লিপস্টিক মাখা একজোড়া ঠোঁটের ছাপ পড়েছে চুমু না খেলে যে দাগ কখনোই পড়তে পারে না।'

'ওঃ এই ব্যাপার!' হেজেল নামে সেই যুবতী হেসে বলল, 'এটাই তোমার মাথায় ঢুকছে না? যাক, এনিয়ে অযথা মাথা ঘামিয়ো না, তুমি যে বিবাহিত তা তোমার চাউনী দেখেই আমার মালুম হয়েছে। এমনও হতে পারে যে সেদিন এখানে থাকার সময় তুমি তেতে উঠেছিলে। হয়ত তুমিই সেদিন জোর করে আমায় চুমু খেতে গিয়েছিলে আর তাতেই আমার ঠোঁটের লিপস্টিকের দাগ লেগে গিয়েছিল তোমার গালে।'

'এইখানে?' হেজেলের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনে আমি আঁতকে উঠলাম।

'এখানে নয়ত কোথায়?' হেজেল দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'আমার বাড়িতে? যাক, আমার গলা শুকিয়ে গেছে'; বলে হেজেল তার রক্তরাঙা দু ঠোঁটের ভেতর থেকে গোলাপী রংয়ের জিভখানা একটু বের করে দেখাল।

বুঝতে পারলাম সে কি বলতে চাইছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে আবার গিয়ে দাঁড়ালাম বার-এ, হেজেলের জন্য আবার জিন টনিক নিলাম আর সেই সঙ্গে আমার জন্য নিলাম দেড় পেগ হুইস্কি। রেসুড়ে তিনজন তখনও দাঁড়িয়ে ঘোড়ার কথা বলছিল। আগের মতই ওরা কটমট করে তাকাল আমার দিকে।

পানীয়ের গ্লাস দুটো নিয়ে ফিরে এলাম। মদ খেতে খেতে হাল্কা গল্পগুজব করতে লাগলাম হেজেলের সঙ্গে, এইভাবে প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। তারপরে মনে প্রশ্ন জাগল, কেন এসব করছি? এই রাস্তার মাগীটার পেছনে ঢালার মত আর্থিক ক্ষমতা আমার নেই। তাছাড়া এমনও নয় যে ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য তীব্র বাসনা জেগেছিল আমার মনে। অথচ এসব সত্ত্বেও হেজেল আমাকে আকৃষ্ট করেছিল তা অস্বীকার করতে পারব না। কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ বলে বসলাম, 'হেজেল, আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'এ প্রশ্নতো আমিও তোমায় করতে পারি,' হেজেলের মুখ থেকে হাসির রেশটুকু হঠাৎ মিলিয়ে গেল, গম্ভীর গলায় সে জানতে চাইল, 'আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে জানি?'

'পছন্দ, তোমাকে?' হেজেলের রেশমের মত নরম চুলে হাত ছুঁইয়ে বললাম, 'তোমার চুল আমার খুব পছন্দ।'

আমার উত্তর শুনে হেজেল তার হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে ভেতরের ছোট আয়নার নিজের মুখখানা এক পলক দেখে নিল, তারপর মুখ তুলে বলল, 'কাছেই আমার নিজের থাকার মত একফালি জায়গা আছে, যদি চাও ওখানে ত আসতে পারো, গরম কফি খাওয়াব।'

'কি গো, আমায় চিনতে পারছো?' পাশ থেকে হেঁড়ে গলায় কে যেন বলে উঠল।

মুখ ফেরাতেই দেখলাম রেস্তোরায় খদ্দেরদের মধ্যে একজন এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের টেবল ঘেঁষে, তার নাকের গড়ন বেঢপ, ঠোঁটের ওপর একতাল মাংসের গায়ে দুখানা ছিদ্র তাই দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে, মাথার ত্রিলাবি টুপি পেছন দিকে সরে গেছে।

'না,' আমি বললাম, 'ঠিক চিনতে পারছিনা।'

'কিন্তু আমি তোমায় ঠিক চিনতে পেরেছি, তুমি তখন খুব ছোট্ট ছিলে, আমার কথা কি করেই বা তোমার মনে থাকবে? ওঃ, দুষ্টুও ছিলে বটে তুমি! কিনসেইড স্কোয়ারে তোমাদের বিরাট বাড়ি ছিল—'

'দেখুন আমি আপনাকে ঠিক—'

'এইবারে মনে পড়বে,' এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জুতোর ওপর ভর দিয়ে লোকটা সামনে দুলতে দুলতে বলল, তোমাদের ঐ বাড়িতে একটা বাগান ছিল তা নিশ্চয়ই মনে আছে? সেই বাগান যে দেখাশোনা করত তার কথা মনে পড়ে? সেই যে বার্ণি কোল্টার যে নিজের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রোজ কাজ করতে আসত, মেয়েটার নাম ছিল মে, মনে পড়ে এসব?'

বার্ণি কোল্টার! হা ঈশ্বর! আমি মুখ তুলে তাকালাম টেবলের গা ঘেঁষে দাঁড়ানো লোকটার দিকে। অনেকক্ষণ একটানা তাকিয়ে থাকার পর সময়ের কুয়াশা আর মদের নেশার ভেতর সুদূর অতীত থেকে একখানা মুখ ভেসে উঠল আমার স্মৃতিপটে, যে লোকটি রোজ তার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আসত আমাদের বাড়িতে কাজ করতে, পেশায় যে ছিল আমাদের বাগানের মালী। কতদিন আগেকার ঘটনা, তারপর আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। অতীতে আমার শৈশবে যে বার্ণি কোল্টারকে দেখেছিলাম আজকের এ লোকটির সঙ্গে তার চেহারার সাদৃশ্য খুব কমই আছে বলে আমার মনে হল।

এ হল আমার জামাই, বুঝতে পারলে? ইসারায় আমায় দেখিয়ে বার্ণি হেজেল নামে খেই যুবতীকে বলল, 'ও আমার মেয়ে মেকে বিয়ে করেছে। কিন্তু করলে কি হবে, বড়লোকের ব্যাটা ত, তাই আমাদের ওপর ঘেন্নাটা ওর পুরোপুরি বজায় আছে। সম্পর্কে শ্বশুর হলেও আমি ছিলাম ওদের বাগানের মালি, তাই ঘেন্নায় আমার সঙ্গে ও কথা বলছেনা।'

'কি ঠিক করলে?' আমার দিকে তাকিয়ে হেজেল প্রশ্ন করল, 'আমার ওখানে গিয়ে গরমাগরম এক কাপ কফি খাবে, না তোমার এই বুড়ো বিটকেল শ্বশুরের সঙ্গে বকবক করবে?'

বার্ণি কোল্টারের সঙ্গে বকবক করার চাইতে গরম কফিকেই তখনকার মত বেছে নিলাম, বার্ণিকে বললাম, 'মাপ করো, আমায় এখুনি উঠতে হবে।'

'এখুনি যাবার তাড়া কিসের?' বার্ণি কোল্টারের মুখখানা রাগে লাল হয়ে উঠল, রাগ রাগ গলায় সে বলে উঠল, 'আমায় তুমি কি ভাবো বলো ত? তোমার মত মানুষের সঙ্গে দু-দণ্ড কথা বলার যোগ্যতা আমার নেই, তাই না? এমনই অপদার্থ আমি?'

'ব্যাপারটা তা নয় বার্ণি,' আমি যতদূর সম্ভব বিনীতভাবে বললাম, 'আমায় তুমি ভুল বুঝোনা।'

'জানো, কত বছর হল আমার মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে তা আমি নিজেই জানি না? এমন কি আজ পর্যন্ত আমায় একবারের জন্যও ওদের বাড়িতে যেতে বলোনি? এ কেমনতর জামাই তুমি নিজেই বলো।'

বার্ণির ওপর যে রাগটা এতক্ষণ ধরে তিলে তিলে আমার ভেতর জমছিল এবার তা বারুদের মত ফেটে বেরোল। বললাম, 'হ্যাঁ, ইচ্ছে করেই আমি তোমায় আমাদের বাড়িতে যাবার নেমন্তন্ন করিনি। আর কেন করিনি তাও নিশ্চয় তোমার অজানা নয় বার্ণি। বছরের বেশীর ভাগ সময় ত জেলের ভেতরে কাটাও তুমি। মনে হচ্ছে সবে ছাড়া পেয়েছো।'

আমার মন্তব্যের পরিণতি যে এমন মারাত্মক হবে তা এক মুহূর্ত আগেও আমি কল্পনা করতে পারিনি। আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত বার্ণি তেড়ে এল আমার দিকে। ডান হাতখানা ট্রাউজারের পকেট থেকে বের করতেই দেখলাম তাতে একটা ইস্পাতের পাণ্ড ধরে আছে সে, যার এক আঘাতে আমার চোয়ালের হাড় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যেতে পারে। আমি টেবলের নীচে লুকোতে গিয়েছিলাম কিন্তু তার আগেই বার্ণি তার ডানহাতে ধরা সেই ইস্পাতের পাণ্ড দিয়ে এক মোক্ষম আঘাত হানল আমার বাঁ কাঁধে। টাল সামলাতে না পেরে আমি চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়ে গেলাম আর সঙ্গে সঙ্গে বার্ণির ডান পা ধরে মারলাম এক হ্যাঁচকা টান। ফলে সে একটা ভারী বস্তার মত তার বিশাল শরীর নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আমার ওপর। আমি ততক্ষণে কিছুটা সামলে নিয়েছি, এবার দেহের সর্বশক্তি একত্রিত করে ডানহাতে বেদম জোরে এক ঘুঁষি মারলাম তার তলপেটে, সঙ্গে সঙ্গে বার্ণি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। ততক্ষণে হেজেল, রেস্তোরাঁর মালিক টনি সবাই জোর চেঁচামেচি শুরু করেছে, ভেতরের কয়েকজন ভীতু খদ্দেরও সুর মিলিয়েছে তাদের সঙ্গে।

বার্ণিকে আর একটা ঘুঁষি মারব বলে হাত তুলছিলাম কিন্তু সে সুযোগ আর পেলাম না, তার আগেই ওর সঙ্গীসাথীরা এসে ঘিরে ফেলল আমায়, লাথি মারতে মারতে তারা আমায় নিয়ে এল সিঁড়ির মাথায়, তারপর আমার পাছায় এমন জোরে এক লাথি মারল যে আমি গড়াতে গড়াতে সিঁড়ি বেয়ে নীচে রাস্তায় এসে ছিটকে পড়লাম। জীবনে এর আগে কখনও সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ে যাইনি আমি।

'কি হল?' পুরুষ কণ্ঠে পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, 'পড়ে গেলেন কি করে? ঝামেলা হয়েছে নাকি?' মুখ তুলে তাকাতেই দেখলাম একজন ছোকরা পুলিশ কনস্টেবল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমায় দেখছে।

'না। ওসব কিছু নয়,' আমি জবাব দিলাম, 'সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় হঠাৎ পা ফসকে গড়িয়ে পড়েছি।' আমার কাঁধ আর দু-দিকের পাঁজরা ব্যাথায় টাটাচ্ছে। কিন্তু হাড়গোড় সবই অক্ষত আছে বলেই মনে হল।

'সত্যি বলছেন ত?' কনস্টেবল ছোকরার যেন আমার কথা বিশ্বাস হল না। কেউ যদি পেছন থেকে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে থাকে ত বলুন। আমি

এক্ষুনি তার দফা নিকেশ করছি', বলে সে আর দাঁড়াল না। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল, দরজা খুলে ঢুকে পড়ল সেই রেস্তোরাঁয়, আমি বোকার মত সেই ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত বোলাতে লাগলাম।

কনস্টেবল ছোকরাটি ফিরে এল ঠিক পাঁচ মিনিট বাদে, হেসে বলল, 'ওরা সব শুনে এমন ভাব করল যেন কিছুই জানে না। আপনার কোনও বক্তব্য থাকলে বলে ফেলতে পারেন। তারপর দেখুন কিভাবে ওদের আমি ঠাণ্ডা করি।'

'না ভাই,' আমি হেসে বললাম, 'সত্যি বলছি, আমি পা ফসকে সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়েছি, কেউ আমায় পেছন থেকে ধাক্কা দেয়নি।'

'ভবিষ্যতে সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে নামবেন।' কনস্টেবলটি বলল, 'নয়ত পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভাঙ্গা বিচিত্র হবে না।' এটুকু বলে সে হাতের বেটন দুলিয়ে ফুটপাত ধরে এগোল সামনের দিকে। এবার আমাকেও বাড়ি ফিরতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে একটা দোকানের শোকেসের ভেতর টাঙ্গানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম মুখের বেশ কয়েকটা জায়গা কেটে ছড়ে গেছে, গালে আর বাঁ চোখের ওপর অনেকটা জায়গা জুড়ে কালসিটে পড়েছে, এছাড়া আমার কোটের হাতাও গেছে ছিঁড়ে। বাড়ি ফেরার পর মেকে বললাম যে চলতি বাস থেকে নামবার সময় টাল সামলাতে না পেরে আচমকা পড়ে গিয়েছিলাম তাই চোট পেয়েছি, কোটের হাতাও ছিঁড়েছে সেই কারণে। মে মনে হল আমার কথা দিব্যি বিশ্বাস করল।

রেস্তোরাঁ থেকে একবার আমায় লাথি মেরে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল বলেই আমি ঐ ধরণের লোক এমন ভুল ধারণা যেন কেউ করে বসবেন না। আমার মনের অবস্থা কেমন এবার তাই বলছি। কখনও শীলার মুখ আর ব্রাইটনের সমুদ্রের ধারে বালুকাবেলা ভেসে ওঠে আমার চোখের সামনে। যেন ও অফিস আর আমার নতুন পদের গুরুদায়িত্বের কথা ঘুরপাক খায় মনের কোণে, আবার কখনও এলোমেলো অলস চিন্তা করেই আমার সময় কাটে। অনেককেই বলতে শুনেছি অসম ছন্দবিহীন জীবন কাটানোর জন্যই আমার মাথায় অলীক চিন্তা-ভাবনা মাঝে মাঝে এসে জুড়ে বসে আর এই কারণেই মাঝে মাঝেই আমার স্মৃতি লোপ পায়, দৈনন্দিন অনেক ঘটনাই আমি পরে আর মনে করতে পারিনা।

এরই মাঝে হঠাৎ পুরোনো একটুকরো কাগজ আমার হাতে ঠেকল, দেখলাম তাতে একটা নাম লেখা ডঃ বাওয়েন গ্লোনিস্টার, নীচে এডগায়ার রোডে তাঁর চেম্বারের ঠিকানা। পরদিন লাঞ্চের সময় তাঁর সঙ্গে অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট করলাম।

পরদিন দুপুরবেলা লাঞ্চের সময় অফিস থেকে বেরিয়ে বাসে চেপে হাজির হলাম ডঃ গ্লোনিস্টারের চেম্বারে। এডগোয়ার রোডের শেষ প্রান্তে এক নোংরা গলির ভেতর বহুপুরোনো আধভাঙ্গা একটি পুরোনো বাড়ির একতলায় তাঁর চেম্বার, বাইরে ঝকঝকে পেতলের তাঁর নাম খোদাই করা। ভেতরে ঢুকতেই আধময়লা সাদা এপ্রন পরা এক মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা আমায় ওয়েটিং রুমে নিয়ে এলেন। দেয়ালের সঙ্গে আঁটা একটি বড় সোফা তার সামনে একটি টেবলের ওপর অনেকগুলো পুরোনো

ম্যাগাজিন ছড়ানো রয়েছে। আমার নাম লিখে ভদ্রমহিলা অদৃশ্য হলেন। মিনিট পাঁচেক বাদে আমায় ডেকে ঢুকিয়ে দিলেন ডাক্তারের চেম্বারে। ডঃ গ্লেনিস্টারের বয়স তিপ্পান্ন থেকে ছাপ্পান্নর মধ্যে। গায়ের রং বেশ তামাটে, মাথা ভর্তি চুল এখনও কাঁচা রয়েছে, তাঁর দু হাতেও লোমের আধিক্য চোখে পড়ল।

'বসুন মিঃ উইলকিনস', ভিজিটার্স স্লিপে আমার নামটা দেখে ডাক্তার আমায় বসতে বললেন, আমার কাছে কে আপনাকে পাঠাল ?'

'আমার মামা পাঠিয়েছেন,' 'আমি সবিনয়ে বললাম। 'ওঁর নাম ড্যান হানটন।'

'ড্যান হানটন ?' ডাক্তার অবাক হয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'মোটা, গায়ের রং নিগ্রোদের মত কালো, পুরু ঠোঁট আর মাথাজোড়া টাক ঐ ভদ্রলোক ত ? লম্বায় যিনি মাত্র পৌনে চারফিট ?'

ডাক্তারের মুখে মামার চেহারার কল্পিত বর্ণনা শুনে খুব খারাপ লাগল, বেশ বুঝতে পারলাম উনি ড্যান মামাকে জীবনে কখনও দেখেন নি।

'রোগটা কি ?' ডাক্তার এক চোখ টিপে প্রশ্ন করলেন, 'নারীঘটিত কোন ব্যাপার ? প্রেমিকার গর্ভপাত করাতে চান ?

'আজ্ঞে না, ওসব নয়।' বললাম, 'মাঝে মাঝে অফিসে মাথা ঘুরে বেহুঁস হয়ে পড়ি, পরে সেই সময়ের ঘটনা কিছুই আর মনে করতে পারি না।'

'বিয়ে করেছেন ?' ডাক্তার ধমকে উঠলেন, 'থাক, বলতে হবেনা, মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি বাড়িতে বৌ আছে। বেশীরকম মাল খান, তাই না ?'

'আজ্ঞে না। তেমন কিছু নয়, তবে মনে হয় আগের চাইতে এখন মদের প্রভাব আমার ওপর বেড়েছে।'

'মদ বেশী খেলে আপনার ভেতরের আবেগ বেরিয়ে পড়ে, ঠিক লাগামছেঁড়া ঘোড়ার মত,' ডাক্তার বললেন, 'আসলে আপনার সেক্সের ঘাটতি পড়েছে। যাক, চিন্তা নেই, আপনি সময়মত এসে পড়েছেন। ওটা আমিই আপনাকে যোগান দেব।' বলেই ডঃ গ্লেনিস্টার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, দুটো হাত জানোয়ারের থাবার মত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

'না ! না !' এবার অজানা ভয়ে আমি শিউরে উঠলাম, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

'আসলে আপনার দেহে এমন একটা জিনিস আছে যেটা আপনি আদৌ চানন আর এমন একটা জিনিস চাইছেন যেটা অনেক চেষ্টা করেও পাচ্ছেন না।' ডাক্তার আগের মতই আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, 'ভয় কি, ওজিনিস আমি আপনাকে দেব, বলতে পারেন তুলে দেব হাতের মুঠোর। বুঝতে পেরেছেন ? দাম একটু বেশী পড়বে বটে, কিন্তু রাতে ঘুম না হওয়া স্মৃতি শক্তি হ্রাস, মাথা ঘোরা বেহুঁস হয়ে যাওয়া, সবকিছু বরাবরের মত সেরে যাবে। ডাক্তারের লোমসমেত হাতের আঙ্গুলগুলো দেখে মনে হচ্ছিল কাঁকড়াবিছে, ওগুলো আমার তলপেটের কাছাকাছি এগিয়ে আসতেই তাঁর মতলব কি তা বুঝে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে হাতল টেনে চেম্বারের দরজা খুলে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সদর দরজা খোলা

ছিল, রাস্তায় আসতেই অফিসমুখো একটা বাস পেয়ে গেলাম। অফিসে যতক্ষণ না পেঁছিলাম ততক্ষণ মাকড়সার মত দেখতে ডঃ বাওয়েন গ্লোনিস্টারের মুখ, তাঁর দু হাতের লোমওয়ালা কুৎসিত আঙ্গুল আর তাঁর বিকৃত রুচির কথাই বারবার মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে লাগল।

দোসরা জুন শনিবার দিন মেকে সঙ্গে নিয়ে আমি ব্রাইটনে এসে পেঁছালাম। বাড়ি থেকে রওনা হবার আগে সে নিজে হাতে প্রচুর বাঁধাছাঁদা করেছে, যা দেখে স্বাভাবিকভাবে এটাই মনে হয়েছে যে চোদ্দ পনেরো দিন নয় আমরা কম করে দু মাসের জন্য বাইরে বেড়াতে যাচ্ছি। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত ব্রাইটনের প্রিন্স রিজেণ্ট হোটেলের একটি কামড়ায় আমরা এসে উঠলাম।

আবহাওয়া এমনিতে ভালই ছিল, কিন্তু সকাল থেকেই বাতাসে কিছুটা কনকনে ভাবও মিশেছিল। দুপুরে লাঞ্চ খাবার পর আমি মেকে বললাম, 'চলো, এবার সমুদ্রে গিয়ে স্নান করি।

'না, না,' সে কুঁকড়ে গিয়ে বলল, 'হাওয়াটা কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে দেখছ না? মরে গেলেও আমি এখন সমুদ্রে স্নান করতে যেতে পারব না।'

'যতটা ঠাণ্ডা ভাবছো হাওয়া কিন্তু সত্যিই ততটা ঠাণ্ডা নয়।' আমি বললাম, 'বরং জলে গা ডোবালে তোমার ভালই লাগবে।'

'থাক না, জন।' সে অনুনয়ের সুরে বলল, 'আজই এসে পেঁছিলাম, ও পরে একদিন না হয় হবে, তাছাড়া সমুদ্রের আবহাওয়া আগে গায়ে সইয়ে নিতে দাও, অত তাড়া কিসের?'

মের কথা শুনে আমি ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হলাম। একটা গোলাপী রংয়ের ফ্রক পরেছে মে যেটা ওর গায়ে ভয়ানক বে-মানান ঠেকছে।

'তুমি সমুদ্রে স্নান করতে চাইলে যাওনা।' মে বলল, 'আমার জন্য ভেবোনা।'

'একা সমুদ্রে গিয়ে কোনও মজা নেই,' আমি বললাম, 'তুমি কি অন্য কোথাও বেড়াতে যেতে চাইছো?'

'প্যালেস ডকের দিকে বেড়াতে যাব ভাবছিলাম,' সে বলল, 'তুমি নিয়ে যাবে আমাকে?'

'বেশ'ত,' ভেতরের বিরক্তি ভেতরে চেপে রেখে বললাম, 'তুমি যখন চাইছো তখন ওখানেই না হয় চলো।' বলে আমি প্যালেস জেটির দিকে পা বাড়ালাম। মে আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল, কয়েক পা এগোনোর পর কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল, 'সমুদ্রে স্নান করতে যেতে রাজী হইনি বলে অমন মুখ গোমরা করে থেকোনা তুমি।'

কিন্তু মের কথা তখন আমার কানে ঢুকছিল না, শীলা তার অসুস্থ বাবাকে নিয়ে এসে পেঁছেছে কিনা তাই একমনে ভাবছিলাম আমি। যদি এসে থাকে তাহলে ওদেরও জেটির দিকে বেড়াতে যাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু তারপরে মনে হল যে হোটেলে ওদের ওঠার কথা সেটা পশ্চিম দিকের জেটির কাছে। প্যালেস

কাছে নয়। কথাটা মনে হতেই আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। মেকে বললাম, চলো আমরা পশ্চিম দিকের জেটিতে যাই।'

'কেন?' মে অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'তুমি ত এতদিন বলতে প্যালেস জেটিটা পশ্চিম দিকের জেটির চাইতে সব দিক দিয়ে ভাল, ওখানে জায়গা প্রচুর তাছাড়া নাচ-গানের ব্যবস্থা আর রেস্তোরাঁও আছে।'

'পশ্চিম দিকের জেটিতেও এ সবের কমতি নেই,' আমি বললাম, কিন্তু মে কোনও মন্তব্য করল না। একসঙ্গে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দুজনে পশ্চিম দিকের জেটিতে এসে হাজির হলাম। সেখানে তখন নৌবাহিনীর একটি ব্যাণ্ড পার্টি কনসার্ট বাজাচ্ছিল, জলের ধারে পায়চারি করতে করতে আমরা সেই কনসার্ট উপভোগ করলাম। কনসার্ট শেষ হলে দুজনে এসে মুখোমুখি বসলাম রেস্তোরাঁয়, সূর্যাস্ত দেখতে চা খেলাম দুজনে। চা খাওয়া শেষ হলে আরও কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম আশেপাশে কিন্তু শীলাকে চোখে পড়ল না। সূর্য ডুবতে মেকে নিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে। মে বলল, 'তুমি ইচ্ছে করলে আরেকটু বেরিয়ে এসো, ফিরে এলে দুজনে একসঙ্গে ডিনার খাব, ততক্ষণ আমি একটু সাজগোজ করে নিই।'

সত্যিই আমার অত সাত তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে আসতে মন চাইছিল না, তাই মের কথার উত্তরে ঘাড় নেড়ে আবার বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমরা যেখানে উঠেছি তার প্রায় লাগোয়া আরও দুটো বড় হোটেল আছে—মিবাডো আর গ্র্যাণ্ড হোটেল। তাদের পাশ কাটিয়ে আরও কিছুদূর হেঁটে এসে পেঁছোলাম লিটল নর্থ স্ট্রীট রাস্তার নাম চোখে পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম, মাত্র কুড়ি গজ দূরে অবস্থিত হোটেলটির সাইনবোর্ডের দিকে চোখ পড়তেই অবাক হলাম আমি। ল্যাংল্যাণ্ড নামটা পড়তে আমার এতটুকু অসুবিধে হলনা। মনে পড়ে গেল শীলা তার বাবাকে নিয়ে এই হোটেলেই উঠবে বলেছিল, এও বলেছিল যে দোতলার একটি ঘরে উঠবে তারা। রাস্তার দিকে মুখ করা দোতলায় সবকটা ঘরের খোলা জানালার দিকে তাকালাম কিন্তু শীলাকে চোখে পড়ল না। পিছিয়ে এসে সোজা ঢুকে পড়লাম হোটেলের ভেতরে, রিসেপশা কাউণ্টারের ওপর রাখা ভিজিটার্স বুকখানা তুলে নিলাম।

'আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন?'

কাউণ্টারের ওপাশ থেকে এক অল্পবয়সী যুবক জানতে চাইল, 'কাউকে খুঁজছেন নাকি?'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম, 'মিস শীলা মর্টন নামে এক ভদ্রমহিলার এই হোটেলে ওঠার কথা ছিল, তা উনি এসেছেন কিনা বলতে পারেন?'

'হ্যাঁ, এসেছেন,' যুবকটি বলল, 'কিন্তু ওঁকে এইমুহূর্তে পাওয়া যাবে কিনা বলতে পারছি না।' সামনে দেয়ালে টাঙ্গানো বোর্ডে ঝোলানো চাবিগুলোর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'হ্যাঁ, মিস মর্টন ওঁর কামরায় নেই, বেরিয়েছেন। তা আপনি কি ওঁকে কোনও খবর দিতে এসেছেন?'

'না, থাক, তা আমি বললাম, 'উনি এসে পেঁছেছেন কিনা শুধু এটুকু জানতেই আমি এসেছিলাম।'

'মিস মর্টন ফিরে এলে কিছু বলতে হবে কি ? ইয়ে, আপনার নামটা—'

'থাক, ও'কে কিছু বলার দরকার নেই, আমি না হয় পরে আসব,' বলে আমি দ্রুত পা চালিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। পেছন ফিরে দেখলাম যুবকটি অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

হোটেলে ফিরে আসার পর মেকে সঙ্গে নিয়ে ডাইনিং হলে এলাম। টমেটো স্যুপ, বয়েলড চিকেন আর গিট মেলবা দিয়ে আমরা ডিনার সারলাম : যতক্ষণ খাওয়া শেষ না হল ততক্ষণ সে অন্যান্য টেবলে যেসব দম্পতিরা বসেছিল ভাল করে তাদের পরনের পোষাক নয়ত খাবার ধরনের সমালোচনা করে গেল, আমি তার কোনও কথায় উত্তর দিলাম না। চুপ করে নিজের মনে খেয়ে গেলাম, আমি যে তার কোনও কথাতেই গুরুত্ব দিচ্ছি না এটা আঁচ করতে পেরেছিল মে, ডিনারের শেষে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে গিয়ে সে বলে উঠল, 'তোমার কি হয়েছে বলো ত, জন ?'

'কি আবার হবে ?' আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'কি বলতে চাইছো তুমি ?'

'তুমি এরকম মুখ গোমড়া করে বসে থাকবে আর আমি নিজের মতো শুধু বকবক করে যাব।' মে বলল, 'এমন হবে জানলে আমি কখনও বেড়াতে আসতাম না। ঠিক বাড়িতে বসে থাকতাম।'

মের কথা শেষ হবার আগেই দেখতে পেলাম আমি ল্যাটিল্যান্ড হোটেলের রিসেপশান কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ পাশের একটি দরজার পাল্লা খুলে গেল। ভেতরে থেকে বেরিয়ে এল শীলার মুখ টিপে হেসে সে দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে…।

'দুঃখিত,' নিজেকে জোর করে বর্তমান সময়ে ফিরিয়ে আনলাম, মের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।' নিজের গলা শুনে আমি নিজেই বিস্মিত হলাম, মনে হল যেন বহুদূর থেকে আমার গলা ভেসে আসছে।

'নিশ্চয়ই কোথাও কোনও গোলমাল হয়েছে,' মে বলল, 'জন তুমি এভাবে মুখ বুঁজে থেকোনা, দয়া করে আমায় খুলে বলো তোমার কি হয়েছে।'

'তেমন কিছুই হয়নি,' সামান্য শব্দ করে কফির খালি পেয়ালাটা পিরিচের ওপর নামিয়ে রেখে বললাম, 'আসলে একটু ক্লান্ত হঠাৎ আবহাওয়া বদলের ফলেই এটা ঘটেছে। আচ্ছা, আজ নাইট শোতে একটা সিনেমা দেখলে কেমন হয় ? রিসেণ্টে একটা ভাল ছবি চলছে, যাবে ? গ্রেগরী পেক আছে শুনেছি।'

'যাবে সিনেমায় ?' মের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'তাহলে ত খুব ভাল হয়, জন, চলো তাই যাই।'

ঘরে এসে জামাকাপড় পাল্টে আমরা সিনেমা দেখতে রওনা হলাম। ছবিটা গত মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় তোলা, বেশীর ভাগ দৃশ্যই তোলা হয়েছে বর্মায়, তাছাড়া বিমান আক্রমণের প্রচুর শটও আছে। মে পাশের চেয়ারে বসে থাকা সত্ত্বেও বারবার শীলার মুখখানা ভেসে বেড়াতে লাগল আমার মনের আনাচে কানাচে। একটি রোমাণ্টিক দৃশ্যে চরম উত্তেজনার মুহূর্তে সে আচমকা তার ডান হাত আমার কোলে রাখল, আমার বাঁ হাতটা মুঠো করে ধরতে চাইল সে, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বিতৃষ্ণায় বাঁ

হাতটা সরিয়ে দিলাম আমি।

ছবি শেষ হবার পর সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দুজনে হোটেলে ফিরে এলাম। মেকে বললাম, আমার মাথাটা বড্ড ধরেছে। তুমি ঘরে গিয়ে শোও, আমি একটু পায়চারী করে ফিরে আসছি।'

মে কোনও উত্তর না দিয়ে হোটেলে ঢুকল, আমি একটা সস্তা রেস্তোরাঁয় ঢুকে জুয়া খেলে কিছু খুচরো পেনি নষ্ট করলাম, তারপর সমুদ্রের ধারে বহুদূর পর্যন্ত হাঁটলাম। হোটেলে ফিরে এলাম ঘণ্টা দুয়েক বাদে, কামরায় ঢুকে দেখি সে দুচোখ বুজে ঘুমোচ্ছে, তার ধপধপে ফর্সা মুখখানা অদ্ভুত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

এল রবিবার। নিতান্ত সাধারণ কয়েকটি দিন অর্থাৎ শনিবারের সঙ্গে বাস্তবিক পক্ষে তার কোনও পার্থক্য ছিল না। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেতে বসে চোখে পড়ল মে সেই আগের মতই টোস্টে মার্মালেড খাচ্ছে, সেই একই ভঙ্গিতে যা খেলে রাগে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত গরম হয়ে উঠত। ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা দুজনে সমুদ্রে স্নান করতে নামলাম। কিন্তু জলটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল তাই ঠিক পাঁচ মিনিট বাদেই মে ডাঙ্গায় উঠে পড়ল। অবশ্য মের ডাঙ্গায় উঠে পড়ার আরও একটা কারণ ছিল তা হল মে একদম সাঁতার জানেনা, তাছাড়া জলে গা ডুবিয়ে স্নান করাও তার তেমন পছন্দ নয়। অগত্যা তার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও জল থেকে উঠে পড়তে হল। প্যালেস জেটিতে গিয়ে ঘোড়দৌড় দেখে আর হাল্কা কিছু খেলা খেলে সময় কাটালাম দুজনে, তারপর ফিরে এলাম হোটেলে। খেয়েদেয়ে হোটেলের লাউঞ্জে বসে টেলিভিশান দেখলাম দুজনে, এইভাবেই বাকি দিনটুকু কেটে গেল। সেদিন একটি বারের জন্যও আমি ল্যাংল্যাণ্ড হোটেলের ধারেকাছে গেলাম না।

কোন কিছু লুকোবার বা নিজেই সাফাই গাইবার ইচ্ছে আমার আদৌ নেই। মের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছি, তার ছুটির আনন্দ নষ্ট করছি, এসব আমার অজানা নয়। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে শুধু এটুকুই বলব যে আমার ওপর তখন অন্য কোনও সত্তা যেন ভর করেছিল যে আমার চাইতে হাজার গুণ শক্তিশালী, আর সেই সত্তার তাড়নাতেই আমি মের সঙ্গে ঐরকম আচরণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম যা করা আমার মোটেই উচিত হয় নি। আত্মপক্ষ সমর্থন হিসেবে আমার এই বক্তব্য যে খুব জোরালো নয় এবং বোকামির নামান্তর তাও আমি জানি। তবু বলব এমন কিছু আমি কখনও করতে চাইনি যাতে মে আঘাত পায়। স্বামী হিসেবে আমি সাধ্যমত তাকে সুখী করার চেষ্টা সবসময় করে গেছি।

সোমবার সকালে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্প করলাম যে আজকের দিনটা অন্ততঃ মের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে কাটাব। এমন কিছু করবনা যাতে সে মনে আঘাত পায়। আমাকে সঙ্গে নিয়ে কেনাকাটা করতে ও খুব ভালবাসে তা জানতাম, তাই ব্রেকফাস্ট খেয়ে মেকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলাম বাজারের দিকে। অনেক ঘোরাঘুরি করার পর সে একটা টুপির দোকানে ঢুকল, সেখানে তখন মোটা ডিসকাউণ্টে পুরোনো মাল বিক্রী হচ্ছিল। তাই থেকে পনেরো সিলিং দিয়ে সে সবুজ রংয়ের একটা টুপি কিনল

ওর নিজের জন্য। টুপিটা সেই দোকানের ভেতরেই মাথায় চাপাল মে আর তখনই লক্ষ্য করলাম খুশিতে ওর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দোকান থেকে বেরিয়ে জাহাজের মত আকৃতির একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে হালকা কিছু পানীয়ও খেলাম দুজনে, হোটেলে ফিরে আসতে রিসেপসানিস্ট জানাল এক ভদ্রলোক আমাদের খোঁজে এসেছিলেন, বলে গেছেন পরে আবার আসবেন।

'এক ভদ্রলোক?' আমি চমকে উঠলাম। ভয় হল ল্যাংল্যাণ্ড হোটেল থেকে শীলা আমার খোঁজে কাউকে পাঠায়নি ত? 'ওঁকে দেখতে কেমন বলুন ত?' রিসেপসানিস্টকে প্রশ্ন করলাম।

'সে ভদ্রলোককে ঠিক আমার মত দেখতে,' পেছন থেকে চেনা গলায় কে যেন বলে উঠল।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই আবার চমকে উঠলাম, দেখলাম ড্যান মামা আমাদের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছেন।

'একি!' আমি অবাক হয়ে বললাম। 'মামা, তুমি হঠাৎ এখানে?'

'অনেক দিন তোমাদের খোঁজখবর পাইনি', বলতে বলতে মামা এগিয়ে এলেন, 'শুনলাম তোমরা ব্রাইটনে বেড়াতে এসেছো তাই আমিও সোজা চলে এলাম তোমাদের দেখতে। যাক, স্বামী-স্ত্রী হলেও বাপু তোমাদের এখনও প্রেম করার বয়স পেরিয়ে যায়নি, আর আমি'ত তোমাদের পাশে বুড়ো ভাম, তাই তোমাদের বিরক্ত করার জন্য আগেই মাপ চেয়ে নিচ্ছি।'

এতদূরে ড্যান মামাকে কাছে পেয়ে আমি সত্যি কতটা খুশি হলাম তা ভাষায় বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু মের চোখের চাউনি দেখে বুঝলাম ড্যান মামার এই আগমন মে মোটেই মন থেকে মেনে নিতে পারছেনা, প্রিন্স রিজেণ্টের মত এই বড়লোকের হোটেলে ড্যান মামা সাধারণ স্পোর্টস জ্যাকেট আর জিনসের ট্রাউজার্স পরে এসে যে খুব অন্যায় করেছেন বারবার ভুরু কুঁচকে তাঁর পোষাকের দিকে তাকিয়ে সেটাই বোঝাতে চাইছে সে।

'আমার খিদে পেয়েছে,' ড্যান মামা নিজের পেটে হাত বুলিয়ে বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে বকবক করলেতো পেট ভরবে না। চলো, বাইরে থেকে লাঞ্চ খেয়ে আসি।'

'তা কি করে হয়,' মে আপত্তির সুরে বলল, 'আমাদের তো এখানেই লাঞ্চ করার কথা।'

'সে ত বটেই,' মের কথায় সায় দিয়ে আমি বললাম, 'তার চাইতে এসো মামা আজ আমাদের সঙ্গে এখানেই বরং লাঞ্চ খাও।'

'আরে বাপু হোটেলের লাঞ্চতো আর পালিয়ে যাচ্ছেনা,' মামা মের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলেন, 'আগামীকাল, পরশু, তার পরের দিন এখানে যত খুশি লাঞ্চ খেয়ো পেট ভরে, আজকের দিনটা না হয় আমার সঙ্গেই খাবে। ব্রাইটনে এমন সব ভাল ভাল খাবারের ঠেক আমার জানা আছে যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, মে। কথা না বাড়িয়ে এসো ত—'

'চলো মে,' আমি বললাম, 'মামা যখন চাইছেন তখন বাইরেই বরং ওঁর সঙ্গে আজ

লাঞ্চ খাওয়া যাক।'

মে আর আপত্তি করলনা বটে কিন্তু তার চোখগুলোর ভাবভঙ্গি আর হাঁটাচলার ধরন দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে ড্যান মামার সঙ্গে বাইরে লাঞ্চ খেতে যাবার ইচ্ছে ওর আদৌ নেই, ড্যান মামার পেছন পেছন একটা মাঝারী চীনে রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকলাম মে আর আমি। লাঞ্চের আগে একটু মদ খেয়ে নিলে খাওয়াটা ভাল জমে তাই মের জন্য শেরী আনালেন মামা, আর আমাদের জন্য হুইস্কি। এরপর মামা অর্ডার দিলেন লিচু, চাউ চাউ আর আনারসের চাটনীতে ডোবানো মুর্গীর রোস্ট, সবশেষে সবুজ চা। চীনেদের স্টাইলে চপস্টিক আনালেন মামা তাঁর নিজের জন্য, আমাদের কাঁটা চামচ আর ছুরি দিতে বললেন ওয়েটারকে।

ওয়েটার ট্রে-ভর্তি খাবার নিয়ে এসে টেবিলে সাজিয়ে রাখতেই মে অসভ্যতা শুরু করল, চাপাগলায় বলে উঠল, 'আমার বড্ড মাথা ধরেছে, তোমরা খাও, আমি বরং হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়ছি। কিছুক্ষণ চুপ করে না শুলে এই ব্যথা সারবেনা।'

মের ঐ কথায় ড্যান মামার সব ফূর্তি আনন্দ নিমেষে উধাও হয়ে গেল, চুপসে যাওয়া বেলুনের মত মুখ করে তিনি মেকে বললেন, 'আরে বাপ্‌, ভয় কি? আজ আমিই তোমাদের খাওয়াচ্ছি, দাম যা হয় সব আমিই দেব।'

'দাম দেবার প্রশ্ন নয়,' মে দু'হাতের আঙ্গুলে তার কপালের দু'পাশের রগ টিপে ধরে বলল, 'সত্যি, আমি আর বসতে পারছিনা, আমায় দয়া করে খেতে বলবেনা।'

মেকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে চাইল না। শেষকালে স্থির হল মেকে হোটেলে পেঁছে দিয়ে আমি ফিরে এসে মামার সঙ্গে লাঞ্চ খাব। আমার সিদ্ধান্ত জেনে মে কোনও আপত্তি করল না।

ড্যান মামাকে ওরা বসিয়ে রেখে সে আর আমি বেরিয়ে এলাম সেই চীনে রেস্তোরাঁ থেকে, হোটেলের দিকে ফিরে চললাম দুজনে। কয়েক মিনিট দুজনেই চুপচাপ তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠলাম, 'বেড়াতে এসে এই বাড়াবাড়িটা না করলেও পারতে। ড্যান মামাকে হয়ত তুমি সহ্য নাও করতে পারো। কিন্তু বুড়োমানুষটা শুধু আমাদের চোখে দেখার জন্য এতদূর চলে এসেছেন সে কথাটা একবার ভেবে দেখেছো? তুমি এমন করলে যেন আমাদের বাইরে লাঞ্চ খাওয়াতে চেয়ে উনি মহা অপরাধ করে ফেলেছেন!'

'আমি ওঁকে ঘেন্না করি!' সে দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠল, 'আমাদের দেখতে আসার জন্য কে ওঁর পায়ে ধরেছিল? মাঝখান থেকে আমাদের ছুটির মেজাজটা নষ্ট হল। এখন বুঝতে পারছি এটাই ওঁর আসল মতলব।'

'মোটেই তা নয়,' আমি প্রতিবাদের সুরে বললাম, 'এই সামান্য ঘটনায় ছুটির মেজাজ কখনও নষ্ট হয় না, তাছাড়া নষ্ট করে ওঁর লাভও নেই।'

'থাক,' মে বলল, 'তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে তর্ক করার প্রবৃত্তি আমার নেই। আমি এক্ষুনি হোটেলে ফিরে গিয়ে শোব, তারপর তুমি গিয়ে তোমার মামার সঙ্গে যত খুশি খানাপিনা করো গে, আমি কিছু বলতেও যাব না।' কথা বলতে বলতে আমরা প্রিন্স রিজেন্ট হোটেলের সামনে এসে পেঁছেছিলাম, আমার দিকে আগুনঝরা

দৃষ্টি হেনে সে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

মেকে হোটেলে পেঁাছে আবার ফিরে গেলাম সেই চীনে রেস্তোরাঁয়। গিয়ে দেখি ড্যান মামা পা ছড়িয়ে বসে ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। ওয়েটারকে ডেকে মামা আমার জন্যও ব্র্যাণ্ডির অর্ডার দিলেন। একটা কড়া চুরুট ধরিয়ে মামা বললেন, 'সত্যি বলছি, মে যে এমন সাংঘাতিক চীজ তা আগে জানতাম না। এখন বুঝতে পারছি কেন তুমি সেদিন ওকে খুন করার কথা ভাবছিলে।'

'আজেবাজে কি বকছ বলো তো,' আমি পুরনো প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে বললাম, 'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ন্যাকা সেজোনা, জনি,' ড্যান মামা গলা সামান্য চড়িয়ে বললেন, 'গ্রেগরী ম্যাককেনার খুনের মামলার কথা কেন তুমি তুলেছিলে তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি আমি। আর এও বলছি যে তোমার সেদিনের ঐ মানসিকতা আজ আমার খুব স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে। তোমার জায়গায় থাকলে আমিও ঐসব কথাই ভাবতাম।'

'বাদ দাও মের কথা,' আমি বললাম, 'কিন্তু জেনেশুনে ওরকম একটা বদমাশ লোকের কাছে আমায় পাঠিয়েছিলে কেন বলো তো? আমি ডঃ গ্লোনিস্টারের কথা বলছি।'

'গ্লোনিস্টার?' মামা অবাক চোখে তাকালেন আমার দিকে, 'আমি তোমায় ওঁর কাছে পাঠিয়েছিলাম?'

'হ্যাঁ, মামা,' আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, 'ওই ডাক্তারের নাম ঠিকানা তুমিই আমায় দিয়েছিলে। কিন্তু একদিন গিয়ে আমার শিক্ষা হয়েছে, ও ব্যাটা ডাক্তার নয়, পাজীর পা ঝাড়া! বদমাশ! পয়লা নম্বরের এক সমকামী; সমকামী আর যৌনউন্মাদ পাগলদের যে গারদে রাখা হয় ঐ ডাক্তারকেও সেখানে আটকে রাখা উচিত!'

'শোন, জনি' মামা বলল, 'তুমি যতটা বলছ লোকটা আসলে ততটা খারাপ নয়। সত্যি বলতে কি, ওঁর সঙ্গে আমার তেমন পরিচয়ও নেই, ফাইভ'ও ক্লক স্যাডো রেস্তোরাঁয় তাকে কয়েকবার দেখেছি। ওখানেই আলাপ পরিচয়। থাক উনি তোমার চিকিৎসা করতে পারেন নি জেনে খুব দুঃখ পেলাম।'

'ভাল কথা!' আমি বললাম, 'এর মধ্যে একদিন বিকেলে ফাইভ'ও ক্লক স্যাডো রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলাম, ওখানে মের বাপ বার্ণি কোল্টারের সঙ্গে দেখা হল। লোকটা এত অসভ্য যে বিনা কারনে হঠাৎ গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিল আমার সঙ্গে, তারপর ওর বন্ধুরা আমায় এক ধাক্কা মেরে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দিল। পরেরবার ওখানে গেলে ঘটনাটা জানতে পারবে তাই আগে থেকে তোমায় জানিয়ে রাখলাম!' এরপর সেই রেস্তোরাঁয় সেদিন যে যে ঘটনা ঘটেছিল সব আমি মামাকে খুলে বললাম। মন দিয়ে সব শুনে ড্যান মামা বলল, 'বাবা জনি, তোমায় একটা উপদেশ দিচ্ছি, আশা করি বুড়ো মানুষের এই কথাটুকু মেনে চলবে। শোন, এতদিন যা করেছো করেছো, কিন্তু ভবিষ্যতে আর কোনদিন ভুলেও এইসব আজেবাজে রেস্তোরায় ঢুকবে না, আর সেসব জায়গায় যে সব কমবয়সী ছুঁড়িরা শরীর বেচতে

আসে তাদের খপ্পরে পড়বে না। তোমাকে ফাইভ'ও ক্লক স্যাডো জায়গাটা চিনিয়ে দেয়া আমার খুব অন্যায় হয়েছে। জীবনের বাকি দিনগুলো যদি শান্তিতে কাটাতে চাও তাহলে অফিস ছুটির পর সোজা বাড়ি ফিরে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে ভুলেও সময় কাটাতে অন্য কোথাও যাবে না।'

'কিন্তু সোমবার যখন তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তখনও একথা তোমার মুখ থেকে শুনিনি।' আমি প্রতিবাদের সুরে বললাম, 'তাছাড়া একটু আগেই তুমিতো নিজে মুখেই বললে যে মে এক সাংঘাতিক চীজ।'

'শুধু একটু আগে কেন,' ড্যান মামা মুচকি হেসে বলল, 'এখনও ঐ একই কথা বলব। কিন্তু তাহলেও তুমি ত ভদ্র আর সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর ছেলে, তাই এসব মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে। কিন্তু এতক্ষণ বকে বকে আমার গলা কাঠ হয়ে গেছে বাপু জনি, একটু বীয়ার না খেলে আর চলবে না আর সেটা এখানে পাওয়া যাবে না, কাজেই এবার চলো খাবারের দাম মিটিয়ে আমরা কাছাকাছি কোনও বীয়ার পাবে গিয়ে ঢুকি।'

খাবারের দাম ড্যান মামাই দিল। আমি শুধু ব্র্যাণ্ডির দাম দিলাম, কিন্তু রেস্তোরাঁ থেকে বাইরে বেরোতেই কেন কে জানে প্রচণ্ড বিতৃষ্ণায় ড্যান মামার ওপর মনটা বিষিয়ে উঠল। আড়চোখে মামার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'বীয়ার খেতে হয় তুমি খাওগে, আমার পেট বোঝাই হয়ে আছে, আমি হোটেলে চললাম, তুমি কিছু মনে কোরনা মামা।"

'না, না, এতে মনে করার কিই বা আছে,' মামা বলল, 'তবে পেট ভার লাগলে রাস্তার ধারের একটা ডেক চেয়ারে বসে জিরিয়ে নিলে পারতে।'

'তার দরকার নেই মামা,' আমি বললাম, 'একটু হাঁটলেই ভারটা নেমে যাবে।'

'ঠিক আছে, তাই করো তাহলে, 'মামা একটু ক্ষুণ্ধ হয়ে বলল, 'আমি ত তাই হোটেলে উঠিনি, এখন সমুদ্রের ধারে একটা ডেক চেয়ারে গিয়ে বসব তারপর মুখে খবরের কাগজ চাপা দিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমোব। সন্ধ্যে সাড়ে ছটা নাগাদ ওয়েস্ট স্ট্রীটে লর্ড প্রভিডেন্স বীয়ার পাবে চলে এসো, আমি ওখানেই থাকব। অবশ্য তুমি সেখানে গেলে যে কিছু মনে করবে কিনা তা কখনই বলতে পারছি না।'

'যাইহোক না কেন, আমি ওখানে যাব মামা,' হঠাৎ জেদের বশে বলে ফেললাম 'তুমি ফিরবে কটায় ?'

'লাস্ট ট্রেন ত আছেই, কাজেই ও নিয়ে এখন মাথা ঘামাচ্ছি না,' মামা বলল, 'আর তার আগে আচমকা যদি কোনও মাগীর পাল্লায় পড়ে যাই তাহলে আলাদা কথা তোমার ড্যান মামাকে ত তুমি অন্ততঃ ভালই চেনো, জনি।' বলে এক চোখ টিপে মামা হাসলেন আমার দিকে তাকিয়ে তারপর হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে বড় বড় প ফেলে হাঁটতে লাগলেন সমুদ্রের বেলাভূমির দিকে।

ড্যান মামার শরীরটা দূরে মিলিয়ে যেতে আমি উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করলাম নিজেকে এখন খুব হাল্কা মনে হচ্ছে যেন আমার বুকের ওপর এই মুহূর্তে কোনরকম বোঝা চেপে নেই, একই সঙ্গে নিজেকে হঠাৎ ভয়ানক দায়িত্বজ্ঞানহীন বলেও মনে হল

মেকে নিয়ে যেখানে উঠেছি সেই প্রিন্স রিজেন্ট হোটেলের দিকে না গিয়ে কি ভেবে আমি এসে হাজির হলাম ল্যাংল্যান্ড হোটেলে, সুইংডোর ঠেলে ঢুকলাম ভেতরে। সামনে বিশাল হল, কিন্তু রিসেপশান কাউন্টারে কাউকেই বসে থাকতে দেখলাম না। দরজার গায়ে আঁটা কলিংবেলের বোতামটা খুব জোরে চেপে ধরলাম, এবার মিনিট-খানেক দূরে কোথাও ঘণ্টা বাজছে সেই আওয়াজ স্পষ্ট আমার কানে ভেসে এল। একটু বাদেই একজন অল্পবয়স্ক কর্মচারী ভেতর থেকে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। এ লোকটি আমার মুখ চেনা, আগে যেদিন শীলার খোঁজ নিতে এখানে এসেছিলাম সেদিন এরই সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলাম আমি।

'মিস মর্টন আছেন?' গলা কিছুটা চড়িয়েই প্রশ্ন করলাম।

'আজ্ঞে আছেন,' লোকটি সবিনয়ে জবাব দিল, 'সিঁড়ি বেয়ে সোজা দোতলায় উঠে যান, সামনেই দেখবেন তেইশ নম্বর কামরা, ওখানেই মিস মর্টনকে পাবেন।'

লোকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে আমি সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় এসে দাঁড়ালাম। তেইশ নম্বর ঘরের দরজা বন্ধ, ভেতর থেকে অনেক লোকের গলার আওয়াজ ভেসে এল আমার কানে। ভেতরে কি শীলা পার্টি দিয়েছে নাকি? দরজার গায়ে দুবার টোকা মেরে একপাশে সরে দাঁড়ালাম।

একটু বাদে দরজা খুলে গেল আমিও ভেতরে পা বাড়ালাম। চারজন লোক আমার চোখে পড়ল কিন্তু আমার নজর যাঁর দিকে পড়ল তিনি একজন অসুস্থ বৃদ্ধ, ঘরের ভেতর এককোণে খাটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন তিনি। ভদ্রলোক যে খুবই অসুস্থ তাঁর বিবর্ণ মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। গোড়ায় আমার মনে সন্দেহ হল ভুল করে অন্য কোনও কামরায় এসে পড়িনি ত? পরমুহূর্তে ঘরের অন্য এককোণে শীলাকে দেখতে পেলাম। কিন্তু এ কি! শীলার চেহারা এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন? মুখখানা বিবর্ণ, ফ্যাকাশে, দুচোখের নীচে কালি পড়েছে, প্রথমে দেখে সত্যিই তাকে আমি চিনতে পারিনি। শীলার কিছুটা তফাতে আরও দুজন লোককে চোখে পড়ল—একজন বয়স্ক,—গম্ভীর সুন্দর চিবুকে ছাগল দাড়ি, হাতে চামড়ার বড় ব্যাগ। পাশে দাঁড়ানো লোকটি বয়সে প্রায় আমারই সমান, দেখতে মোটামুটি সুশ্রী, মাথার চুলে ক্রু ছাঁট। কমবয়সী এই লোকটির মুখ আমার খুব চেনা ঠেকল, মনে হল সে আমার বিশেষ পরিচিত। পরমুহূর্তে বুঝতে পারলাম বয়স্ক লোকটি স্থানীয় ডাক্তার আর কমবয়সী লোকটি শীলার জ্ঞাতিভাই বিললোমারগান, স্কুলে যে ছিল আমার সহপাঠী।

একটু পরেই তাদের তিনজনের চোখ পড়ল আমার দিকে। শীলা তার বড় বড় দুটি চোখ পাকিয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল আমার সামনে, কোনওরকম ভূমিকা না করে প্রশ্ন করল, 'জন উইলকিনস, তুমি এখানে? হঠাৎ কি মনে করে?' শীলা ইচ্ছে করেই চড়াগলায় প্রশ্নটা করলো।

'ইনি কি সেই ভদ্রলোক—?' ইসারায় আমায় দেখিয়ে ছাগলদাড়ি ডাক্তার জানতে চাইলেন।

'না,' শীলা চাঁচাছোলা গলায় জবাব দিল, 'আপনি যাঁর কথা বলছেন ইনি সেই ভদ্রলোক নন।'

আমি কিছু বলার আগেই এবার শীলার পেছন থেকে এগিয়ে এল বিলোমারগান, হাসি হাসি মুখে ভুরু কুঁচকে সে বলল, 'তাইত, এ যে দেখছি সেই জনি উইলকিনস। কিরে জনি, আমায় চিনতে পারছো তো? কতদিন বাদে আবার আমাদের দেখা হল।'

'নীচে রিসেপশনে আমায় বলল যে তোমাদের এখানেই পাওয়া যাবে,' খুব বিনীতভাবে মার্জনা চাইবার সুরে উত্তর দিলাম।

'ওরা তোমায় অন্য একজন বলে ধরে নিয়েছিল,' শীলা আগের মত একই চাঁছাছোলা গলায় বলল, 'আমার বাবা যে খুব অসুস্থ তা ত নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ। ডঃ বারোজ একটু আগে আসাতে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন যাতে ওঁর কোনরকম উত্তেজনা না হয় সেদিকে নজর রাখা।'

'হুঁম্!' ছাগলদাড়ি ডঃ বারোজ ঘাড় নেড়ে বললেন, 'উনি যাতে একটুও উত্তেজিত না হন সেদিকে আপনাদের সবসময় নজর রাখতে হবে বই কি!'

'আমি সত্যিই দুঃখিত, আমায় মাফ করো,' বলে চলে আসবার জন্য যেই পেছন ফিরেছি অমনি শীলার বাবা বালিশ থেকে মাথা তুলে বলে উঠলেন, 'উইলকিনস? উইলকিনস পদবীর কেউ এখানে এসেছেন নাকি? তিনি কি জিওফ্রে উইলকিনসের ছেলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' আমি দরজায় দাঁড়িয়েই মুখ সামান্য বাড়িয়ে তাকে বললাম, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন, জিওফ্রে উইলকিনস ছিলেন আমার বাবা।'

'কী আশ্চর্য!' শীলার বাবা বলে উঠলেন, 'আপনি দয়া করে একবার আমার কাছে আসুন। শীলা, আমার চশমাটা গেল কোথায়?'

'কিন্তু বাবা—' শীলা তার বাবাকে বাধা দিতে গেল কিন্তু তিনি তাকে আমল না দিয়ে বলে উঠলেন, 'শোন চার পাঁচ মিনিট এই ছেলেটির সঙ্গে আমি কথা বলব, তার বেশী নয়। বলুন ডঃ বারোজ, তাতে নিশ্চয়ই আমার হার্ট বেশী খারাপ হবে না?' ডঃ বারোজ মুখে কিছু না বলে এমনভাবে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন যার অর্থ অনেক কিছুই হতে পারে।

'তোমরা সবাই মিলে আমায় টেনে হিঁচড়ে এই বিচ্ছিরি জায়গায় নিয়ে এসেছো, শীলার বাবা বলতে লাগলেন, 'আর এতদূর আসার মানেই যে আমার হার্টের অবস্থা আগের চাইতে আরও খারাপ হয়েছে তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই। আর ক'দিনই বা বাঁচব? মারা যাবার আগে যদি কারও সঙ্গে দু'মিনিট কথাও আমায় তোমরা বলতে না দাও তাহলে তা হবে চরম নিষ্ঠুরতার এক নজীর। কি হল, আমার চশমাটা কোথায় রাখলে, শীলা?'

'এই নাও,' শীলা তার বাবার হাতে চশমাটা তুলে দিল, তারপর তাঁর খাটের আগে একটা চেয়ারে বসে হাত দিয়ে দুচোখ ঢেকে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

'এখানে এসো,' শীলার বাবা আঙুল তুলে ইশারায় ডাকতেই আমি পায়ে পায়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লাম তাঁর খাটের পাশে।

'তাহলে তুমিই ছিলে সেই জন যে ছিল তার বাবার নয়নের মণি,' শীলার বাবা চোখে চশমা লাগিয়ে থেমে থেমে বললেন, 'তোমার বাবা আর আমি দুজনেই ছিলাম

পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শেষবার যখন তোমায় দেখি তখন তুমি ছিলে খুব ছোট, বড়জোর পাঁচ বছরের শিশু।'

শীলার কান্না তখনও থামেনি, ছাগলদাড়ি ডঃ বারোজ আর বিল দুজনেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁষে, আমার নিজেরও কিছুটা অস্বস্তি হচ্ছে। শীলার বাবার কথায় এবার মনে পড়ল ছোটবেলায় বাবার মুখে মর্টন পদবীর এক কাঠের ব্যবসায়ীর কথা বহুবার শুনেছি, বড় হবার পর আর শুনিনি।

'হ্যাঁ, অমেরা দুজনেই ছিলাম পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু,' বলতে বলতে শীলার বাবার মুখ থেকে হঠাৎ এক ঝলক লালা বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে রুমালে মুখ মুছে তিনি বলে উঠলেন, 'দাঁত! শীলা আমার দাঁতজোড়া গেল কোথায়?'

কাঁদতে কাঁদতেই শীলা হাত বাড়িয়ে একটা কাপের জলে ডোবানো একজোড়া বাঁধানো দাঁত তুলে রাখল তার বাবার সামনে। বৃদ্ধ সেই দাঁতজোড়া তাঁর ফোকলা মুখের ভেতর এঁটে দিতেই শব্দ হল ক্লিক। শীলার বাবার মুখখানা দেখে এবার একটা নড়বড়ে গাছ যাতে পড়ে না যায় সেই উদ্দেশ্যে তার গায়ে ঠেকনো লাগলে যেমন দেখায় ঠিক তেমন দেখাচ্ছে তাঁর মুখখানা; অনেক কষ্টে হাসি চেপে রাখলাম আমি।

'তোমায় এতদিন বাদেও আমি ঠিক চিনতে পেরেছি, বাবা জিম।' শীলার বাবা বললেন।

'আজ্ঞে জিম নয়, জন।'

'ঐ হল গে,' শীলার বাবা বললেন, 'তোমার বাবা ছিলেন ভয়ানক একগুঁয়ে স্বভাবের লোক, তুমি অনায়াসে তাঁকে বোকা বলতে পারো। তবে আমি বলব তোমার বাবা ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান লোক কিন্তু তিনি নিজেই হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন নিজের শত্রু, সুযোগ সামনে আসা সত্ত্বেও তিনি তার সদ্ব্যবহার করেন নি। ইয়ে—তুমি পুকুরটা চেনো?'

'পুকুর?' কিছুই বুঝতে না পেরে আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম তাঁরা মুখের দিকে, বৃদ্ধের মন যে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা বুঝতে আমার বাকি রইল না!

'সেই যে পুকুরটা,' শীলার বাবা আমায় খেই ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন, 'যার মাঝখানে একটা ছোট দ্বীপ আছে।'

'এই মুহূর্তে আমার আর কিছুই করার নেই,' ডঃ বারোজ বললেন, 'আজ তাহলে আমি যাচ্ছি, আগামীকাল সকালে আবার আসব।'

'ডাক্তার,' শীলার বাবা ডঃ বারোজের দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠাভরা গলায় প্রশ্ন করলেন, 'আমি কি আর বাঁচব না? সত্যিই তবে এবার মরতে হবে আমায়?'

'আমরা সবাই একদিন মারা যাব মিঃ মর্টন।' ডঃ বারোজ তার ক্লিশাল ব্যাগ হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'আমরা কেউই অনন্তকাল ধরে বাঁচব না। কিন্তু এসব নিয়ে এখন আপনি একদম মাথা ঘামাবেন না, বড়জোর আর দশ মিনিট আপনি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তার বেশী কোনমতেই

নয়। আর হ্যাঁ, কোনমতেই উত্তেজিত হবেন না বা ভুলেও খাট থেকে নামতে যাবেন না। আচ্ছা, শীলা, একবার এসো ত, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

একটি কথাও না বলে শীলা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, রুমাল দিয়ে কান্নাভেজা চোখমুখ মুছে কাঠের পুতুলের মত ছাগলদাড়ি ডাক্তার বারোজের পেছন পেছন এগিয়ে গেল সে, বিল লোমারগান গেল তার সঙ্গে। তিনজনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই শীলার বাবা উসখুস করে উঠলেন, বললেন, 'বালিশটায় ঠিক মত জুৎ পাচ্ছি না।' আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর বালিশটা উল্টে দিলাম আর তখনই আমার দু'হাতের আঙ্গুল তাঁর দু কাঁধের হাড় স্পর্শ করল, হাড় দুখানা ঠিক ছুরির ফলার মত পাতলা বলে মনে হল।

'বুঝলে জন,' শীলার বাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওরা সবাই ভাবছে আমি শীগগিরই মারা যাব. সবাই ডাক্তার. শীলা, এমন কি বিল পর্যন্ত, সবাই ভাবছে আমি এবার মারা যাব। আরে বাপু, বিলত এই জন্যই এসে হাজির হয়েছে এখানে, বুড়ো জ্যাঠাটাকে শেষবারের মত চোখের দেখা দেখবে বলে। আমার তো আর কেউ নেই। কিন্তু তাহলেও এখনওতো আমি মরিনি। দিব্যি বেঁচে আছি।'

'সে ত একশোবার,' সান্ত্বনা দেবার সুরে বললাম। এ ছাড়া আর কিই বা আমার আছে তাঁকে বলার মত।

জলভরা দুচোখ মেলে বৃদ্ধ মর্টন তাকালেন আমার মুখের দিকে। কাঁপা গলায় বললেন. 'আচ্ছা বাবা জন, শীলা কি আমার কথা কিছুই বলেনি তোমায় ?'

'হয়ত বলেছে, আমি ঠিক জানিনা।'

'শীলা আমার ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। গত পাঁচ বছর ধরে আমি ওর ঘাড়ে একটা বিশাল বোঝা হয়ে চেপে বসেছি, তবে এও তোমায় বলে রাখছি জন, আমি মরার পর ওকে এতটুকু কষ্ট পেতে হবেনা কোনদিক থেকে, তোমার বাবা যেভাবে তোমাদের আর্থিক কষ্টের মধ্যে ফেলে রেখে মারা গিয়েছিলেন আমি সেভাবে মরবো না।' বলতে বলতে বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। আমি তাঁর বক্তব্য বুঝতে পারলাম না।

'তোমায় একটু আগে একটা পুকুরের কথা বললাম না,' দম নিয়ে শীলার বাবা আবার বলতে লাগলেন, 'বহু বছর আগের ঘটনা। একদিন বিকেলে আমি আর তোমায় বাবা দুজনে ঐ পুকুরের পারে একসঙ্গে পায়চারী করছিলাম। তোমার বাবা সেদিন তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, হাঁটতে হাঁটতে তুমি মাটি থেকে ছোট ছোট ঢিল তুলে ছুঁড়ে মারছিলে পুকুরের জলে। আমার তখন প্রচুর টাকার দরকার ছিল। চেয়েছিলাম তোমার বাবা কিছু টাকা খাটিয়ে আমার কাঠের কারবারে অংশীদার হন। কিন্তু তোমার বাবাকে বহুবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কিছুতেই আমার এ প্রস্তাবে রাজী হলেন না।

'আমার বাবা ভুল করেছিলেন,' আমি বললাম, কিন্তু একইসঙ্গে আমার মনে এই প্রশ্ন জাগল, কেন বাবা সেদিন শীলার বাবার প্রস্তাবে রাজী হননি, কেন তাঁর কারবারের অংশীদার হননি তিনি ? নিশ্চয়ই বংশগত আলস্যই ছিল তার একমাত্র কারণ যেহেতু

ঐ সময় প্রচুর টাকা লগ্নী করার মত আর্থিক ক্ষমতা বাবার ছিল এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।

'সুযোগ সামনে এসে হাজির হলেও তোমার বাবা তাকে চিনতে পারতেন না,' শীলার বাবা মন্তব্য করলেন, 'আর তাই কিনসেইড স্কোয়ারের ঐ পেল্লায় বাড়িখানা ছাড়া জীবনে আর কিছুই তিনি করতে পারলেন না, সেই তুলনায় আমি অনেক কিছু করেছি, তোমার বাবার চাইতে আমি অনেক সুখী তা আগেই বলেছি তোমায়।' বলতে বলতে হঠাৎ তাঁর গলায় একটা বিশ্রী শব্দ হল, খাটের পাশে টেবলের দিকে কাঁপা হাত তুলে বললেন, 'ঐখানে একটা শিশি আছে, তা থেকে দুটো বড়ি আমায় দাও।'

শিশির ভেতর গোলাপী রঙের অনেকগুলো ছোট ছোট বড়ি ছিল, তা থেকে দুটো বড়ি বের করে তাঁর হাতে দিতেই শীলার বাবা বোতল থেকে এক ঢোঁক জল গলায় ঢেলে বড়িদুটো গিলে ফেললেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিল লোমারগান আর শীলা ফিরে এল, তাদের সঙ্গে আরেকজন অপরিচিত লোককে দেখতে পেলাম। আমি শীলাকে ঈশারায় ডাকলাম। সঙ্গে সঙ্গে শীলা দ্রুত পা চালিয়ে ঘরে ঢুকল, বৃদ্ধ মিঃ মর্টনের পাশে দাঁড়িয়ে সে প্রশ্ন করল, 'বাবা, তুমি ঠিক আছোতো ?'

কোনও উত্তর না দিয়ে মিঃ মর্টন শীলার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, গোঙানীর একটা ক্ষীণ আওয়াজ বেরিয়ে এল তাঁর গলা থেকে।

'আমি ওঁকে দুটো বড়ি খাইয়েছি এই শিশি থেকে,' ইসারায় টেবিলে রাখা শিশিটার দিকে শীলার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

'বাবা অসুস্থ জেনেও তুমি ওঁকে কথা বলতে বাধ্য করছ।' রাগত স্বরে আমার উদ্দেশ্যে শীলা মন্তব্য করল। আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলাম, শীলা এবার ওর বাবার চুলে হাত বুলিয়ে নরম গলায় বলল, 'বাবা, ডঃ বারোজ তোমায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন, কাজেই তুমি এখন আর কথা বোলনা তাতে তোমার হার্টের ওপর শুধু শুধু চাপ পড়বে। আজ রাতের জন্য ডঃ বারোজ একজন নার্স পাঠাবেন। যদিও আমিও এখানেই থাকব। যাতে কোনকিছু দরকার হলে উনি আমায় ডাকতে পারেন।'

'শুধু শুধু ঝামেলা বাড়ালে,' মিঃ মর্টন বললেন, 'এর চাইতে আমি সরে গেলেই ভাল হত।' মিঃ মর্টন অসুস্থ ঠিকই কিন্তু তাই বলে যতটা উনি দেখাতে চাইছেন ততটা অসুস্থ নয় তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

'খবরদার বাবা!' শীলা তার বাবাকে মৃদু ধমক দিল, 'আর কখনও যেন এসব কথা মুখে আনবে না। এবার তুমি চুপ করে বিশ্রাম নাও, তারপর ঘুমিয়ে পড়ো। জন, এবার তুমি বাড়ি যাও।'

'বিদায়, মিঃ মর্টন।' শীলার বাবার শুকনো অস্থি চর্মসার হাতদুটো আমার দুহাতের মুঠোয় চেপে ধরে বললাম, 'আজকের মত শুভরাত্রি।' উত্তরে তিনিও কিছু বললেন কিন্তু তার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না।

শীলা দরজা পর্যন্ত আমায় এগিয়ে দিতে এসে বলল, 'কিছু মনে কোরনা জন,

তুমি আমার বাবাকে কথা বলতে বাধ্য করছ একথা আমি বোঝাতে চাইনি। যাক, তুমি হঠাৎ এখানে এসে হাজির হলে কি করে ?'

'আমি কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে ব্রাইটনে বেড়াতে এসেছি,' শীলাকে বললাম, 'এখানে এসেই মনে পড়ে গেল তোমার কথা। বলেছিলে তোমার বাবাকে নিয়ে তুমিই ব্রাইটনে আসবে।' বলতে বলতে হাতল টেনে আমি দরজা খুলে ফেললাম, বিল লোমারগান বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই অচেনা যুবকটির সঙ্গে কথা বলছে। যুবকটি লম্বায় প্রায় আমারই সমান। তার গায়ের রং টকটকে ফর্সা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। হঠাৎ মনে পড়ল এই ছেলেটিকে আমি চিনি, এর নাম লেসলি জ্যাকসন, ইভসডেল ক্লাবে এও নিয়মিত টেনিস খেলে।

'এসো তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই,' লেসলির দৃষ্টি আমার দিকে আকর্ষণ করে শীলা বলল, 'লেসলি, এ হল জন উইলকিনস, তুমি ইভসডেল ক্লাবে বড় টেনিস খেলা খেলেছো। আর জনি, শুনে নিশ্চয়ই সুখী হবে যে গত সপ্তাহে লেসলির সঙ্গে আমার এনগেজমেণ্ট হয়ে গেছে, শীগগিরই আমরা বিয়ে করছি।' কথা বলতে বলতে শীলা যে ইচ্ছে করেই তার বাঁ হাতের অনামিকায় হীরে বসানো রুপোর আংটিটা একটু নাড়ল যাতে আমার চোখ সেদিকে পড়ে যাতে আমি বুঝতে পারি যে সে রসিকতা করছে না। কিন্তু শীলা—আবার শীলা শেষপর্যন্ত লেসলি জ্যাকসনকে বিয়ে করবে, আর তাই আমায় সহ্য করতে হবে ?

'লেসলি লণ্ডন থেকে সোজা এখানে চলে এসেছে।' শীলা আমায় বলল, 'কাজেই বুঝতেই পারছ যে নীচে রিসেপসনের লোকেরা তোমাকেই লেসলি বলে ধরে নিয়েছিল।'

'বাঃ এত দারুণ সুখবর!' আমি জোর দিয়ে খুশি হবার ভাব দেখালাম, 'যাক, বিদায় নেবার আগে তোমাদের দুজনের সুখী বিবাহিত জীবন কামনা করে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

জ্যাকসন গোড়া থেকেই আমায় কিছুটা তাচ্ছিল্য করছিল, অভিনন্দন জানানোর পর ভদ্রতা রক্ষার্থে সে আমায় ধন্যবাদ জানানোর প্রয়োজন মনে করল না, শীলার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'তোমার বাবার শরীরের অবস্থা কি আগের চাইতে খারাপ হয়েছে ?'

'তা নয়।' শীলা বলল, 'তবে উনি একটু বেশী কথা বলছেন। ওঁর শরীর দুর্বল এটা ঠিক।'

'ওঁর কি হার্টের গোলমাল হয়েছে ?' আমি জানতে চাইলাম।

'হ্যাঁ।' শীলা বলল, 'গত শনিবার দিন রাতে ওঁর হার্ট অ্যাটাক হয়, সেদিন উনি মরতে মরতে বেঁচে যান ডঃ বারোজ বলেই দিয়েছে যে আবার অ্যাটাক হলে বাবাকে আর বাঁচানো যাবে না। কথা শেষ করে শীলা আমার দিকে চেয়ে হাত নাড়ল, 'বিদায় জন, শুভরাত্রি।'

আমি পাল্টা শুভরাত্রি না জানিয়ে শীলার বাঁ হাতখানা আমার ডানহাতের মুঠোয় চেপে ধরলাম। হয়ত তা উপস্থিত কারও চোখে ভাল লাগল না কারণ মিনিটখানেক বাদে বিল লোমারগান বলে উঠল, 'এসো জনি, কাছাকাছি কোনও বারে ঢুকে একটু ড্রিংক করে আসা যাক। শীলা, তুমি নিজেও ত খুব ক্লান্ত, শরীর নিশ্চয়ই আর

রইছে না, যাবে নাকি আমাদের সঙ্গে ?'

উঁহ্নু! ঘাড় নেড়ে শীলা আপত্তির সুরে বলল, 'নার্স যতক্ষণ এসে না পৌঁছোচ্ছে ততক্ষণ আমি এখান থেকে একপাও নড়তে পারব না। নার্স এলে তারপর একটু বেড়িয়ে আসব, একা একা। সঙ্গে আর কাউকে নেব না। পরিচিত সবার কাছ থেকে, পুরনো সব কিছু থেকে এখন আমি পালাতে চাই।' শীলার গলা শুনে বুঝলাম তাকে প্রচণ্ড মানসিক ধকল সহ্য করতে হচ্ছে অথচ আগে কখনও তা টের পাইনি। লেসলি জ্যাকসন এবার শীলার তুষারের মত ধপধপে সাদা বাহুমূলে নিজের চওড়া হাতখানা রাখল, সঙ্গে সঙ্গে রুমাল বের করে চোখের জল মুছল শীলা, ধরাগলায় বলল, 'আমি বাবার কাছে যাচ্ছি।'

কথা শেষ করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল শীলা, জ্যাকসনও ঢুকল তার পেছন পেছন। আমার দিকে একবারও না তাকিয়ে শীলা দরজার পাল্লা বন্ধ করে দিল ভেতর থেকে।

শীলার নিকটাত্মীয় আর আমার স্কুলজীবনের পুরনো সহপাঠী বিল লোমারগান আমায় যে ছোট পাব-এ নিয়ে এল তার নাম লক অ্যাণ্ড কি, কোণের দিকের একটা টেবিলে মুখোমুখি বসলাম দুজনে। বিল নিজে বীয়ার নিল, আমার জন্য হুইস্কির অর্ডার দিল।

'সত্যি বলছি জনি,' বীয়ারের মগে চুমুক দিয়ে বিল বলল, 'অসুখ বিসুখ দেখলে আমার মন এত খারাপ হয়ে যায় যা বলার নয়। রোগীর ঘরে ঢুকতেই আমার ভীষণ ঘেন্না করে। অথচ এখানে না এসেও উপায় নেই, জ্যাঠামশাই ত যাবার জন্য পা বাড়িয়েই আছেন, মাঝখান থেকে যত চাপ সব এসে পড়েছে শীলা বেচারীর ওপর। আর তাই আমি আসতে বাধ্য হয়েছি।'

'তার মানে?' সামনে রাখা প্লেট থেকে ভিনিগারে ভেজানো একটুকরো পেঁয়াজ মুখে পুরে বললাম, 'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'জ্যাঠামশাই, অর্থাৎ শীলার বাবার কথা বলছি,' বিল বীয়ারের মগে আরেক চুমুক দিয়ে বলল, 'উনি বড়জোর আর অল্প কয়েকদিন বাঁচবেন, ডাক্তাররা ত সবাই তাই বলছেন। এটা জানার পরেই শীলা আমার অফিসে খবর দিয়েছিল। ওয়েলিং অ্যাণ্ড লিনকের নাম নিশ্চয়ই শুনেছো, খুব বড় ঠিকাদার, আমি ওদের একটা কারখানার ইঞ্জিনীয়ার। শীলার কাছ থেকে খবর পেয়েই আমি ছুটি নিয়ে চলে এলাম এখানে। শীলা বলল যে আমার উপস্থিতি খুবই দরকার, ওর বাবার হঠাৎ কিছু হয়ে গেলে ও একা সবদিক সামলে উঠতে পারবে না। এই হল ব্যাপার।'

'আর তাই তুমি ব্রাইটনে চলে আসতে বাধ্য হলে?' হুইস্কিতে গলা ভিজিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

'ঠিক তাই।' বিল ঘাড় নেড়ে সায় দিল। 'আমি ছাড়া জ্যাঠামশাইয়ের আর কোনও নিকটাত্মীয় ধারে কাছে নেই। এখানে আসার কারন আমি মুখ ফুটে বলিনি বটে, কিন্তু মনে হয় জ্যাঠামশাইয়ের তা বুঝতে বাকি নেই। বহু বছর ধরে উনি

হার্টের অসুখে ভুগছেন, শরীরের অবস্থাও দিনে দিনে খারাপের দিকে যাচ্ছে। ওঁর আয়ু যে ফুরিয়ে এসেছে তা শীলার বাবা ঠিক জানতে পেরেছেন। শীলার জন্য কষ্ট হচ্ছে, বেচারীকে শুধু শুধু টেনে না আনলেও হত।'

'তা তো বটেই।'

'আচ্ছা জনি শীলার সঙ্গে তোমায় পরিচয় কি অনেকদিনের?' বিল প্রশ্ন করল, 'ছোট থাকতে ও কিন্তু আমাদের স্কুলের ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে আসত, তোমার মনে পড়ে সে কথা?'

'শীলা নিজেও আমায় সে কথা বলেছে,' গ্লাসের অবশিষ্ট পানীয়টুকু গলায় ঢেলে বললাম, 'কিন্তু তখন ওকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। দেখলেও সেই মুখ আজ আর স্মরণে নেই।' কথা শেষ করে ওয়েটারকে ডেকে ইসারায় আরেক পেগ হুইস্কির অর্ডার দিলাম। 'যাক এবার তোমার নিজের কথা বল, শুনি,' বিল বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব বজায় রেখে জানতে চাইল, 'ছুটি নিয়ে বেড়াতে এসেছো? সঙ্গে বৌ আছে?'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম, 'বৌকে হোটেলে রেখে একা বেরিয়ে পড়েছি।'

'তা ভালই করেছো,' বিল বলল, অবশ্য আমি নিজে এখনও ওপথ মাড়াইনি। তা শীলার সঙ্গে আলাপ হল কি করে? বিয়ের পর বৌকে লুকিয়ে আমার এই জ্যাঠতুতো বোনটার সঙ্গে গোপন সম্পর্ক পাতিয়েছো, তাই না?'

'ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, বিল,' আমতা আমতা করে বললাম, 'ইয়ে—আমি—' কিন্তু কথা শেষ করতে পারলাম না, কি বলব ভেবে না পেয়ে মাঝপথেই চুপ করে গেলাম।

'থাক তোমার মুখ ফুটে আর কিছু বলতে হবে না।' বিল রুমালে মুখ মুছে চাপা হাসি হাসল, শীলা যখন লেসলির সঙ্গে ওর এনগেজমেণ্টের কথা বলছিল তখনই তোমার চোখ মুখ দেখে আমি ধরে ফেলেছি শীলার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক। তবে মনে হল লেসলিকে তুমি পছন্দ করোনি, তাই না?'

'ঠিকই ধরেছো,' এক ঢোঁকে অনেকটা হুইস্কি গিলে ফেলে বললাম, 'শীলার পাশে লেসলি জ্যাকসনকে একটা আস্ত অপদার্থ উল্লুক ছাড়া আর কিছু বলে আমার মনে হল না।'

'শীলা খুব ভলে মেয়ে,' এক চুমুক বীয়ার খেয়ে বিল বলল, 'মিষ্টি মেয়ে। এই জাতের মেয়েরা সবাই খুব ভাল আর মিষ্টি হয়। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি ও কখনও কাউকে মুখের ওপর না বলতে পারে না। আবার অন্যরকম ভেবোনা জনি। আমি একথা একবারও বলতে চাইছিনা যে শীলা বহু পুরুষের সঙ্গে প্রেম করে বেরিয়েছে, ও সেই ধাঁচের মেয়েই নয়। ব্যাপারটা কি রকম জানো? ধরো বললে, 'চলো শীলা, নদীর ধারে বেড়াতে যাই।' শীলার বেড়াতে যাবার ইচ্ছে যদি নাও থাকে তাহলেও মুখ ফুটে তোমাকে তা বলতে পারবে না। বড়জোর বলবে, বাবা অসুস্থ, এই উইক এণ্ডে বেড়াতে যেতে পারব না। তুমি হয়ত বললে, "তাহলে পরের উইক এণ্ডে আসবে ত?" ও আবার আপত্তি করবে, বলবে, "না আগামী উইক এণ্ডে টেনিস খেলার প্রোগ্রাম আছে।" তার পরের উইক এণ্ডে তুমি আবার

হয়ত বলবে, "তখন আসতে পারবে ত ?" তখন শীলা হয়ত আর আপত্তি করবে না, মুচকি হেসে দিব্যি রাজী হয়ে যাবে। তুমি শীলার হাসি দেখে ধরে নেবে তোমার সঙ্গে নদীর ধারে বেড়াতে যেতে ওর কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়, আসলে আগেই যা বললাম, শীলা কাউকেই মুখের ওপর না বলতে পারে না, কাউকেই অসন্তুষ্ট করতে চায় না ও। আমি জানি, এ সম্পর্কে আমার নিজেরও কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

'অভিজ্ঞতা ত আমার নিজেরও আছে,' চাপা গলায় বললাম, কথাটা। আমার মনে পড়ে গেল সেই দিনটির কথা যেদিন ইভনিং শোয়ে শীলাকে নিয়ে নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। মনে পড়ল অন্ধকার হলের ভেতর এক চরম উত্তেজনার মুহূর্তে আমি শীলার গালে চুমু খেয়েছিলাম আলতো করে আর সে তখন গলা নামিয়ে তাকে বাড়িতে পেঁছে দেবার জন্য বারবার অনুরোধ করছিল। সেই ঘটনা মনে পড়ে যেতে নিজের মনেই হাসলাম।

'শীলার সঙ্গে যে তোমার মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, জনি,' বিল বলল, 'না, না, এতে লজ্জা পাবার কিছুই নেই। শোন জনি, একসময় শীলা আর আমি দুজনেই দুজনকে গভীর ভাবে ভালবাসতাম এমনকি আমরা বিয়ে করে ঘর বাঁধার স্বপ্নও দেখেছিলাম। শুনলে আশ্চর্য হবে আমি তাকে বিয়ে করতে চাই শুনে শীলা একবারের জন্যও আমার মুখের ওপর না বলে নি বা নিজের অসম্মতি জানায় নি। কিন্তু জনি, তুমি যে বিবাহিত সেকথা শীলা জানেত ?'

'হ্যাঁ, জানে,' আমি বললাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ভেতর থেকে আমায় এই বলে সতর্ক করে দিতে চাইল যে মিথ্যে কথা বলার প্রবণতা আবার আমায় পেরে বসেছে। কিন্তু তা হলেও সচেতনভাবে এগুলোকে আমি আদৌ মিথ্যে বলে মানতে রাজী নই যেহেতু মিথ্যে কথা বলার পেছনে সবারই কোনও না কোন উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু যেসব গপ্পো আমি একসময় শীলাকে শুনিয়েছি তার পেছনে কখনও কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

'গোড়ায় অবশ্য শীলা কিছুই জানতে পারেনি,' যেন ভেতরের তাড়নাতেই আমি আমার বক্তব্য কাটছাঁট করতে চাইলাম, পরে আমার স্ত্রী শীলাকে কয়েকবার আমার সঙ্গে ঘুরতে দেখেছিলাম।'

'বুঝলাম,' বলে বিল ভুরু কুঁচকে নিজের মনে কি যেন চিন্তা করতে লাগল।

'আমি বিবাহিত, ঘরে আমার স্ত্রী আছে এসব জেনে শীলা মনে খুব আঘাত পেয়েছিল,' আমি বললাম, 'তার আগে পর্যন্ত ও খুব ঝুঁকে পড়েছিল আমার ওপর। সত্যি বলতে কি শীলা সময় পেলেই আমায় টেনে বাইরে নিয়ে যেত। এখন মনে হচ্ছে শীলার জীবন থেকে আমার আরও আগেই সরে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কি করে, খুব লজ্জার বিষয় তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি আমার বৌ একটা রাস্তার খানকি ছাড়া কিছু নয়, দু-পেনি পাঁচ পেনির লোভে যেসব মাগী রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে কমবয়সী ছেলেদের আকর্ষণ করে আমার বৌয়ের সঙ্গে তাদের কোনও ফারাক নেই।'

'আঃ, জনি,' বিল মৃদু ধমকের সুরে বলল, 'নিজের ঘরের কেলেংকারীর বিষয় এত

জোরে সবাইকে শোনাতে নেই।' পাবএর ভেতরটা তখন বেশ ফাঁকা হয়ে এসেছে, আমরা দুজন ছাড়া বড়জোর আর পাঁচ ছ'জন খদ্দের বসে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কৌতূহলী চোখ মেলে আমাদের দিকেই থাকিয়ে আছে তারা।

'অনেকক্ষণ হল বেরিয়েছি,' আমি বললাম, 'এবার হোটেলে ফিরতেই হবে?'

'যাবার আগে আরেক ঢোঁক হয়ে যাবে নাকি?' বিল বলল, 'ছোট্ট করে একটু অর্ডার দেব?'

'দরকার নেই, ধন্যবাদ,' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে আমি কাউণ্টারের সামনে এসে দাঁড়ালাম; পকেট থেকে পার্স খুলে কিছু খুচরো বের করে ঢাললাম মালিকের সামনে।

'তুমি যাই বলো বিল,' 'আমি বললাম, 'আবার বলছি, আমার বৌ একটা খানকি। তবে শীলার কথা আলাদা, ও পুরোপুরি অন্য জাতের মেয়ে, ওর ধাঁচটাই আলাদা।'

'চুপ করো!' বিল লোমারগান হঠাৎ ধমকে উঠল, দেখলাম তার মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, খুব অপমানিত হলে অনেকের যেমন হয়।

'আমি বিয়ে করেছি জানতে পেরে শীলা মনে খুব আঘাত পেয়েছিল,' আমি বললাম, 'কিন্তু তার আগে ও আমাকেই আঁকড়েছিল, তখন ওকে থামাবার মত কেউ ছিল না।'

'আবার বলছি জনি, চুপ করো?' বিল ফের ধমকে উঠল, 'আমিও এবার ফিরব, তুমি যাবে?'

বিল লোমারগানের সঙ্গে এভাবে কথা বলার দরকারটা কি এই প্রশ্ন হঠাৎ জাগল আমার মনে। ছোটবেলায় স্কুলে পড়ার সময় আমরা দুজনেই কেউ কাউকে সহ্য করতে পারতাম না, দুজনেই ছিলাম দুজনের মহাশত্রু। তাছাড়া এভাবে বাইরে এত লোকের মাঝখানে ও বারবার আমায় ধমকে চুপ করতেই বা বলছে কেন? কি বলতে চায় বিল?

'যাক, তুমি যাও,' আমি বললাম, 'আমি আরেকটু ড্রিংক করে তারপর যাব।'

'বেশ, পরে আবার দেখা হবে,' বলে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে বিল পাব ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

এবার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সন্ধ্যে সাতটা বাজতে আর মাত্র কুড়ি মিনিট বাকি, বাইরে আঁধার সবে নামতে শুরু করেছে, এখনও অস্তগামী সূর্যের রক্তাভা মিলিয়ে যায়নি আকাশের বুক থেকে। কাউণ্টারে দাঁড়িয়েই দুপেগ হুইস্কি আনালাম; দাম পুরো মিটিয়ে ঐখানে দাঁড়িয়ে পরপর দুঢোকে গ্লাসের সবটুকু পানীয় গলায় ঢেলে দিলাম।

সেদিন সোমবার সন্ধ্যের ঘটনা এইটুকুই আমার মনে আছে। সন্ধ্যে সাতটা বাজতে ঠিক কুড়ি মিনিটের সময় আমি লক অ্যাণ্ড কি পাব ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম, তারপর কি ঘটেছিল তার কিছুই আমার আর মনে নেই। পরদিন সকালে জ্ঞান ফিরে এলে দেখতে পেলাম আমি আমাদের হোটেলের কামরায় শুয়ে আছি।

সোমবারের সে রাতে আকাশের চেহারা ছিল কালো মখমলের মত, চাঁদ ওঠেনি,

তারারাও ফোটেনি। সিডনি পিটার্স নামে এক অটোমোবাইল এঞ্জিনীয়ার ক্রয়ডন থেকে তার প্রেমিকাকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিল ব্রাইটনে, রাত সোয়া বারোটা নাগাদ তারা দুজনে বেড়াতে বেরিয়েছিল সমুদ্রের ধারে। সিডনির বান্ধবীর নাম থেলমা ওয়েন, সেদিন অফিস থেকে ছুটি নিয়েছিল সে, আর প্রেমিক সিডনিকেও সেদিনটা ছুটি নেবার জন্য অনুরোধ করেছিল। প্রেমিকা থেলমার অনুরোধ ফেলতে পারেনি সিডনি, ছুটি নিয়ে গোটা দিনটা থেলমাকে মোটরবাইকের পেছনের ক্যারিয়ারে তুলে ঘুরে বেড়িয়েছিল, সন্ধ্যের পর রেস্তোরাঁয় তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে সমুদ্রের ধারে এসে হাজির হয়েছিল তারা দুজনে। কাছে এক জায়গায় বরফের চাঁইয়ের ওপর স্থানীয় সুন্দরীদের নাচের খেলা ছিল, সেখানে যাবার জন্য থেলমা বিকেল থেকেই বায়না ধরেছিল, কিন্তু সিডনি এটাই বারবার বোঝাতে চাইছিল যে বরফের ওপর ঐ নাচের প্রোগ্রাম দেখার চাইতে সন্ধ্যের পর ভরাপেটে সমুদ্রের ধারে বেশী রাত পর্যন্ত হেঁটে বেড়ালে তাতে দুজনেরই স্বাস্থ্যের উপকার হবে। সমুদ্রের বাতাস বুক ভরে নিলে তা ফুসফুসের পক্ষে কতটা উপকারী হবে সে বিষয়ে একটা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাও দিয়ে দিল সে।

'দয়া করে তোমার জ্ঞান দেয়া এবার থামাও,' থেলমা বলল, 'সমুদ্রের হাওয়া আমি যথেষ্ট নিয়েছি। ভুলে যেয়ো না আমাদের সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে হবে।'

'আচ্ছা, এখন ত সবে সন্ধ্যে,' সিডনি বলল, 'এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার আছেই বা কি? তুমি কি আঁধার দেখে ভয় পেয়েছো?'

'মোটেই নয়,' থেলমা বুক ফুলিয়ে বলল, 'তাহলে চলে এসো এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে সমুদ্রের ধারে একটু হাঁটি দুজনে,' সিডনি বলল।

'বেশ সিড,' থেলমা বলল, কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশী নয় তা মনে রেখো। দেরী হলে মা আমায় আস্ত রাখবেন না।'

কোনও মন্তব্য না করে সিডনি থেলমার হাত ধরে এগিয়ে গেল সমুদ্রের ধারে পিচ বাঁধানো রাস্তার দিকে, সিঁড়ি বেয়ে বালুকাবেলায় নেমে এল তারা, অন্ধকারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দুজনেই চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

'কিন্তু জলের ধারটা যে বড্ড ঠাণ্ডা,' থেলমা হঠাৎ বলে উঠল।

'বেশ ত,' সিডনি বলল, 'তুমি আমার জ্যাকেটটা গায়ে পরে নাও, আমি এটা খুলে দিচ্ছি।'

সিডনির জ্যাকেট গায়ে পরে বালুকাবেলার ওপর গিয়ে পায়ে পায়ে হেঁটে জলের খুব কাছে এগিয়ে এল থেলমা, সিডনি এল তার পেছন পেছন।

'সিড,' থেলমা হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে পড়ে বলল, 'আমার কেমন যেন লাগছে, বুঝলে? মনে হচ্ছে কাছেই কেউ যেন আমাদের দেখছে।'

'তোমার মাথায় নির্ঘাৎ ছিট আছে! সিডনি কড়াগলায় ধমকে উঠল, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে এসো।'

সিডনির ধমক খেয়ে আরও কয়েক পা এগোল থেলমা। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোনমতে টাল সামলে নিল সে।

'আবার কি হল তোমার?' সিডনি ধমকে বলল, 'আবার কি সব মনে হচ্ছে?'

'না সিড,' থেলমা বলল, 'এখানে কে যেন পড়ে আছে, তার গায়ে হোঁচট খেয়ে আমি পড়ে যাচ্ছিলাম।'

'হয়ত কেউ মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে, দাঁড়াও, দেখছি।' বলেই সিডনি তার গ্যাস লাইটার জ্বালল, পরক্ষণে বিস্ময়সূচক গলায় বলে উঠল, 'হায় মেরী!'

'কি ব্যাপার সিড?' ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইল থেলমা, 'ওখানে কে পড়ে আছে, কি দেখলে তুমি?'

'যা দেখার আমি দেখেছি,' বলে সিডনি টানতে টানতে থেলমাকে উল্টোদিকে সিঁড়ির কাছে নিয়ে এল, 'ওখানে যা ঘটেছে তা নিছক দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু নয়।'

দুর্ঘটনা!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল থেলমা, 'তার মানে?' বলেই সিডনির হাত ছাড়িয়ে ঘটনাস্থলে আবার ছুটে এল সে। অন্ধকারে তার পা নরম ভেজা আঠালো কোনও তরল পদার্থে এঁটে যেতেই থেলমা প্রচণ্ড জোরে আর্তনাদ করে উঠল।

ব্রাইটনের সমুদ্রোপকূলে সিডনি পিটার্স আর থেলমা ওয়েন যে ভয়ঙ্কর সত্য উদ্‌ঘাটন করেছিল তার হপ্তা কয়েক পরের ঘটনা। বিখ্যাত সলিসিটর প্রতিষ্ঠান লাইকনেস, বেইল অ্যাণ্ড মুডির অন্যতম কর্মকর্তা মিঃ লাইকনেসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন জনি উইলকিনসের মা মিসেস উইলকিনস আর তার ভাই ড্যান হানটন যাকে জন উইলকিনস ড্যান মামা বলে ডাকে। মাত্র একপুরুষ আগেও মিঃ লাইকনেসের পদবী ছিল লিবোউইৎজ, এই পদবী যার সেই সদা হাসিমুখ ভদ্রলোকের মুখখানা দেখতে ছিল একটা হাওয়া ভর্তি হলদে বেলুনের মত, যাঁর মাথার দিকে তাকালে মনে হত একটা কঙ্কালের ন্যাড়া খুলিতে কেউ যেন কয়েকগাছি কাঁচাপাকা চুল আঠা দিয়ে সেঁটে রেখেছে।

মিসেস উইলকিনস তাঁর ভাইকে নিয়ে কামরার ভেতরে ঢুকতেই মিঃ লাইকনেস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, উল্টোদিকের দুটি চেয়ারে তাঁদের বসতে অনুরোধ জানালেন তিনি। এঁরা তাঁর মক্কেল কাজেই আপ্যায়ন করতে তাঁকে চা খাওয়াবার ব্যবস্থাও করতে হবে বইকি। আধ মিনিটের ভেতর একটি যুবতী পরিচারিকা ট্রেতে তিনটি কাপ প্লেট আর একপট চা নিয়ে ভেতরে ঢুকল। কাজের কথা শুরু করার আগে এক কাপ চা না হলে মিঃ লাইকনেসের চলে না। সেইজন্য বিনিময়সূচব কথাবার্তা বলতে বলতে তিনি আড়চোখে মিসেস উইলকিনসের দিকে কয়েকবার তাকালেন দেখলেন মামলার প্রসঙ্গ তোলার সময় ভদ্রমহিলার আবেগের বসে আচমক ভদ্রমহিলার কান্নাকাটি জুড়ে দেবার কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা, মক্কেলদের কান্নাকাটি মিঃ লাইকনেস মোটেই বরদাস্ত করতে পারেন না। কিন্তু মিসেস উইলকিনস বেশ দৃঢ়ভাবেই বসে রইলেন তাঁর উকিলের উল্টোদিকের চেয়রে। মিঃ উইলকিনসের মনে হল তাঁর মুখখানা হয়ত কাঠ কেটে তৈরী করা হয়েছে। সবদিক থেকে নিশ্চিন্ত হবার পর মিঃ লাইকনেস অপ্রয়োজনীয় কয়েকটি কাগজপত্র কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলেন তারপর সেগুলো সরিয়ে রেখে কথাবার্তা শুরু করলেন।

গোড়ায় ব্যাপারটা পুরো বোঝার চেষ্টা করুন,' মিঃ লাইকনেসের গলায় দৃঢ়তা
ার প্রখর আত্মবিশ্বাস ফুটে বেরোল, 'আমি এটাই আপনাদের বোঝাতে চাইছি যে
বকিছুই যেমন আশা করা গিয়েছিল সেইভাবে খুব স্বাভাবিকভাবে এগোচ্ছে।
াপনাদের মামলাটা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের আওতা ছাড়িয়ে এসেছে, আর মাস
নেকের ভেতর ওটা লিউইস কোর্টে উঠবে। এবার বলুন কোন উকিলকে আপনারা
ীফ দিতে চান?'

এ প্রশ্ন শুনে মিসেস উইলকিনস আর তার ভাই ড্যান কয়েক মুহূর্ত নিজেদের
ধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তারপর চাপাগলায় ড্যান হানটস বললেন, 'আমরা
্যার জন ব্যানবেরিকে ব্রীফ দিতে চাই।'

'ব্যানবেরি,' মিঃ লাইকনেস নামটা তাঁর সামনে রাখা সাদা কাগজের প্যাডে লিখে
ললেন, 'আর কেউ?'

'আর কেউ বলতে এইচ এফ মাইকসের নাম মনে পড়ছে', ড্যান হানটস বললেন,
যিনি হালে উলভার হ্যাম্পটন মামলার আসামীকে বেকসুর খালাস করিয়ে ছেড়েছেন,
বে আমাদের বেশী পছন্দ ব্যানবেরিকেই।'

'আমি খুব বড়লোক নই, মিঃ লাইকনেস,' এতক্ষণে মিসেস উইলকিনস মুখ
ুললেন, 'তবু আমার ছেলে জনিকে বাঁচানোর জন্য দরকার হলে আমার জমানো
শষ পেনিটি আমি খরচ করব।'

'হ্যাঁ,' মিঃ লাইকনেস বললেন, 'ব্যানবেরি আর মাইকস দুজনেই বড়দরের উকিল,
ওঁদের দুজনেরই হাতযশ আছে তাও জানি। তবু এই মামলায় ওঁদের পাব কিনা
স বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।'

'কেন?' মিসেস উইলকিনস প্রশ্ন করলেন, 'এই সন্দেহ আপনার মনে জাগছে
কন?'

'ব্যানবেরির হাতে প্রচুর মামলা জমে আছে।' মিঃ লাইকনেস বললেন, 'তবু
ওঁকে পাবার একটা পথ আমি ঠিক বের করব। মিঃ মাইকস মিডল্যান্ড সার্কিটে
াঁড়িয়ে আছেন তাঁকে পেতে হলে বাড়তি ফি দিতে হবে। আমার মতে ঐ বাড়তি
ফ দাবী করার যোগ্যতা ওঁর নেই, তা উনি যতবড় আর নামী উকিল হোক না কেন।
বার বলুন, উকিল ঠিক করার ব্যাপারে আপনার ছেলের সঙ্গে কোনও কথাবার্তা
তমধ্যে বলেছেন কি?'

'জনের সঙ্গে?' মিসেস উইলকিনস অবাক হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'ও কি
াপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথাবার্তা কিছু বলেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার ছেলে ম্যাগনাস নিউটনকে ওর মামলার ব্রীফ দিতে
াইছেন।'

'ম্যাগনাস নিউটন?' মিসেস উইলকিনস বললেন, 'ঐ নামে কোনও বড় উকিল
াছেন বলে ত আগে শুনিনি।'

'ঠিকই বলেছেন,' মিঃ লাইকনেস বললেন, 'ব্যানবেরির মত অত সুনাম এঁর এখনও
নি ঠিকই, কিন্তু তাই বলে ওঁকে বাজে উকিল বলা চলে না। গ্রেগরী ম্যাককেনা

নামে একটি লোক কিছুদিন আগে তার বৌকে খুন করে একটি মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল, সেই মামলায় এই ম্যাগনাস নিউটন ওর হয়ে মামলা লড়েছিলেন আর তার ফলেই আপনার ছেলের ওঁকে খুব ভাল লেগেছে।'

'হ্যাঁ, ঐ জ্যামাইকান ম্যাককেনা ত,' ড্যান হানটন বললেন, 'যে তার বৌয়ের মাথায় বোতল মেরে তাকে খুন করেছিল?'

'ঠিক ধরেছেন,' মিঃ লাইকনেস বললেন, 'মাইকস আর ব্যানবেরি ছাড়া এই মিঃ নিউটনের সঙ্গেও আমাদের মামলা নিয়ে আমি আলোচনা করব। আশা করব এঁর ওপরেও আপনারা নির্ভর করতে পারবেন।'

'বেশ,' মিসেস উইলকিনস বললেন, 'কিন্তু যে ভদ্রলোক রোজ এসে হাজতের ভেতর জনের সঙ্গে দেখা করছেন তিনি কে?'

'ওহো,' মিঃ লাইকনেস বললেন, 'আপনি মনস্তাত্ত্বিক ডঃ অ্যান্ড্রিয়াডিসের কথা বলছেন?'

'হয়ত তাই,' মিসেস উইলকিনস বললেন, 'জন বলল উনি ওঁর সঙ্গে প্রচুর কথাবার্তা বলছেন। এ সবের অর্থ কি?'

'ম্যাডাম,' মিঃ লাইকনেস তাঁর পেশাদারী ভদ্র হাসি হাসলেন, 'মনে রাখবেন মনস্তাত্ত্বিক এবং মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে ডঃ অ্যান্ড্রিয়াডিসের প্রচুর সুনাম আছে। আপনার ছেলে ওঁর সঙ্গে সহজভাবেই কথা বলেন। তাছাড়া মক্কেলের মানসিকতা কোন ধারায় বইছে এতে তার আঁচ পাওয়া যায় যা মামলা চালানোর পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক।'

'তার মানে আপনি বলছেন ও এটা সত্যিই করেছিল?' মিসেস উইলকিনস ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি বলতে চান আমার ছেলে জন ঐ খুনটা করেছে জন একটা খুনী?'

'আমি মোটেও তা বলিনি। বলতে চাইও না।'

'আপনি ধরেই নিয়েছেন আমার ছেলে অপরাধী। সেই সঙ্গে আপনি এও চান যে ঐ ডাক্তার বলুন যে আমার ছেলে পাগল, তাই না?'

'শুনুন, মিসেস উইলকিনস—'

'আপনি ইচ্ছে করলে ওসব ভাবতে পারেন; আমার এই ভাই আপনার নাম বলেছিল তাই আমি ছুটে এসেছি আপনার কাছে, কিন্তু দরকার হলে অন্য সলিসিটরের কাছে যেতেও আমি তৈরি আছি। তাঁদের কেউ না কেউ এ মামলা হাসিমুখে লড়তে রাজী হবেন।'

বোনের কথা শুনে অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন ড্যান হানটন, কিন্তু মিঃ লাইকনেস নিজে ঝানু উকিল। লোক চড়িয়ে খাওয়া তাঁর পেশা। এসব পরিস্থিতি কিভাবে নিজের অনুকূলে আনতে হয় তা তাঁর ভালই জানা আছে।

'সেত একশোবার,' মিঃ লাইকনেস ঘাড় নেড়ে বললেন, 'অন্য কোনও সলিসিটরের কাছে যাবেন কি যাবেন না সেটা আপনার নিজের ব্যাপার। তবে এই মুহূর্তে যদি আপনার ছেলেকে ফাঁসীর আসামী হিসেবে দেখতে চান তাহলে আমি আপনাকে অন্য

কোনও সলিসিটরের উপদেশ নেয়ার পরামর্শই দেব।'

'আঃ আপনারা কি ছেলেমানুষী করছেন?' ড্যান হানটন প্রথমে তাঁর বোনের দিকে তারপর মিঃ লাইকনেসের দিকে তাকিয়ে মৃদু শাসনের সুরে বললেন।

'শুনুন, মিসেস উইলকিনস', মিঃ লাইকনেস বললেন 'ভুল বুঝবেন না দোহাই আপনার। আপনি আমার মক্কেল, আপনার স্বার্থ দেখাই আমার কাজ। শুনুন, ডঃ অ্যাণ্ড্রিয়াডিসের মাধ্যমে আপনার ছেলের মানসিকতার ধরন আর খুনের কিছুক্ষণ আগে তার কার্যকলাপের বিবরণ আমরা জানতে পারছি। মামলা শুরু হলে এসব তথ্য আমাদের বা সরকারী উকিলের কাজে আসবে কিনা তা আমি জানি না। তবে এটা জানবেন যে এ সবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য। এছাড়া ঘটনার দিন অর্থাৎ সোমবার রাতে আপনার ছেলের গতিবিধি সম্পর্কেও প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, অথচ সেদিন কোথায় ও গিয়েছিল তা পরে ও আর মনে করতে পারছেনা। বিল লোনারগানের কাছ থেকে বিদায় নেয়া, তারপর হোটেলে ফিরে আসা এই সময়টুকুর ভেতরে তার গতিবিধি যদি স্পষ্টভাবে আমরা প্রমাণ করতে পারি তবে তা এই মামলায় আপনার ছেলের পক্ষে দারুণ সহায়ক হবে।'

'ঐ দিন সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় ওর একটা পাব-এ আসবার কথা ছিল,' ড্যান হানটন বললেন, 'আমি সেই পাব-এ ওর অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসেছিলাম, কিন্তু শেষপর্যন্ত জনি আর এল না। রাত এগারোটার শেষ ট্রেন ধরার আগে আমি সেদিন ব্রাইটনের আরও অনেকগুলো পাব-এ ঘুরে বেরিয়েছি কিন্তু কোথাও ওর দেখা পাইনি। যাক, মামলার হাওয়া কেমন বুঝছেন?'

'তদন্ত ত এখনও চলছে,' মিঃ লাইকনেসের উত্তর শুনে তাঁর মক্কেলদের বুঝতে বাকি রইলনা যে তিনি কায়দা করে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন।

'আমি জানতে চাইছি আসল খুনীকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে আপনি কতদূর এগিয়েছেন?'

মিসেস উইলকিনস প্রশ্ন করলেন, 'নিশ্চয়ই সে লোককে খুঁজে বের করার কোনও চেষ্টা পুলিশ করবে না।'

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে একটু ভাবনার মধ্যে পড়লেন সলিসিটর মিঃ লাইকনেস। এই জাতের মক্কেলদের নিয়েই তাঁদের যত ঝামেলা যারা তাদের সন্তান, বাবা, মা, ভাই, বোন বা অভিযুক্ত নিকটাত্মীয় যে কাউকেই সম্পূর্ণ নির্দোষ হিসেবে দাবী করে জোরগলায়। একই সঙ্গে কাউকেই ওপর থেকে দেখে দোষী বলা চলে না। মিঃ লাইকনেস তাই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'শুনুন ম্যাডাম, ব্রাইটনে আমাদের কিছু সেরা লোক আছেন। আপনার ছেলে যে সম্পূর্ণ নির্দোষ তার নির্দিষ্ট প্রমাণ খুঁজে বের করাই হবে তাদের কাজ। তাদের কাজকর্মের ওপর পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারেন।'

'আপনি তাহলে স্যার জন ব্যানবেরিকে আনার চেষ্টা করবেন?'

'আমি আজ থেকেই চেষ্টা শুরু করব,' মিঃ লাইকনেক বললেন' তবে ওঁকে পাবার বেশী আশা করবেন না। মিঃ নিউটনও ভাল উকিল।'

ড্যান হ্যানটনকে নিয়ে মিসেস উইলকিনস চলে যাবার পর মিঃ লাইকনেস তাঁর পার্টনার মিঃ মুভির কামরায় ঢুকলেন, মিঃ মুভিকে পাতলা ছিপছিপে দেখতে, মুখ দেখে বোঝা যায় তিনি ডিসপেপসিয়ার রোগী।

'সব ঠিক আছে,' মিঃ লাইকনেস বললেন, 'নিউটনকে আমরা পেয়ে যাব তাতে আমার কোন ও সন্দেহ নেই, ও এই মামলায় ভাল লড়বে।'

'আপনার কোনও ঝামেলা হয় নি ত ?'

'ঝামেলা বলতে ওঁরা ব্যানবেরি নয়ত লাইলস, এঁদের মধ্যে একজনকে চেয়েছিলেন।'

'ব্যানবেরি।' মিঃ মুভি ঠোঁট উল্টে বললেন, 'এসব সেক্সের মামলা উনি কখনও ছুঁয়েও দেখেন না।'

'ঠিক। তাছাড়া জন উইলকিনস নিজে যখন ম্যাগনাস নিউটনকে নিজের উকিল হিসেবে চাইছে তখন ওকে ব্রীফ দেবার কোনও কারণই থাকতে পারেনা।'

'মনে হচ্ছে জন সত্যিই খুনটা করেছিল।' মিঃ মুভি মন্তব্য করলেন।

'ওরকম ধারণা মনে স্থান দেয়া উচিত নয়,' পার্টনারের খবরের কাগজের এককোণে খেলার খবর খুঁটিয়ে পড়তে পড়তে মিঃ লাইকনেস বললেন, 'কারণ আসল ঘটনা কি ঘটেছে তা আমার বা আপনার কারোরই জানা নেই। আমি লর্ডসে যাচ্ছি, আজকের খেলাটা দারুণ জমবে মনে হচ্ছে, না দেখলে আফশোষের সীমা থাকবে না, দু-তিন ঘণ্টা বাদে ফিরব।'

দু-তিনদিন বাদে সলিসিটর মিঃ লাইকনেস এলেন উকিল ম্যাগনাস নিউটনের চেম্বারে। ডঃ ম্যাক্স অ্যাণ্ড্রিয়াডিস বিচারাধীন কয়েদী জন উইলকিনসকে নানারকম প্রশ্ন করে যেটুকু বিবৃতি আদায় করেছিলেন সেই প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন মিঃ লাইকনেস।

'অ্যাণ্ড্রিয়াডিসকে আমিই ওর কাছে পাঠিয়েছিলাম,' মিঃ লাইকনেস বললেন, উইলকিসনও তাঁর যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। মিঃ লাইকনেস জিভ দিয়ে নিজের ঠোঁট ভিজিয়ে বললেন, 'প্রশ্নোত্তরগুলো সব আমি খুঁটিয়ে পড়েছি। এখন একটা ব্যাপারই পরিস্কার হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা হল উইলকিনসকে কিছুতেই আসামীর কাঠগড়ায় উঠতে দেখা যাবেনা। ডঃ অ্যাণ্ড্রিয়াডিসকে ও যেসব কথা বলেছে আদালতে মামলা চলার সময়েও যদি সেসব কথারও পুনরাবৃত্তি করে তাহলে দশ মিনিটের ভেতর জুরিরা একমত হয়ে ওকে দোষী সাব্যস্ত করলেন।'

'আপনি কি সত্যিই তাই মনে করছেন ?' গদীমোড়া চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে ফৌজদারী উকিল ম্যাগনাস নিউটন প্রশ্ন করলেন।

'ও তো খুনের পেছনের মোটিভের কথা স্বীকার করেছে ;' মিঃ লাইকনেসের গলায় অধৈর্যভাব ফুটে বেরোল, 'তাছাড়া ঐদিন জন কোথায় গিয়েছিল তা মনে করতে পারছেনা। সবচাইতে বিশ্রী ব্যাপার হল ওর নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এমন একটা ধারণা গড়ে উঠেছে যে...।' বক্তব্য শেষ না করে মিঃ লাইকনেস তাঁর দুহাত সামনে মেলে দিয়ে নিজের অসহায়তা বোঝানোর চেষ্টা করলেন। 'কিন্তু আপনি যদি ওকে

আসামীর কাঠগড়ায় না তোলেন…'

এবারেও নিজের বক্তব্য শেষ না করে মাঝপথে থেমে গেলেন তিনি।

'হুঁম্‌ ! গম্ভীরভাবে শব্দটা উচ্চারণ করলেন মিঃ নিউটন, ঠোঁটে ধরা মোটা চুরুট থেকে অনেকটা ছাই এসে পড়ল তাঁর ওয়েস্টকোটে, কিন্তু তিনি তা ঝেড়ে ফেলার কোনও প্রয়াশই করলেন না।

'ইয়ে —আপনি,' মিঃ লাইকনেস দ্বিধা জড়ানো গলায় জানতে চাইলেন, 'পুলিশ হাজতে গিয়ে জন উইলকিনসের সঙ্গে দেখা করতে চান কি ?'

'না।' গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন মিঃ নিউটন, 'এই লোকটা কিরকম ? অ্যান্ড্রে—না কি যেন ওহো মনে পড়েছে—অ্যাণ্ড্রিয়াডিস ?'

'আমি ওঁকে আজ আপনার এখানে আসতে বলেছি,' সামান্য হেসে মিঃ লাইকনেস বললেন, 'মনে হয়েছিল আপনি হয়ত ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন। যেকোন মুহূর্তে উনি এসে পড়তে পারেন।'

তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সুপুরুষ ও স্বাস্থ্যবান চেহারার এক ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর বয়স চল্লিশ বেয়াল্লিশের বেশী নয়, পরনে দামী ব্রিটিশ স্যুট, কিন্তু মুখের গড়ন দেখে বোঝা যায় তিনি ইংরেজ নন, ইওরোপের অন্য কোনও প্রান্তের বাসিন্দা।

'এই যে,' মিঃ লাইকনেস ভদ্রলোককে দেখে উৎসাহী হয়ে উঠলেন, 'বলতে বলতেই এসে গেছেন। মিঃ নিউটন, ইনিই বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডঃ ম্যাক্স অ্যাণ্ড্রিয়াডিস যিনি আপনার মক্কেল জন উইলকিনসকে প্রশ্ন করে অনেক তথ্য জেনেছেন। আর ডঃ অ্যাণ্ড্রিয়াডিস; ইনি বিখ্যাত ফৌজদারী উকিল ম্যাগনাস নিউটন, জন উইলকিনসের মামলার ব্রীফ উনিই নিয়েছেন।'

'ডঃ অ্যাণ্ডিয়াডিস' মিঃ নিউটন বললেন, আমার মক্কেল জন উইলকিনসের কাছ থেকে এইসব চমকপ্রদ বিবৃতি যোগাড় করার জন্য প্রথমেই আপনাকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাচ্ছি, মনে হচ্ছে ওর প্রতি আপনার প্রচুর মানসিক সহানুভূতি গড়ে উঠেছে। এত ব্যাপক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এই ধরনের কোনও বিচারাধীন বন্দীর বিবৃতি আগে কখনও দেখেছি বলে আমার মনে পড়ছে না। এ তো বিবৃতি নয়, রীতিমত ইতিহাস।'

'ধন্যবাদ,' ডঃ অ্যাণ্ডিয়াডিস সামান্য হেসে বললেন, 'উইলকিনস সবদিক থেকে সহযোগিতা করেছে। ওর বিবৃতি আদায় করতে আমার এতটুকু বেগ পেতে হয় নি।'

'কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে এই বিবৃতি জন উইলকিনসকে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণ করার পক্ষে এক সমস্যা সৃষ্টি করবে, আর এ সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে অভিমত কি তা জানতে চাইছি,' মিঃ লাইকনেস ঠিক সময়মত কথাটা ছুঁড়ে দিলেন মিঃ নিউটনের দিকে, 'জন উইলকিনস কি ধরনের সাক্ষী হতে পারে বলে আপনার মনে হয় ?'

'তা বলা কঠিন,' মিঃ নিউটন চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'জ্ঞান বুদ্ধির পরিমাপ অনুযায়ী ওকে সাধারণ গড়পড়তা বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে ধরে নেয়া যায়।

কথাবার্তায় কিছুটা ঢিলে হলেও লোকটি সৎ তাতে সন্দেহ নেই, অথবা নিজের সততা প্রমাণ করতে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে। খোলাখুলিভাবেই ও বলেছে, এই জঘন্য অপরাধ আমি করেছি তা আমি ভাবতেই পারিনা, কিন্তু আমার স্মৃতি লোপ পেয়েছে, ঘটনা কি ঘটেছিল তা কিছুই মনে করতে পারছি না আমি।'

'আপনার কি মনে হয় ও ক্রস একজামিনেশনের সামনে দাঁড়াতে পারবে? মিঃ লাইকনেস প্রশ্ন করলেন।

'দুঃখিত,' ডঃ অ্যাণ্ড্রিয়াডিস বললেন, 'এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের মতামত আমি দিতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। শুধু এটুকু বলতে পারি যে উইলকিনস কথা বলতে গিয়ে মাঝেমাঝে সব গুলিয়ে ফেলে, ঐ সময় ভয়ানক দ্বন্দ্বে পরে যায় সে। কি বলবে তা ভেবেই পায় না।'

'ডঃ অ্যাণ্ড্রিয়াডিস,' মিঃ লাইকনেস বললেন, বিবৃতি দিতে গিয়ে আপনাকে যেসব কথা ও বলেছে, সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠেও যদিও ঠিক সেইভাবে মুখ খোলে তাহলে তা হবে নিজের পায়ে কুড়োল মারা। আর সাক্ষীর কাঠগড়ায় যদিও না ওঠে তাহলে তাও অন্যদিক থেকে ওর ক্ষতির কারণ হবে।' ডঃ অ্যাণ্ড্রিয়াডিস উত্তরে কিছু বললেন না শুধু এমনভাবে মাথা নীচু করে রইলেন যে দেখে মনে হল জন উইলকিনসের চাইতে তিনি নিজে আরও বড় কোনও অপরাধের অপরাধী।

উইলকিনস মানসিক দিক থেকে সুস্থ কিনা সে সম্পর্কে আপনি কিছু জেনেছেন?' মিঃ নিউটন ডঃ অ্যাণ্ড্রিয়াডিসকে প্রশ্ন করলেন।

'মানসিক দিক থেকে সুস্থ কিনা?' ডঃ অ্যাণ্ড্রিয়াডিস বুঝতে না পেরে বড় বড় চোখ মেলে তাকালেন প্রশ্নকর্তার দিকে, 'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'আপনি ত পরপর বেশ কয়েকদিন ধরে জন উইলকিনসের সঙ্গে কথা বলেছেন, মিঃ নিউটন বললেন, 'আমি জানতে চাই ও কি পাগল, না মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ?'

'মাপ করবেন,' অ্যাণ্ড্রিয়াডিস সতর্কভাবে জবাব দিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া খুব সহজ হবে না। শুধু এটুকু বলতে পারি যে জন উইলকিনস এমন একটি মানুষ যার মানসিকতা জটিল যে জটিলতা অত্যন্ত প্রগার। জন উইলকিনস ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের রোগী, জনি সবসময় ভাবে যে নিজের কাজকর্ম ভালভাবে করার কোনরকম যোগ্যতা বা ক্ষমতা ওর নেই, স্ত্রীর দৈহিক চাহিদা মেটাতে এবং সুখী জীবনযাপন করতেও ও পুরোপুরি অক্ষম। আর নিজের সম্পর্কে এই সব প্রাক্তন ধারনা মনে পুষে ওর যে ক্ষতি হয়, এক অলীক কল্পনার জগৎ নিজের চারপাশে পড়ে ও তার ক্ষতিপূরণ করে। মজার ব্যাপার হল এসব ধারনা যে মিথ্যা, নেহাৎই মায়া, তা জনি খুব ভালভাবেই জানে। মাঝে মাঝে জনির সচেতন আর অবচেতন মনের মধ্যে যখন প্রচণ্ড সম্পর্ক শুরু হয় তখনই ও মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারায় আর তখনকার স্মৃতি ও সাময়িকভাবে ওর মন থেকে লোপ পায়: হ্যাঁ, মানসিক অসুস্থতার কিছু কিছু লক্ষণ ওর ভেতর আছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে ওকে পাগল বলে চিহ্নিত করা খুব মুশকিল—'

'ডক্টর।' ম্যাগনাস নিউটন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল তিনি ডঃ অ্যান্ড্রিয়াডিসকেই এবার জেরা করতে চান।

'বলুন, মিঃ নিউটন' শান্তগলায় ডঃ অ্যান্ড্রিয়াডিস বললেন, 'আমি সর্বতোভাবে আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করব।'

'এ পর্যন্ত মোট কটা খুনের মামলায় আপনি সাক্ষী দিয়েছেন?'

'কটা খুনের মামলা?' অ্যান্ড্রিয়াডিস ঘাবড়ে গিয়ে তাকালেন মিঃ লাইকনেসের দিকে। কিন্তু মিঃ লাইকনেস অত্যন্ত বুদ্ধিমান, প্রশ্ন শুনে তিনি আগেই মাথা নীচু করে ফেলেছেন। এই মুহূর্তে তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে আছেন মেঝের দিকে। 'না, এর আগে কোনও খুনের মামলায় সাক্ষী দিইনি, তবে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমার এত বছরের অভিজ্ঞতা—'

'দুঃখিত,' নিউটন বললেন, 'আপনার যে কয় বছরের অভিজ্ঞতাই থাকুক না কেন এক্ষেত্রে তার কোনও প্রমাণ নেই। আপনি যদি সত্যি সত্যিই কোনও খুনের মামলায় সাক্ষ্য দিতেন তাহলে বুঝতেন যে এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ জুরীদের কোনও ভাবেই প্রভাবিত করে না, আর ভাল জেরা করতে সক্ষম এমন যে কোন উকিল তা নিজের যুক্তির সাহায্যে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলছি, ম্যাকনাউটন নিয়মবিধির কথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন?

'অবশ্যই জানি।'

'ব্যাপারটা কি তা ত জানেন, তবু বলছি, ঠিক আর বেঠিক, ন্যায় আর অন্যায়, সঙ্গত আর অসঙ্গত, এ দুয়ের মাঝখানে যে পার্থক্যের সীমারেখা তাই হল ঐ নিয়মবিধির বিষয়বস্তু।"

'কিন্তু আমি যতদূর জানি ম্যাকটাউন নিয়মবিধি এখনকার দিনে অচল, অনেকের মতেই তা এখন সেকেলে।'

'সম্ভবতঃ তাই,' নিউটন বললেন, কিন্তু এদেশের আইনে ঐ নিয়মবিধি এখনও বহাল আছে। এখন বলুন ত ডাক্তার, মামলা শুরু হলে আমরা কি এই আবেদন করতে পারি যে জন উইলকিনস দোষী হতে পারে কিন্তু ম্যাকনাউটন নিয়মবিধি অনুসারে সে মানসিক দিক থেকে অসুস্থ অর্থাৎ উন্মাদ?'

ডঃ অ্যান্ডিয়াডিস উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন ঘরের ভেতর মিনিটখানেকর অখণ্ড নীরবতা। জানালার কাঁচের শার্সি বেয়ে দুটো মাছি ওপরে উঠছে, মিঃ লাইকনেস সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে নিজের সঙ্গে বাজী ধরলেন যে ছোট মাছিটাই আগে ওপরে উঠবে। কিন্তু তাঁকে ব্যর্থ করে বড় মাছিটাই হেঁটে আগে ওপরে উঠে গেল।

'না,' ডঃ অ্যান্ডিয়াডিস বললেন, 'আমার মতে, ম্যাকনাউটন নিয়মবিধি অনুযায়ী উইলকিনসকে মানসিক দিক থেকে অসুস্থ বা উন্মাদ ঘোষণা করার কোনও সুযোগ আমাদের সামনে নেই।'

'হুঁম!' মিঃ নিউটন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, ডাক্তার লাইকনেস আপনি গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করুন। আমি যা যা জানতে

চাই তা ভাল করে শুনুন...'

"মিঃ নিউটন আপনার মামালার ব্রীফ নিতে রাজী হয়েছেন।" হাজতে বিচারাধীন কয়েদী জন উইলকিনসের মুখোমুখি হতে মিঃ লাইকনেস প্রথমেই এই খবরটা দিলেন তাকে, 'উনি উকিল হিসেবে খুবই যোগ্য লোক তাতে সন্দেহ নেই। এখন ব্যাপার হল, ওঁর কাছ থেকে সাহায্য পেতে হলে আপনারও ওঁকে সাহায্য করতে হবে, বুঝতে পেরেছেন? ঘটনার দিন অর্থাৎ সোমবার রাতে বিল লোমারগান চলে যাবার পর ঠিক কি ঘটেছিল তা মনে করার চেষ্টা আপনাকে করতে হবে।'

'আমি চেষ্টা করেছি, বিশ্বাস করুণ,' বলতে গিয়ে জন উইলকিনসের ঠোঁট কেঁপে উঠল, 'কিন্তু ঐভাবে মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার পর আগের ঘটনা কিছুই আর মনে করতে পারি না।'

'ডঃ অ্যান্ড্রিয়াডিসের সঙ্গে আপনি মন খুলে কথা বলেছেন জানতে পেরেছি, ওঁর সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন।' মিঃ লাইকনেস বললেন, 'আপনার সেইসব বিবৃতির কিছু মামলা শুরু হলে আপনার পক্ষে যেমন যাবে তেমনি কিছু কিছু আবার বিপক্ষেও যাবে, তা স্পষ্ট ভাবে আগেই বলে রাখছি। এখন আপনার যা করণীয় তা হল ঐ সোমবার সন্ধে ছটার পর আপনার হোটেলে ফিরে আসা এই সময়টুকু আপনি কোথায় কি করেছিলেম তা মনে করা।'

'মিঃ লাইকনেস,' জন উইলকিনস ঘামে ভেজা হাতে তার সলিসিটাররে ডান হাত চেপে ধরে বলল, 'বিশ্বাস করুন, এ প্রশ্নের উত্তর আগে ডঃ অ্যান্ড্রিয়াডিসকেও আমি দিয়েছি। আর এটাও ঠিক যে ঐ জঘন্য অপরাধ যদি আমি সত্যিই করে থাকি তাহলে তার পরিস্থিতিকে আমি কোনমতেই এড়াতে চাই না। এটা এমনই একটা কাজ যা আমার পক্ষে কোনমতেই করা সম্ভব নয়। আর যদি করেই থাকি তবে তা হয়েছে এমন কোনও অশুভ শক্তির বা অস্তিত্বের প্রভাবে যা আমার ওপর ভর করেছিল। তবে অপরাধ করে থাকলে শাস্তি আমার অবশ্যই পেতে হবে আর সেজন্য মানসিক দিক থেকেও আমি প্রস্তুত আছি।'

'আপনার এই মাথা ঘুরে পড়ে জ্ঞান হারানো কতদিন হল শুরু হয়েছে?' মিঃ লাইকনেস তাঁর মক্কেলের মুঠো থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন। সলিসিটর তাঁর হাত সরিয়ে নিতে উইলকিনস হয়ত আহত হল, বিষণ্নস্বরে সে বলল।

'তা তিন চার বছর ত বটেই।'

'এখন এটা আগের চাইতে ঘন ঘন হচ্ছে,' মিঃ লাইকনেস বললেন।

'তাই ত মনে হয়,' উদাস গলায় সায় দিল জন উইলকিনস।

'আর এই রোগের চিকিৎসা করাতেই আপনি ডঃ গ্রেনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন' মিঃ লাইকনেস বললেন, 'আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে আমরা ওঁকে ডাকছি।'

'সে কি!' উইলকিনস শিউরে উঠে বলল, 'উনি একজন অতি জঘন্য প্রকৃতির লোক!'

'কিন্তু ওঁর সাক্ষ্য হয়ত কাজে লাগবে,' মিঃ লাইকনেস বললেন, 'এবার আপনার বিয়ের প্রসঙ্গে আমি কয়েকটা কথা বলব। জানি এটা খুব সূক্ষ্ম, গোপন ও অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়, কিন্তু অ্যান্ড্রিয়াডিসের সঙ্গে যখন আপনি খোলাখুলি ভাবে কথা বলেছেন তখন এ সম্পর্কে আমার প্রশ্ন শুনলেও আপনি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না। আপনার বিয়েটা সুখের হয়নি।'

তাঁর এই মন্তব্য শুনেই উইলকিনসের মুখের ভাব গেল পাল্টে, ছেলেমানুষের মত অবুঝ দেখাতে লাগল তার চোখ মুখ, সেইরকম ছেলেমানুষী গলায় সে বলে উঠল, 'জানি না। মের জন্য আমি একটা সুন্দর ঘর গড়েছিলাম, যেমনটা ও চেয়েছিল, আর সেই ঘর গড়ার জন্যই ত আমার চাকরীতে এই উন্নতি হল—'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি সেকথা বলছিনা,' মিঃ লাইকনেস বললেন, 'আসলে আমি এটাই বলতে চাই যে পরস্পরের অন্তরে ভাবাবেগ বা ভাব ভালবাসা, সুখ-দুঃখের অনুভূতি, এসব উপলব্ধি করার ক্ষমতাই আপনাদের দুজনের নেই।

আগের মতই অবুঝ ছেলেমানুষী গলায় উইলকিনস বলল, 'মের আদৌ কোনও ভাবাবেগের চাহিদা আছে বলে আমার জানা নেই।'

ঘরে ফিরে সেই এক ব্যাপার, সলিসিটর মিঃ লাইকনেস নিজের মনে বলে উঠলেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অন্ততঃ একজনের যদি সহ্যক্ষমতা থাকত যদি অপরজনের মানসিকতা উপলব্ধি করার ক্ষমতা তার থাকত তাহলে এতবড় ঘটনা কখনোই ঘটত না এদের জীবনে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল যারা খুনখারাপির মত হিংসাত্মক অপরাধ করে তাদের ভেতর ধৈর্য বা সহানশীলতার মত গুণ বড় একটা দেখা যায় না।

'সম্ভবতঃ আপনার স্ত্রীকেও সাক্ষ্য দিতে আমরা ডাকব,' মিঃ লাইকনেস বললেন, 'হোটেল থেকে বেরোনোর এবং ফিরে আসা এই সময় সম্পর্কে ওঁর সাক্ষ্য হয়ত গুরুত্ব-পূর্ণ হতে পারে।'

'ঠিক আছে,' উইলকিনস এমন ভাবে মন্তব্য করল যেন এ সম্পর্কে ওর কোনও কৌতূহল নেই।

'কিন্তু কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর পর সরকারী উকিল ওঁকে জেরা করবেন।' মিঃ লাইকনেস বললেন, 'উনি পুলিশের কাছে একরকম বিবৃতি দিয়েছেন, আর ওরা ওঁকে সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ না করলেও জেরার সময় ওরা হয়ত কিছু কিছু সত্য চাপা দেয়ার চেষ্টা করবে—'

'মেকে আমি ঘেন্না করি,' উইলকিনস জোর গলায় বলে উঠল, 'ডঃ অ্যান্ড্রিয়াডিস-কেও জানিয়েছি যে আমি মেকে ভয়ানক ঘেন্না করি। যে ভাবে ও টোস্টে মার্মালেড মাখিয়ে চিবোয়, যেভাবে নিজের ঘরবাড়ি নিয়ে ও গর্ববোধ করে সেগুলো আমি মোটেও বরদাস্ত করতে পারি না। ওর হাজার রকম খুঁত আছে, কত আর বলব!'

মিঃ লাইকনেস চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করলেন, কিন্তু জন উইলকিনের মুখ থেকে আর কোনও প্রয়োজনীয় তথ্য বের করতে পারলেন না তিনি।

তুমি কোথায় বেরোচ্ছ ?' মিসেস উইলকিনস তাঁর সেরা কালো কোটটা গায়ে চাপিয়ে বেরোচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় ড্যান হানটন প্রশ্নটা করলেন তাঁকে।

'আমি একটু বেরোচ্ছি,' ভাইয়ের দিকে একপলক তাকিয়ে উত্তর দিলেন মিসেস উইলকিনস।

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি সোনা।' ড্যান হানটন বোনকে বললেন, 'কিন্তু এত সাজগোজ করে চলেছো কোথায় ?'

'যাচ্ছি একটু মের কাছে,' মিসেস উইলকিনস জবাব দিলেন। 'আমি চিঠি লিখে মেকে আগেই জানিয়েছি যে আজ ওদের ফ্ল্যাটে যাব।' বোনের কথা শুনে ড্যান হানটন কিছুটা হকচকিয়ে গেল কারণ তাঁর ভাগ্নে জন মেকে বিয়ে করার পর মিসেস উইলকিনস আজ পর্যন্ত একবারও তাদের ফ্ল্যাটে যায়নি।

উইন্ডভার ক্লোজে ছেলের ফ্ল্যাটের কলিংবেল টেপার পর ভেতর থেকে মে নিজেই দরজা খুলে দিল, শাশুড়ীকে ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে বসাল মে। চারপাশে চোখ বুলিয়ে মিসেস উইলকিনস দেখতে পেলেন ফ্ল্যাটের কোথাও একটুও ধুলো পড়ে নেই, সবকিছু পরিপাটিভাবে সাজানো, টেবল চেয়ারের পালিশও ঝকঝক করছে। মুখ ফুটে না বললেও ভেতরে ভেতরে মের রুচির প্রশংসা করতে বাধ্য হলেন তিনি।

মে ট্রেতে করে চা আর বিস্কুট নিয়ে এসে রাখল তাঁর সামনে। মিসেস উইলকিনস চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, 'তোমার হয়ত কোথাও যাবার কথা ছিল, আমি এসে তাতে ব্যাগড়া দিলাম।

'হ্যা, ঠিকই বলেছেন,' সে তাঁর কথায় সায় দিয়ে বলল, 'আমাদের স্থানীয় মহিলা সমিতির মিটিং ছিল কিন্তু সদস্য হয়েও, আমার তাতে যোগ দেবার উপায় নেই।'

'কেন ?'

'কারণ এসব মিটিংয়ে একজন খুনীর বৌ যোগ দিক এটা ওদের ইচ্ছে নয়।' সে চাঁছাছোলা গলায় জবাব দিল।

'এরকম একটা কথা তুমি আমার সামনে বললে কি করে, মে ?' মিসেস উইলকিণস চায়ের খালি পেয়ালাটা সামান্য শব্দ করে নামিয়ে রেখে বললেন, 'তোমার দেখছি হৃদয় বা মন বলে কিছু নেই।'

আশেপাশের বাড়ির লোকজন, পড়শীরা সবসময় আড়চোখে আমার দিকে তাকাবে, আড়ালে যা তা বলবে আর এসব দেখেও আমি দেখব না, চুপ করে সব সয়ে যাব এটাই আপনি চান, তাই না ? মের গলায় বহুদিনের চাপা ক্ষোভ ফেটে বেরোল, 'ঘটনা যা ঘটেছে তার সবটাই সত্যি, আর আপনি নিজেও তা ভালমতই জানেন।'

'তুমি আমার ছেলের বৌ হবার উপযুক্ত নও।' মিসিস উইলকিনস দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, 'আমি তোমায় দেখতে এসেছি এতেই তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

'তাই নাকি ?' শাশুড়ীর কথা শুনে এক নিষ্ঠুর হাসি খেলে গেল মের পাতলা দুটি ঠোঁটে, আগের মতই আক্রোশভরা গলায় সে বলল, 'আপনি মাঝখানে না থাকলে আমি ঠিকই আপনার ছেলের উপযুক্ত স্ত্রী হতাম। যেদিন আমাদের বিয়ে হয়েছে সেদিন থেকে আপনি আমার পেছনে লেগেছেন। নিন, এতদিনে ঈশ্বর আপনার

নাবাসনা হয়ত পূরণ করবেন, আপনার ছেলে যে কাণ্ড বাঁধিয়েছে তাতে এবার হয়ত চিরদিনের মতই তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবেন। ছিঃ! য় ঘেন্নায় আমার নিজেরই আত্মহত্যা করার ইচ্ছে হচ্ছে। এরপর সবাই আমার কে আঙ্গুল দেখিয়ে বলবে এক যুবতীকে খুন করার অভিযোগে এর স্বামী জন লকিনসের ফাঁসী হয়েছে! হায় ঈশ্বর!

'খবরদার!' মিসেস উইলকিনস তাঁর ছেলের বৌকে ধমকে বললেন, 'এসব লক্ষুণে কথা আমায় শোনাচ্ছ তোমার সাহস ত কম নয়! আমার ছেলেকে যখন ঘেন্না তখন তার নাম নিচ্ছ কোন লজ্জায়? ভুলে যেয়োনা, ছেলের বৌ হলেও মার বাবা সেই চোরটা ছিল আমাদের বাগানের মালী, জেলখানা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বরবাড়ি। এত বড় বড় কথা তুমি মুখে আনছ কোন সাহসে?'

'যাক, আমি আপনার মত এক বজ্জাৎ বুড়ির সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাতে চাই না।' একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'এবারে সাফ সাফ বলুন কোন মতলবে আমার কাছে সছেন?'

'তুমি ত হাজতে জনকে একবারও দেখতে যাওনি মে।'

'না, সম্পর্কে স্বামী হলেও ওর ওপর এতটুকু দরদ আর আমার নেই।'

'মে, তুমি কি আদালতে ওর হয়ে সাক্ষ্য দেবে?' মিসেস উইলকিনস কিছুটা ম গলায় জানতে চাইলেন।

'ইচ্ছে ত আছে,' সে তার একগুঁয়ে সুর বজায় রেখে বলল, 'আমায় জেরা করলে মি সত্যি কথাটুকু জানিয়ে দেব।'

'হাজার হোক, জনতো তোমার স্বামী, তাকে বাঁচানোর জন্য সবদিক থেকে তোমার টা করা দরকার।'

'স্বামী?' মে আবার নিষ্ঠুর হাসি হাসল, 'একটু আগেই না বলছিলেন আমি স্ত্রী হবার উপযুক্ত নই? একটা মেয়ে যে আরেকজন পুরুষকে বিয়ে করবে বলে া দিয়েছে আবার ডুবে ডুবে এর তার সঙ্গে জল খাচ্ছে তার সঙ্গে গোপন সম্পর্ক তানো? আপনার ছেলে ছাড়াও ঐ মাগীর আরও কত ভাতার ছিল তার ঠিক ছে? এদিকে সবাই আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে যে নিজের স্বামীকে গলে রাখতে পারিনি। আমার শরীর ভীষণ ঠাণ্ডা তাই আমার স্বামীর স্বভাব গড়েছে। শুনুন, সাফ বলে রাখছি, এ মামলা মিটে গেলেই আপনার ছেলের ফাঁসী ব আর তারপরেই আমি আদালতে গিয়ে নিজের নামধাম সব পাল্টে ফেলব। রপর লণ্ডনের বাইরে কোথাও চাকরী নিয়ে যাব যেখানে কেউ আমায় চিনতে রবেনা, দেখে বলবে না, এই সেই মাগী যার স্বামী ব্রাইটনে সমুদ্রের ধারে আরেকটা য়েকে খুন করে ফাঁসী গিয়েছিল। ছেলেকে ত সাধ করে এতদিন স্টেক আর নীন পাই খাইয়েছেন, আর ওসব আমি তাকে খেতে দিইনা বলে আমায় খোঁটা চ্ছেন। আপনার সেই সোনার ছেলে কি করেছে তা একবার ভেবে দেখেছেন কি! মার জীবনটা সে নষ্ট করে দিয়েছে। এমন লোককে সাহায্য করার জন্য আপনি মায় অনুরোধ করতে এসেছেন? আপনার নিজের কি বিবেক বলে কিছুই নেই?

যান, এক্ষুনি এখান থেকে চলে যান, বিদেয় হোন আপনি, যে চুলো থেকে এসেছে সোজা সেই চুলোয় ফিরে যান আবার। আপনার ছেলেকে পারলেও আমি বাঁচাব না বরং জজ যাতে তার ফাঁসীর হুকুম দেন সেই চেষ্টাই করব!'

মিসেস উইলকিনসের মুখে আর কোনও কথা জোগাল না, ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখের জল মুছতে মুছতে তিনি বেরিয়ে এলেন তাঁর ছেলের বাড়ি থেকে, সো ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে। তাই ড্যান হানটন দোর গোড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন বোন ফিরে আসতে দেখে বললেন, 'ওপরে যাও, আমি এক্ষুণি গিয়ে চা করে খাওয়া তোমায়।'

'থাক ড্যান,' মিসেস উইলকিনস বললেন, 'মের ওখানে চা খেয়েছি আমি ভেতরে ঢুকে টুপি আর কোট খুলতে খুলতে তিনি বললেন, 'দু একদিন আগে তু একটা কথা বলেছিলে, এবার মনে হচ্ছে সেই পথেই আমাদের এগোতে হবে, ড্যা আমার একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ দরকার।'

নদীর ধারে সরু একফালি রাস্তা বড় স্ট্রীট, সেইখানে বাইশ নম্বর বাড়িতে ঢুকলেন জন উইলকিনসের মামা ড্যান হানটন। তেতলায় উঠতেই তাঁর চোখে প সুইং ডোরের গায়ে একফালি নেমপ্লেট। তাতে লেখা—'জর্জ এইচ স্পলা ডিটেকটিভ এজেন্সী। ডিভোর্স নিরুদ্দেশ ও অন্যান্য আইনঘটিত সমস্যার অ খরচে নিখুঁত সমাধান।'

সুইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই ড্যান দেখলেন সামনে একটি পার্টিশান দেয়া কামরায় সিড়িঙ্গে চেহারার একটি মেয়ে বসে টাইপ করছে। কার্ড দিতেই মেয়েটি ত নিয়ে এল পার্টিশানের ওপাশে, সেখানে গাঁটাগোট্টা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক বসেছিলে পরনে খাকি জ্যাকেট আর গলায় টাই দেখে ড্যান বুঝতে পারলেন ইনি এক আর্মিতে চাকরী করতেন এবং অফিসারের পদ মর্যাদায় এখন নিশ্চয়ই রিটায়ার করে আর তাই আয় বাড়াতে বেসরকারী গোয়েন্দা অফিস খুলে বসেছেন। ভদ্রলো সবকিছুই ভাল শুধু তাঁর চোখ দুটি বিশ্রীরকম ট্যারা, একটা চোখ লিভারপুলে আরেকটা প্যারিসে।

'স্যার,' টাইপিস্ট মেয়েটি ইশারায় ড্যানকে দেখিয়ে সেই ট্যারা চোখ ভদ্রলো বলল, 'ইনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।' কথা শেষ করে মেয়েটি ড্যান হানট কার্ড ভদ্রলোকের সামনে রাখল।

'মিঃ হ্যানটন ?' ট্যারা চোখ ভদ্রলোক কার্ডে নামটা পড়ে বললেন, ক্যাপ্টেন স্পলডিং। বলুন, কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি ?'

'বলছি,' ড্যান হ্যানটন পাশের খালি চেয়ারটি ইসারায় দেখিয়ে বললেন, পারি ?'

'নিশ্চয়ই,' ক্যাপ্টেন স্পলডিং ঠোঁট থেকে পাইপ নামিয়ে বললেন, 'দেখুন ত লজ্জার ব্যাপার! আপনি আমার মক্কেল, অথচ এতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে বসতেই কথা আমার মনেই পড়েনি।'

'আমি যে সমস্যায় পড়ে আপনার কাছে সাহায্যের আশায় ছুটে এসে এসেছি
া খুব গোপন,' ক্যাপ্টেন স্পলডিংয়ের মুখোমুখি খালি চেয়ারটায় বসে ড্যান হানটন
টা চুরুট ধরিয়ে বললেন।

'ব্যাপারটা কি মশাই?' ট্যারা চোখে ক্যাপ্টেন স্পলডিং তাঁর মক্কেলের মুখখানা
টয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'ডিভোর্সের মামলা নাকি?'

'আজ্ঞে না,' ড্যান হাসলেন, 'আমি কনফার্মড ব্যাচেলর।'

'তাহলে কি ব্ল্যাকমেল?' ক্যাপ্টেন স্পলডিং তাঁর পাইপের মুণ্ডুটা টেবিলে ঠুকতে
তে বললেন, 'নাকি কেউ নিখোঁজ হয়েছে? নাকি বুড়ো বয়সে কোনও বিবাহিতা
ুণীর প্রেমে পড়ে ফেঁসেছেন? বলে ফেলুন চটপট, লজ্জার কোনও কারণ নেই,
মাদের কাছে সবই সমান।'

'ওসব কিছু নয়,' ড্যান ঢোক গিলে গলা নামিয়ে বললেন, 'এটা খুনের মামলা।'

'খুন! সর্বনাশ!' ক্যাপ্টেন স্পলডিং শুনে ভয়ে আঁতকে উঠলেন, 'আমার মনে
চ্ছ মিঃ হানটন আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন। দুঃখিত, আমি এ ব্যাপারে আপনাকে
নিও সাহায্য করতে পারব না। আপনি যখন খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন
ন পুলিশের কাছে যাওয়া ছাড়া আপনার সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই।'

'ভুল করছেন, ক্যাপ্টেন,' ড্যান হ্যানটন বললেন, 'খুনের মামলায় আমি জড়াইনি,
ড়য়ে পড়েছে আমার আপন ভাগ্নে জন উইলকিনস। খবরের কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছেন
আগামী হপ্তায় লিউইস কোর্টে ওর মামলা শুরু হবে। আমি জানতে চাই এই
নের মামলার ব্যাপারে আপনি কোনওরকম তদন্তের দায়িত্ব নিতে পারবেন কিনা।'

'আগে সব খুলে বলুন?' ক্যাপ্টেন স্পলডিং তাঁর পাইপে তামাক ভরতে ভরতে
লেন, 'সব না শুনে আমি আগে থেকে কোনও প্রতিশ্রুতি দেব না।'

'আমার এই ভাগ্নে জনি ভিরমি খাবার রোগে প্রায়ই ভোগে। মাঝেমাঝেই যেখানে
খানে ও মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়, হুঁস হবার পর আগের ঘটনা অনেক
য় কিছুই ও মনে করতে পারে না। ওর মা আর আমি আমাদের দুজনেরই দৃঢ়
শ্বাস যে খুনটা ও করেনি, এ কাজ কখনোই ওর পক্ষে করা সম্ভব নয়। যেদিন
নের ঘটনা ঘটে সেদিন রাতে ও সাড়ে ছটা থেকে হোটেলে ফেরা পর্যন্ত সে কোথায়
ল কি করেছিল এসব কিছুই মনে করতে পারছে না। সরকার কোথা থেকে যেন এক
ক্ষী জুটিয়েছে, তার বক্তব্য হল, নির্দিষ্ট দিনে রাত বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট
গাদ জনিকে তারা সমুদ্রের ধারে হাঁটতে দেখেছে, হোটেলের পোর্টার জেরার উত্তরে
নিয়েছে যে ঐদিন জনি ঠিক রাত বারোটা বাজতে দশ মিনিটের সময় হোটেলে ফিরে
সেছিল। আবার ঐদিনই সন্ধ্যে নাগাদ কিভাবে যেন জনির দুহাতের কোনও একটির
ড়ো আঙ্গুল কিভাবে কেটে গিয়েছিল, তার ফলে ওর জামাকাপড়ে রক্ত লেগেছিল,
ন্তু সরকারী উকিল বলছেন এ রক্ত সেই মেয়েটির যে জনির হাতে খুন হয়েছে বলে
মাণ করার চেষ্টা চলছে। এখন জনির হাতের বুড়ো আঙ্গুল কোথায় কিভাবে কেটে
গয়েছিল তা যদি আমরা খুঁজে বের করতে পারি তাহলে তা ওর পক্ষে সহায়ক হবে।'

'সম্ভবতঃ তাই,' ক্যাপ্টেন স্পলডিং পাইপের তামাকে আগুন ছুঁইয়ে বললেন, 'ও

সেদিন কোথায় গিয়েছিল বলে আপনার মনে হয় ?'

'আমাদের সলিসিটর নিজে লোক লাগিয়ে জানতে পেরেছেন ঐদিন রাত নটা নাগ জনকে ব্রাইটনে সমুদ্রের কাছেই টল গেট নামে একটা পাবে দেখা গিয়েছিল, যদিও এ তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য নয়। তাছাড়া আর কিছু উনি এখন জানতে পারেন নি এই নিন জনির ফটো,' কথা শেষ করে ড্যান হ্যানটন একটি সাদা খাম রাখলেন ক্যাপ্টে স্পলডিংয়ের সামনে।

'বাঃ, আপনার ভাগ্নেকে দেখতে বেশ, আগে মিলিটারীতে ছিল নিশ্চয়ই ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' ড্যান বললেন, 'আর্মি থেকে ছাড়া পেয়েই ও এই চাকরীতে ঢুকেছিল।

'চুলের ছাঁট দেখেই আমার সন্দেহ হল তাই জানতে চাইলাম,' ক্যাপ্টেন স্পলডি বললেন, 'তা ভাগ্নেটি ত বিবাহিত, তাই না ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

জন উইলকিনসের ফটোটা খামসমেত টেবিলের ড্রয়ারে রেখে ক্যাপ্টেন স্পলডি বললেন, 'বলুন আর কি বলতে চান ?'

'শুধু একটা কথা,' ড্যান হ্যানটন দ্বিধাজড়ানো গলায় বললেন, 'এমন একটা জঘ অপরাধ কে করতে পারে বলে আপনার ধারণা ?'

'আমার মতে এ নির্ঘাৎ কোনও যৌনোন্মাদের কাজ,' ক্যাপ্টেন স্পলডিং ঠোঁট উ তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'আইনের পরিভাষায় যাদের বলা হয় সেক্স ম্যানিয়াক আসল অপরাধী ধরা পড়লে হয়ত দেখা যাবে যে মেয়েটি খুন হয়েছে তাকে সে চিন না এমন কি আগে কখনও দেখেনি।'

'আরেকটা কথা, আপনার পারিশ্রমিক কত ?'

'দিনে সাত পাউন্ড,' ক্যাপ্টেন স্পলডিং বললেন, তবে আপনার ভাগ্নে যখন আ আর্মিতে ছিল আর আমিও একজন রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার তখন ওর বেলায় তদন্তে প্রয়োজনে যাতায়াত বা গাড়ি ভাড়া বাবদ বাড়তি কোনও খরচ আমি দাবী করব না, সাত পাউন্ডের মধ্যেই সেটা ম্যানেজ করে নেব। অবশ্য কে কখন কোথায় কি খরচ হ সে রিপোর্ট আমি প্রত্যেক হপ্তায় আপনাকে দেব।'

'তা ক্যাপ্টেন,' ড্যান হ্যানটন হাসি মুখে বললেন, 'আপনি নিজেই কি এই তদন্তে কাজটা সারবেন ?'

'আমি ?' ক্যাপ্টেন স্পলডিং একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দিলেন, 'না মশাই, আ তদন্তে নামলে এই অফিস চালাবে কে, অন্যান্য কাজকারবার দেখাশোনাই বা করবে কে চিন্তা করবেন না, আমার সেরা গোয়েন্দাকে আমি এই তদন্তের কাজে আজই লাগি দেব, ব্যাটা আগে ছিল খবরের কাগজের ফিল্ম রিপোর্টার, স্টুডিও পাড়ায় কেচ্ছ কেলেঙ্কারী সব বড় নামী স্টারদের পেট থেকে টেনে বের করতে, রিটায়ার করে এখ গোয়েন্দাগিরিতে নেমেছে, ও রোজ আমাকে ওর কাজের রিপোর্ট দেবে। হ্যাঁ ল্যাম্বি ছাড়া আর কারও পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়, ওই হল একমাত্র উপযুক্ত লোক এবার আরও কিছু খবর আমার জানা দরকার, আপনি সেগুলো আমায় বলুন দেখি।'

ড্যান হানটন এবারে কৌতূহল হয়ে সামনে টেবীলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

পরের হপ্তায় নির্দিষ্ট তারিখে লিউইসের বড় আদালতে জন উইলকিনসের মামলা শুরু হল। আদালতে জজের সামনে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার ব্যক্তিত্ব আরোপ করে সওয়ালের নামে নিজের বিদ্যেবুদ্ধি জাহির করার দিকে এখন আর নেই। বরং বর্তমানে এই সাম্যের যুগে দেখা যায় যেসব সাক্ষী সরকারী উকিলের জেরার স্টীম-রোলারে পিষে যান বিচারক রায় লেখার আগে তাঁরাই জুরীদের সহানুভূতি সবচাইতে বেশী অর্জন করেন। জন উইলকিনসের এই মামলায় সরকারী উকিলের দায়িত্ব পেয়েছেন জেমস হেলি যাঁর হিমশীতল নিষ্ঠুর দু'চোখের চাউনীর সামনে অনেক কুখ্যাত অপরাধীই দাঁড়াতে পারে না, তাদের সব সামাজিক প্রতিরোধ তাঁর অকাট্য যুক্তির কাছে খানখান হয়ে যায়। আবার অন্যদিকে সাক্ষীদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত সহানুভূতিপরায়ণ হিসেবে সুনামও তিনি কম কুড়োন নি। গত কয়েক বছরে ব্রিটিশ বেতার ও টিভিতে আইন বিষয়ক একাধিক অনুষ্ঠানে জেমস হেলি অংশ নিয়েছেন কাজেই সেদিক থেকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছেই তিনি একজন বিখ্যাত মানুষ।

সরকারী উকিল জেমস হেলিকে দেখতে মোটাসোটা, তাঁর মুখখানা লাল টুকটুকে, কিছুটা খোশমেজাজেই তিনি তাঁর সওয়াল শুরু করলেন। গোড়ায় তাঁর বক্তব্য শুনে আদালতে উপস্থিত সবার মনে এই ধারণাই হল যে প্রকৃতির স্বাভাবিক তাড়নাতেই হল উইলকিনস সেই অভিশপ্ত সোমবার সন্ধ্যের পর হিংস্র নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শীলা স্টলের ওপর, নিজের জৈব কামনা পূরণে ব্যর্থ হয়ে জন শেষকালে খুন করে শীলাকে। সওয়াল করতে গিয়ে জেমস হেলি এও বললেন যে মানুষ যতই হিংস্র হয়ে উঠুক না কেন, তার হিংস্রতা দমন করতে আর তার অপরাধের যথার্থ শাস্তিবিধানের জন্য আইন ও চালু আছে সমাজে। জেমস হেলির বাগ্মিতা গোড়াতেই জুরিদের যথেষ্ট প্রভাবিত করে ফেলল বললে ভুল বলা হবে না।

'সেদিন তারিখটা ছিল চৌঠা জুন,' জেমস হেলি বলতে লাগলেন, 'কিন্তু জন উইলকিনস সেদিন যা করেছিল সেই প্রসঙ্গে আসার আগে আসুন আমরা ঘটনাস্থলের পুরো পারিপার্শ্বিকতাটুকু একবার খুঁটিয়ে দেখে নিই। ব্রাইটনের সমুদ্রোপকূল বা বা স্বাস্থ্য পরিবর্তনের পক্ষে এক অতি আদর্শ স্থান তা নিশ্চয়ই আপনাদের নতুন করে বলার দরকার নেই, শহরের সব কোলাহল থেকে বহুদূরে অবস্থিত এই নির্জন স্থানে নিহত শীলা মর্টন তার অসুস্থ বাবাকে নিয়ে গিয়েছিলেন স্বাস্থ্যোদ্ধার ও বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে। বেড়াতে এসেও অনেকসময় পরিচিত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা হয় তারপর বিভিন্ন পার্টি এবং সামাজিকতা রক্ষার তাগিদে বায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারটাই হয়ে দাঁড়ায় গৌণ।

এইসব প্রশ্ন নিহত মিস শীলা মর্টনের মনেও উঁকি দিয়েছিল আর তাই তিনি তাঁর অসুস্থ বাবাকে নিয়ে উঠেছিলেন ব্রাইটনের অভিজাত ও ব্যয়বহুল ল্যাংল্যান্ড হোটেলে যাতে বাইরের কোলাহল তাঁর বাবার বিশ্রাম গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়।

১লা জ্বন শ্বক্রবার দিন তাঁরা ঐ হোটেলে ওঠেন, সেদিন রাতেই মিস মর্টন তাঁর বাবাকে নিয়ে কাছেই একটি জলসায় গানের আসরে গিয়েছিলেন। পরদিন শনিবার সকালে তাঁরা সম্বদ্রের ধারে জেটিতে বেড়াতে যান আর বিকেলে কাছেই কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমে স্থান পরিবর্তন তারপর এত ঘোরাঘ্বরির ধকল অসুস্থ মিঃ মর্টন সহ্য করতে পারেন নি, শনিবার বিকেলেই তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়। স্থানীয় চিকিৎসক ডঃ বারোজ মিঃ মর্টনকে সুস্থ করে তোলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর অসুস্থতা বেশ কিছ্বদিন বজায় ছিল। এখন, আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে মিঃ মর্টন আবার সেরে উঠেছেন, তাঁর হার্টের বিপজ্জনক অবস্থাটি কেটে গেছে।' একসঙ্গে এতগ্বলো কথা বলে জজ আর জ্বরীদের দিকে তাকিয়ে জেমস হোলি ম্বচকি হাসলেন।

এরপর রবিবার সকালবেলা মিস মর্টন খ্বড়তুতো ভাই বিল লোনারগানকে টেলিগ্রাম ডাকিয়ে আনেন হোটেলে। বাবার হার্ট অ্যাটাক করতেই মিস মর্টন ধরেই নেন যে তিনি আর বাঁচবেন না আর বিশেষ বিভুঁইয়ে হঠাৎ কিছ্ব ঘটে গেলে সেই ঝামেলা তিনি একা সামলাতে পারবেন না। এছাড়া মিস মর্টন লেসলি জ্যাকসনকে ও টেলিফোনে সব জানান এবং তাকেও ব্রাইটনে সেদিনই চলে আসতে অন্বরোধ জানান। প্রসঙ্গ এনে মনে রাখবেন খ্বন হবার কিছ্বদিন অগে এই লেসলি জ্যাকসনের সঙ্গে তাঁর এনগেজমেন্ট হয়েছিল।'

মিস মর্টনের খ্বড়তুতো ভাই উইলিয়াম লোনারগান পেপার এঞ্জিনীয়ার সোমবার সকালেই তিনি এসে পেঁছান ব্রাইটন, সেদিন বিকেলেই এসে হাজির হন মিস মর্টনের ভাবী স্বামী মিঃ লেসলি জ্যাকসন। পাছে মিস মর্টনের ওপর বেশী চাপ পড়ে এই ভেবে ডঃ বারোজ অসুস্থ মিঃ মর্টনের জন্য একজন নার্সের ব্যবস্থাও করেন, যাঁর ওপর শ্বধ্ব রাতের বেলা অসুস্থ রোগীকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি। নার্স এসে পেঁছোনোর পর সেদিন রাত দশটার কিছ্ব পরে শীলা মর্টন কিছ্বক্ষণের জন্য বেড়াতে বেরোন। কিন্তু দেখতে দেখতে বহ্ব সময় কেটে যায়। কিন্তু তিনি আর ফেরেন না। মিস মর্টন ফিরে না আসায় তাঁর অসুস্থ বাবা। ভাবী স্বামী আর খ্বড়তুতো ভাই তিনজনেই পড়ে যান মহা দ্বশ্চিন্তায়। রাত পৌণে এগারোটা নাগাদ মিঃ জ্যাকসন আর থামতে না পেরে মিস মর্টনকে খ্বঁজতে রওনা হন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি পশ্চিম দিকের জেটি পর্যন্ত যান কিন্তু কোথাও তাঁর ভাবী স্ত্রীর হদিশ না পেয়ে রাত এগারোটা নাগাদ আবার ফিরে আসেন হোটেলে। মিস মর্টনের খ্বড়তুতো ভাই মিঃ লোনারগান অন্য জায়গায় উঠেছিলেন, তিনি ঐসময় সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন। কাজেই মিঃ জ্যাকসন মিস মর্টনকে একাই খ্বঁজতে বেরিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গী কেউ হন নি।

এখন প্রশ্ন হল, বেড়াতে বেরোনোর পর মিস শীলা মর্টনের কি হল? তদন্ত করতে গিয়ে জানা গেছে হোটেল ছেড়ে বেরোনোর পর আর কেউ তাঁকে দেখেনি। আমরা এও জেনেছি যে ঐদিন রাত সোয়া বারোটা নাগাদ সিডনি পিটার্স নামে এক য্বক আর তার প্রণয়িণী থেলমা ওয়েন প্যালেস জেটির কাছে সম্বদ্রের ধারে বাল্বর ওপর

মিস মর্টনের রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে পায়, কোনও ভোঁতা অস্ত্রের আঘাতে তাঁর মাথা ফেটে চৌচির হয়েছিল। মিস মর্টনের পরণের জামাকাপড় ছিঁড়ে গিয়েছিল যা ধস্তাধস্তির সাক্ষ্য বহন করছিল, এছাড়া তাঁর দুই পায়ে এবং উরুর সন্ধিস্থলে নখের আঁচড়ের দাগও পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব দেখে বোঝাই যায় যে অপরাধী তাঁকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিল কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তার সে বাসনা পূর্ণ হয়নি। কিন্তু খুবেই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে পুলিশ অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেই অস্ত্রটির হদিশ পায়নি যার সাহায্যে খুনী মিস মর্টনের প্রাণনাশ ঘটিয়েছিল। ব্রাইটনে সমুদ্রের ধারে বড় বড় অনেক পাথরের চাঁই পড়ে থাকতে দেখা যায়, এমনও হতে পারে যে অপরাধী ঐরকম একটি পাথরের চাঁইকেই খুনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। মিস মর্টনের মৃতদেহ পোস্টমর্টেম করার সময় বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা খুনের যথাযথ সময় কি ছিল তা বের করতে পারেন নি। শুধু রিপোর্টে তাঁরা এটুকু উল্লেখ করেছেন যে রাত সাড়ে দশটা থেকে বারোটার মধ্যে তার জীবননাশ ঘটেছে।

সরকারি উকিল মিঃ জেমস হেনির সওয়াল হয়ত একঘেয়ে ঠেকছিল তাই জজ মিঃ মোরল্যাণ্ড কিছুটা অন্যমনস্কভাবে তাঁর কালো চামড়ায় বাঁধানো নোট বইয়ের মলাটের ওপর ডানহাতের তর্জনী দিয়ে মৃদু টোকা মারতে লাগলেন, আসামী পক্ষের উকিল ম্যাপলাস নিউটন হাত দিয়ে মুখ আড়াল করে পরপর কয়েকবার হাই তুললেন। তাঁর সামনে বসে সলিসিটর মিঃ লাইকনেস নাক খুঁটতে খুঁটতে মামলার ব্রীফগুলোয় চোখ বোলাতে লাগলেন।

'পরদিন ছিল ৫ই জুন, মঙ্গলবার।' সরকারী উকিল আবার তাঁর সওয়ালের খেই ধরলেন, 'সেদিন দুপুরে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর কেনিং প্রিন্স রিজেন্ট হোটেলে গিয়ে আসামী জন উইলকিনসকে জেরা করেছিলেন। কেনিংয়ের বক্তব্য থেকে আপনারা জানতে পারবেন যে উইলকিনসকে সেই সময় ভয়ানক বিচলিত এবং মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল। ৫ই জুন সকালবেলা আসামী জন উইলকিনস ল্যাংল্যাণ্ড হোটেলে একবার এসেছিল আর তখনই জানতে পারে যে মিস শীলা মর্টন খুন হয়েছেন। প্রাথমিক জেরার সময় জন উইলকিনস বারবার ইন্সপেক্টর কেনিংকে অনুরোধ করছিল যাতে মিস মর্টনের খুন হবার খবর তিনি তাঁর স্ত্রীকে না জানান।

ইন্সপেক্টর কেনিং জন উইলকিনসকে প্রশ্ন করেছিলেন যে সে এ ব্যাপারে কোনও সাহায্য করতে পারে কিনা। উত্তরে উইলকিনস বলেছিল, 'আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করব বলুন? গতরাতে আমি কোথায় ছিলাম তার কিছুই আমার মনে পড়ছে না।'

তার সাথে কথা বলার সময় হঠাৎ ইন্সপেক্টর কেনিং দেখতে পান ঘরের মাঝখানে একটি চেয়ারের ওপর একখানা জ্যাকেট ঝুলছে আর তার হাতায় কয়েকটি কালো রঙের ছোপ লেগেছে। ঐ কালো রঙের ছোপ কিভাবে লাগল তা তিনি জানতে চান, উত্তরে জন উইলকিনস বলে 'গতকাল রাতে আমার ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা কেটে গিয়েছিল তখনই হয়ত রক্তের দাগ লেগে থাকবে।' পরে ঐ দিনই ডিটেকটিভ

ইন্সপেক্টর কেনিং মিস শীলা মর্টনের খুনী সন্দেহে জন উইলকিনসকে গ্রেপ্তার করেন আর সেই সময় সে এমন একটি মন্তব্য করেছিল যা এই মামলার প্রসঙ্গে রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ। সে বলেছিল, 'আমি শীলাকে সত্যিই ভালবাসতাম। মানসিকভাবে সুস্থ থাকলে আমি কখনোই তাকে আঘাত দিতাম না।'

'এবার আমি আপনাদের আবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে আসামী জন উইলকিনসই মিস শীলা মর্টনকে নৃশংসভাবে খুন করেছে। খুনের কারণ আর কিছুই নয়, আসামী বিবাহিত হয়েও মিস মর্টনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিল কিন্তু মিস মর্টন তার সে বাসনা পূরণ করেন নি। প্রথমে টেনিস ক্লাবেই মিস মর্টন আসামী জন উইলকিনসকে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়েও আসামী তাকে পাবার আশা বিসর্জন দেয়নি সে। এর পরেও তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। এর কিছুদিন পরে আসামী জানতে পারে যে অসুস্থ পিতাকে নিয়ে মিস মর্টন ব্রাইটনে বেড়াতে যাচ্ছেন। খবরটা শুনে সে উল্লসিত হয়ে ওঠে এবং সে নিজেও অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ব্রাইটনে যাবার জন্য তৈরী হয় আর তার স্ত্রীকেও এ ব্যাপার রাজী করায়। তারপর ব্রাইটনে চৌঠা জুন তারিখে সন্ধের পর আসামী জানতে পারে যে মিস মর্টনের লেসলি জ্যাকসন নামে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে এনগেজমেণ্ট হয়েছে। শীগগিরই তারা বিয়ে করবেন। আসামী এই খবর শুনে কতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল তা সাক্ষীদের মুখ থেকে আপনারা জানতে পারবেন। ঐদিন মিঃ লোনারগানের সঙ্গে স্থানীয় একটি পাবে মদ্যপান করার সময় আসামী একথা স্বীকার করে যে স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল ছিল না তাই নিহত মিস মর্টনের সঙ্গে তার গোপন প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

শ্রদ্ধেয় বিচারক ও মাননীয় জুরীবৃন্দ, আমি আবার বলছি মিস মর্টনের প্রত্যাখান এবং তাকে না পাবার হতাশা ও অতৃপ্তিই জন উইলকিনসকে এই খুনের মোটিভ জুগিয়েছে। জানি না আমার মাননীয় বন্ধু আসামী পক্ষের উকিল সওয়াল করতে গিয়ে একথা বলবেন কিনা যে মিস মর্টন সমুদ্রের ধারে কোনও যৌনোন্মাদের হাতে খুন হয়েছেন যে তাঁকে একা পেয়ে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিল। যদি আমার মাননীয় বন্ধু সে ইঙ্গিত করতে প্রয়াসী হন তাহলে বুঝব তিনি এই আদালতে গোয়েন্দা গল্প ফাঁদতে চাইছেন। আপনারা মনে রাখবেন যে নিহত মিস শীলা মর্টন ছিলেন এক সচ্চরিত্র যুবতী এবং সর্বার্থে কুমারী।

পরিস্থিতি বিচার করলে আপনারা দেখতে পাবেন মিস মর্টনকে খুন করার সুযোগই আসামী জন উইলকিনসের হাতে এসেছিল। সন্ধে সময়টুকুর মধ্যে সে কোথায় কি করে বেড়িয়েছে তা এখনও আমরা জানতে পারিনি। শুধু এইটুকু জেনেছি যে ঐদিন রাত নটায় তাকে টল গেট নামে একটি পাব-এ দেখা গিয়েছিল। আমরা জনৈক সাক্ষীর কাছ থেকে এও জেনেছি যে ঐদিন রাত বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট নাগাদ সমুদ্রের ধারে বাঁধানো রাস্তায় জন উইলকিনসকে হাঁটতে দেখা গিয়েছিল, সাক্ষী তাকে দেখে ভয় পেয়েছিল কারণ তার হাঁটাচলা, ভাবভঙ্গী ঐ সময় স্বাভাবিক ছিল না তারপর রাত বারোটা বাজতে দশ মিনিটের সময় প্রিন্স রিজেন্ট হোটেলের পোর্টার জন

উইলকিনসকে ফিরে আসতে দেখে, সেও জানিয়েছে যে ঐ সময় তার হাঁটাচলা তাকানো এসব অস্বাভাবিক ঠেকছিল।

এবার আসছি রক্তের প্রসঙ্গে। আসামী জন উইলকিনসের জ্যাকেটের হাতায় শুধু নয়, সেই সঙ্গে তার ট্রাউজার্সেও রক্তের দাগ লেগেছিল। আসামীর রক্ত ও গ্রুপের, আর ঘটনাক্রমে নিহত মিস মর্টনের দেহের রক্তও ছিল ও গ্রুপের, কাজেই এ থেকে কোনও স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয়। উইলকিনস জেরার জবাবে পুলিশকে জানিয়েছে যে ডানহাতের বুড়ো আঙুল কেটে যাবার ফলে তার জ্যাকেটের হাতায় রক্ত লেগেছিল। কিন্তু প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞের মতামত হল যে বুড়ো আঙুল সামান্য কেটে যাবার ফলে এমন রক্তপাত কখনোই হয়না যাতে জ্যাকেটের হাতা আর ট্রাউজার্সে রক্তের ছোপ লাগতে পারে। ফরেনসিক ল্যাবরেটরীতে আসামীর জ্যাকেট ও ট্রাউজার্সের রক্তের দাগের ওপর বেঞ্জিডাইন পরীক্ষাও চালানো হয়েছে আর পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। এবার আসামী গ্রেপ্তার হবার সময় যে মন্তব্য করেছিল তা দয়া করে আপনারা আবার স্মরণ করুন, সে বলেছিল, "আমি শীলাকে সত্যিই ভালবাসতাম। মানসিকভাবে সুস্থ থাকলে আমি কখনোই তাকে আঘাত দিতাম না।"

আমার মনে হয় আসামীর এই উক্তি, এই মামলার প্রসঙ্গের খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, এবং সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হলে আপনারা এ সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন যে আসামী জন উইলকিনস শীলার কাছে বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে সমুদ্রের ধারে নির্জন পথের ওপর তাকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিল কিন্তু বাধা পাবার ফলে সে তার ঐ জঘন্য বাসনা পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। তাই তাকে নৃশংসভাবে খুন করে সে নিজের অন্তরের জ্বালা মিটিয়েছে। আমরা জানি মানুষ তার সবচাইতে প্রিয় বস্তুটিকেই নিজের হাতে ধ্বংস বা হত্যা করে, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে। জন উইলকিনস শীলা মর্টনকে ভালবাসত, তার প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে না পেরে শেষকালে সে তাঁকে খুন করেছে। এটুকু বলেই এখনকার মত আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

দুপুর একটা বাজতেই জজ মোরল্যাণ্ড লাঞ্চের বিরতি ঘোষণা করে উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে। সলিসিটর মিঃ লাইকনেস রবিন পিংকনি নামে তাঁর এক উকিল বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আদালতের কাছেই একটি পাব-এ গিয়ে ঢুকলেন। জজ মোরল্যাণ্ডের ঠিক উল্টোদিকের আদালতে জালিয়াতির মামলা চলছে, সেই মামলায় রবিন পিংকনি হেরে ভূত হয়ে গেছেন।

'আপনার ঐ খুনের মামলাটা কেমন দাঁড়াল?' বীয়ারে চুমুক দিয়ে রবিন পিংকনি জানতে চাইলেন।

'এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা যাবেনা।' পটেটো চিপস আর ভিনিগারে ভেজানো পেঁয়াজের টুকরো মুখে পুরে মিঃ লাইকনেস বললেন, 'তাছাড়া মামলাটাও খুব জোরালো নয়। ডাক্তারদের কাঠগড়ায় তুলে নিউটন কতটা নাজেহাল করতে পারে তার ওপরেই ফলাফল অনেকখানি নির্ভর করছে। নতুন ফরেনসিক ল্যাবরেটরীতে রিচি নামে এক ডাক্তার আছে, জানেন নিশ্চয়ই? সাংঘাতিক মাল একখানা, ভাঙ্গে ত

মচকায়না। আমার সঙ্গে আগেও একবার ওর মোকাবিলা হয়েছে। আসলে সব কিছুই পারিপার্শ্বিকতা ভিত্তিক, তা তো জানেন।'

সার্কমস্ট্যান্সসিয়াল এভিডেনস বিচার করে জুরীরা কিন্তু আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন, 'রবিন পিংকনি বললেন।

'নিশ্চয়ই,' মিঃ লাইকনেস জোরগলায় সায় দিয়েই প্রসঙ্গ পাল্টালেন, 'গত উইক এণ্ডে ক্লাবে এলেন না কেন বলুনতো? অনেকক্ষণ বসেছিলাম আপনার আশায়।' মিঃ লাইকনেস আর রবিন পিংকনি দুজনে একই গলফ ক্লাবের সদস্য।

'যে মামলাটায় আজ লাঞ্চের আগে হারলাম,' রবিন পিংকনি ঢোক গিলে বললেন, 'তার কাগজপত্র দেখছিলাম তাই দেরী হয়ে গেল। তাছাড়া কয়েকজন মক্কেলও এসে গেল তাই···। আমরা তো আপনার মত সলিসিটর নই বন্ধু। নেহাৎই ভেতো উকিল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়।'

মিঃ লাইকনেস কোনও মন্তব্য করলেন না। হাতের কাঁটা চামচ, ছুরি, লবণ আর গোলমরিচের পাত্রের সাহায্যে বোঝাতে লাগলেন গত উইক এণ্ডে গলফ খেলতে গিয়ে কিভাবে কয়েকটা মোক্ষম মার খেয়েছিলেন তিনি।

জন উইলকিনসের উকিল ম্যাগনাস নিউটন তাঁর জুনিয়ার চার্লস হুডনুটের সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছিলেন রেস্তোরাঁয়, হুডনুট আগে ছিল সৌখীন নৌকোচালক, ইউনিভার্সিটি ব্লু-এর সম্মানও সে অর্জন করেছিল নৌচালক প্রতিযোগিতায়।

'স্যার,' হুডনুট খাওয়া শেষ করে ন্যাপকিনে হাত মুখ মুছে বলল, 'আপনার কি মনে হয় জেমস হেলির সওয়াল জুরিদের মন সত্যই কাড়তে পেরেছে?'

'দ্যাখো বাপু,' ম্যাগনাস নিউটন তাঁর জুনিয়ারের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'জন উইলকিনস বিবাহিত জীবনে তার স্ত্রীর কাছ থেকে একদিনের জন্যও শান্তি পায়নি তা আমি যেমন জানি, তুমিও তেমনি জানো। এখন শুধু থিয়েটারী ঢংয়ে সওয়াল করলেইতো হবে না, আসামীকে এমনভাবে দোষী প্রমাণিত করতে হবে যা সবই মেনে নিতে বাধ্য হবে যে যুক্তি কেউই খণ্ডন করতে পারবে না।'

'যাই বলুন স্যার,' হুডনুট বলল, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস হেলির যুক্তিগুলো মোরল্যাণ্ডের তেমন বরদাস্ত হয়নি, বিচারক হিসেবে উনি খুবই নির্ভরযোগ্য এটা আমার ধারণা।'

জজ মোরল্যাণ্ড ঐ সময় তাঁর কামরায় বসে লাঞ্চ খাচ্ছিলেন। লাঞ্চ বলতে দু টুকরো মাখন ছাড়া কড়া করে সেঁকা টোস্ট, সবজীর স্যালাড, চিকেন স্যুপ আর একটি আপেল। খেতে খেতে তিনি মন দিয়ে অ্যারিস্টটলের 'এথিকস'-এর পাতায় চোখ বোলাচ্ছিলেন। কালো গাউন আর পরচুলা খুলে ফেলার পর তাঁকে এই মুহূর্তে একটা চাঁচাছোলা মূর্তির মত দেখাচ্ছে।

আদালতের লাগোয়া হাজতে বসে বিচারাধীন কয়েদী জন উইলকিনসও লাঞ্চ সেরে বসেছিল, কিন্তু চাপা মানসিক উত্তেজনার ফলে তার খাবার ইচ্ছেটাই চলে গিয়েছিল হঠাৎ খাওয়া থামিয়ে সে হাজতের ভেতর পায়চারি শুরু করল, এমন সময় তার চোখে পড়ল দরজার পাল্লার গায়ে কে যেন খড়ির হরফে লিখে রেখেছে : বিচারের সময়

আমি নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে ঘোষণা করছি, এবং আমাকে যদি দোষী সাব্যস্ত করা হয় তবে তা হবে নিষ্ঠুর অন্যায় ও অবিচারের এক চরম উদাহরণ।' তার নীচেই লেখা আছে, 'আদালতের হাজতে বসেও মিথ্যে বলতে লজ্জা হচ্ছে না, মামনির ছেলে।' জন উইলকিনস নিজের মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, দুটি মন্তব্য যে তার আগে যারা এই হাজতে ছিল তাদের কারও লেখা সে বিষয়ে তার মনে কোনও সন্দেহ রইল না।

খুবই আশ্চর্যজনক ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে শীলা খুন হবার পর থেকে তার বাবা মিঃ মর্টনের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটতে শুরু করেছে, বিচার দেখতে তিনিও আজ লিউইস আদালতে, ভাইপো বিল লোনারগানও এসেছে তাঁর সঙ্গে। আদালতের সামনে একটি রেস্তোরাঁয় বসে মিঃ মর্টন আর বিল দুজনে আয়েস করে মুর্গির ঠ্যাং চিবোচ্ছিলেন।

'আদালততো নয়, যেন থিয়েটারের স্টেজ,' বাঁধানো দাঁতের সাহায্যে মুর্গির ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে মিঃ মর্টন বললেন, 'ইংল্যান্ডের যে আদালতেই যাও দেখবে সেখানে সওয়াল করতে গিয়ে উকিল জজ, জুরি সবাই নাটক করে চলেছেন। এই জেল্লা দুনিয়ার আর কোথাও দেখতে পাবেন না।

'ঠিকই বলেছো,' চিবোন মুর্গির ঠ্যাং মুখ থেকে বের করে বিল লোনারগান প্লেটে রেখে বলল, 'বিচারের নামে নাটক করেই এরা সময় কাটায়।'

'যাকে ওরা শীলার খুনী বলে ধরেছে সেই জন উইলকিনস হল আমার বন্ধু জিওফ্রের ছেলে,' মিঃ মর্টন বললেন, 'ওকে দেখলে কেউ ভুলেও খুনী বলে সন্দেহ করবে না। জুরীরা কিভাবে ওর দিকে তাকিয়েছিল তা লক্ষ্য করেছো? ছেলেটাকে ওঁদের ভাল লেগেছে, আর লাগবে নাই বা কেন? পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরোপুরি ভদ্র ছেলে, ভদ্র বংশের ছেলে. জনির সঙ্গে একবার আলাপ হলে যে কোনও লোক এক কথায় তাকে জামাই করতে চাইবে। বলো, আমি ভুল বলেছি?'

'মনে হচ্ছে তুমি এখনও ওকে দোষী সাব্যস্ত করে ফেলেছো।' বিল পুডিংয়ের প্লেটে চামচ ডুবিয়ে বলল, বিচার কিন্তু শেষ হয়নি জ্যাঠা।'

'ও যে শেষ পর্যন্ত সত্যিই দোষী সাব্যস্ত হবে তা কিন্তু এখনই তুমি জোর দিয়ে বলতে পারোনা,' মিঃ মর্টন বললেন, তাছাড়া কত লোক একের পর এক খুন করেও কেমন বুক ফুলিয়ে চোখের সামনে হেঁটে বেড়ায় তা দেখোনি? নিজের চোখেই ত দেখলে খুনের মামলার মত জমাট নাটক স্টেজেও দেখা যায় না।'

'আচ্ছা, শীলার মৃত্যু কি তোমার মনে এতটুকুও দাগ কাটেনি?' বিল লোনারগান তার জ্যাঠাকে প্রশ্ন করল।

'এ কি বলছ তুমি?' মিঃ মর্টন বললেন, 'আমার মেয়ের হত্যাকারী উপযুক্ত শাস্তি পাক এ কথা'ত তোমার সামনেই একাধিকবার বলেছি আমি।'

'কিছু মনে কোরনা।' ন্যাপকিনে মুখ মুছে বিল লোনারগান বলল, 'আমার কিছু জরুরী কাজ পড়ে আছে তাই আর থাকতে পারছি না, আমি চললাম। ,লাঞ্চের জন্য ধন্যবাদ।'

ছোট ভাই ড্যানকে সঙ্গে নিয়ে মিসেস উইলকিনস আদালতের বাইরে এক

রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খাচ্ছিলেন। খেতে খেতে মিসেস উইলকিনস বলে উঠলেন, 'কি গোয়েন্দা লাগালে ড্যান, কিছুই ত বুঝতে পারছি না। টাকাকড়ি ওর পেছনে কম খরচ হচ্ছে না, কিন্তু কাজ কতটুকু করছে ও ?'

'কেন ওর পাঠানো রিপোর্টগুলো সবই ত দেখেছো তুমি,' বিষন্ন সুরে জবাব দিলেন ড্যান হানটন, 'ল্যাম্পি হল ক্যাপ্টেন স্পলডিংয়ের সেরা গোয়েন্দা।'

'ওর রিপোর্টগুলোতে এমন কিছুই লেখা ছিল না যা জনির নির্দোষিতা প্রমাণ করে, আর যাকে তুমি সেরা গোয়েন্দা বলছ সেই ত দেখছি খবর যোগাড় করতে শুধু ব্রাইটনের বার আর পাবগুলোতেই বার কয়েক ঢুকছে। তদন্তের ব্যাপারটা পুরো লোক দেখানো, আসলে ওটা একটা পাঁড় মাতাল, এইভাবে ও আমার পয়সায় মদ খেয়ে বেড়াচ্ছে।'

'বেশ,' ড্যান হানটন হঠাৎ সুর পাল্টে বললেন, 'তাহলে এই তদন্ত মাঝ পথেই থামিয়ে দিই, কি বলো ? ক্যাপ্টেন স্পলডিংকে বলে ছাড়িয়ে দিই লোকটাকে ?'

'না,' মিসেস উইলকিনস তাঁর খালি প্লেটের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'যাক ওসব করতে যেয়ো না, তদন্ত যেমন চলছে তেমনই চলুক।'

এরপর শুরু হল সাক্ষ্য গ্রহণ পর্ব। সাক্ষীর কাঠগড়ায় প্রথমেই এসে দাঁড়াল লেসলি জ্যাকসন যার সঙ্গে শীলার এনগেজমেণ্ট হয়েছিল। জেরা করতে উঠে দাঁড়াল সরকারী উকিল জেমস হেলির জুনিয়ার মরিস মলিস ফ্রাই।

'মিস মর্টনের প্রতি আসামীর সেদিনের আচরণই নিশ্চয়ই আপনি লক্ষ্য করেছিলেন,' মলিন ফ্রাই ভুরু কুঁচকে বলল, 'এককথায় তা ধর্মাবতারকে বুঝিয়ে বলুন ত।' কথাটা বলে সিনিয়ারের দিকে এমনভাবে তাকাল মলিন ফ্রাই যেন সে এক বিরাট যুদ্ধে জয়ী হয়েছে।

'দুঃখিত,' জ্যাকসন বলল, 'আমি সাধারণ এক লোহা পেটা এঞ্জিনীয়ার, কার আচরণ কিরকম সেসব খুঁটিয়ে কখনও দেখিনা। তাছাড়া সেদিন মিঃ উইলকিনসের সঙ্গে আমার সবে পরিচয় হয়েছিল, কাজেই ওঁর আচরণ আমি আদৌ লক্ষ্য করিনি।'

'সে কি মশাই,' মলিস ফ্রাই সাক্ষী জ্যাকসনকে তাতানোর চেষ্টা করলেন, 'উইলকিনকে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে একবারও আপনার মনে হয়নি ?'

'না,' জ্যাকসন মলিস ফ্রাইয়ের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বলল, 'ওসব কথা বলে আপনি আমায় এতটুকু তাতাতে পারবেন না। উইলকিনসের যে শীলার ওপর কিছু দুর্বলতা ছিল তা আমি গোড়ায় অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলাম কিন্তু তাই বলে তাকে আমার প্রেমের ভাবভঙ্গী বলে কখনও মনে হয়নি। একজাতের ঘেয়ো নেড়িকুকুর আছে না তাড়িয়ে দিলেও যারা আশেপাশে ঘুরঘুর করে বেড়ায় ? উইলকিনসকে আমার ঐরকম একটা নেড়িকুকুর বলে মনে হয়েছিল। প্রত্যাখ্যাত হবার পরেও যে নির্লজ্জ বেহায়ার মত ঘুরঘুর করছিল শীলার আশেপাশেই তার মন পাবার আশায়। শীলা ওর সম্পর্কে বলেছিল—'

'ব্যস, ব্যস!' আসামী পক্ষের উকিলের জুনিয়ার হুডনুট ধমকে উঠল,

'মিস মর্টন আপনাকে কি বলেছিলেন তা জানার আগ্রহ আমাদের নেই, আপনি আপনার নিজের কথা বলুন।'

'হ্যাঁ, বুঝে শুনে উত্তর দেবেন,' মালিস ফ্রাই এবার সাক্ষীকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলল, 'বাজে কথা একদম বলবেন না, পয়েণ্টে পয়েণ্টে কথা বলবেন, নিজেকে জাহির করার জন্য আপনাকে এখানে আনা হয় নি। সবসময় ঠিক ঠিক কথা বলবেন।'

'আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জন উইলকিনস সবই দেখছিল। সাক্ষী আর উকিলদের কথাবার্তা কিছুই তার কোন এড়িয়ে যায় নি। জ্যাকসনের কথা শুনে সে আহত হল, মনে মনে ভাবল। সত্যিই আমি রাস্তার খেঁকি নেড়ি কুকুর? যাকে ভালবাসার জন্য আমি এত অশান্তি সহ্য করেছি সেই শীলা আমার সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছিল?

'হোটেলে প্রথম আলাপ হবার সময় জন উইলকিনসের হাবভাব অদ্ভুত কোনও বৈশিষ্ট্য, আপনার নজরে পড়েছিল কি?' মলিন ফ্রাই আবার জ্যাকসনকে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, পড়েছিল,' জ্যাকসন বলল, "মনে হয়েছিল ও বড্ড বেশী ড্রিংক করে।'

'তার মানে আপনি বলেছেন আপনার সঙ্গে যখন আলাপ হয় সেইসময় জন উইলকিনস ড্রিংক করেছিল?'

'ধ্যাৎ, আমি কি তাই বলেছি নাকি?' লেসলি জ্যাকসন উত্তর দিল, 'আসলে ওকে আমার কিছুটা অস্বাভাবিক চাপা বলে মনে হয়েছিল। সাধারণ আর পাঁচটা লোকের মত তেমন মেলামেশা নয়। জোরগলায় কথা বলে। এসব দেখেই আমার মনে ঐ ধারণা হয়েছিল।'

'তারপর মিস মর্টন যখন আপনার সঙ্গে ওঁর এনগেজমেণ্টের কথা বললেন, সেকথা শুনে ওর চোখমুখের ভাবভঙ্গী কেমন হয়েছিল তা লক্ষ্য করেছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা করেছিলাম,' জ্যাকসন জবাব দিল, 'হঠাৎ জাহাজডুবির খবর শুনলে যেমন হয় ওর চোখমুখের চাউনী আর ভাবভঙ্গী ঠিক তেমনই দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল ও খবরটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেনা।'

'তারপর আসামী মিঃ লোনারগানের সঙ্গে ড্রিংক করতে বেরোল তার আগে, ওর অর্থাৎ আসামীর সামনে কেউ কি কিছু বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ, শীলাকেও তাদের সঙ্গী হবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল কিন্তু সে বলেছিল যে নার্স এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত অসুস্থ বাবাকে ছেড়ে কিছুতেই বেরোতে পারবেনা। তারপর সে একা বেড়াতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, কারণ চেনাশোনা সবার কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যাবার এক বাসনা তাকে পেয়ে বসেছিল।'

'শীলা কি আসামীর সামনেই তার এই বাসনার কথা বলেছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আসামী আর শীলা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় চোখে পড়ার মত কিছু ঘটেছিল কি?'

হ্যাঁ, উইলকিনস শীলার একটি হাত নিজের মুঠোর ভেতর অনেকক্ষণ ধরেছিল, শেষকালে শীলাকে তার হাত টেনে ছাড়িয়ে নিতে হয়েছিল।'

আসামী পক্ষের উকিল ম্যাগনাস নিউটনের জুনিয়ার চার্লি হুডনুট এবার জেরা করতে উঠলেন। প্রথমেই তিনি জানতে চাইলেন শীলার হাত আসামী জন উইলকিনস কতক্ষণ চেপে ধরেছিল তার নিজের হাতের মুঠোর ভেতর। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে লেসলি জ্যাকসন এই প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিতে পারলেন না। চার্লি হুডনুট জেরা করতে গিয়েই জ্যাকসনের মুখ থেকে একথা বের করলেন যে শীলার সঙ্গে তার এনগেজমেণ্টের খবর শুনে আসামী তাদের অভিনন্দন জানিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে হুডনুট এও বলল যে সহানুভূতির খবর শুনলে লোকের চেহারা যেরকম হয় শীলার এনগেজমেণ্ট আর আসন্ন বিবাহের খবর শুনে তার চেহারা আর ভাবভঙ্গি লেসলির চোখে সেরকম হতে ঠেকতে পারে, কিন্তু তার মনে এটা কখনোই দাঁড়ায় না যে শীলাকে সেই খুন করেছে।

লেসলি জ্যাকসনের পর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন নিহত শীলার বাবা মিঃ মর্টন। সরকারী উকিলের জুনিয়ার মালিস ক্রাই বহু চেষ্টা করল তাঁকে তাতাবার কিন্তু তিনি অদ্ভুত শান্ত রইলেন। জেরার উত্তরে মিঃ মর্টন শুধু একটা কথাই বারবার বললেন তাহল ঘটনার দিন হোটেলে আসামীর কথাবার্তা হাবভাব, চালচলন সবই তাঁর কাছে অস্বাভাবিক ঠেকেছিল। মিঃ মর্টনের পর সাক্ষ্য দিতে এল বিল লোনারগান, তার মাথার ক্রু কাট চুল একসারি আলপিনের মত খাড়া হয়ে আছে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে লোনারগান চারপাশে সবাইকে বারবার খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, জজ, জুরীবৃন্দ, দুপক্ষের উকিল তাঁদের জুনিয়ার দুজন, আসামী জন উইলকিনস, কোর্ট ইন্সপেক্টর, কেউই বাদ গেল না।

'আচ্ছা, আসামী যখন আপনার সঙ্গে ড্রিংক করতে বার-এ ঢুকল তখন তাকে কি খাব বিচলিত দেখাচ্ছিল?' জানতে চাইল সরকারী উকিলের জুনিয়ার মলিন ক্রাই।

'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই,' লোনারগান জবাব দিল। 'তাকে খুবই বিচলিত দেখাচ্ছিল সেদিন।'

'সেদিন ঐ পাব আসামী কি মদ খেয়েছিল?

'আজ্ঞে হুইস্কি।'

'মদ খাবার পর আসামী কি বেশে মাতাল হয়েছিল? আপনার সামনে সে কি মাতলামি শুরু করেছিল?'

'না। মাতলামি করেনি,' লোনারগান কিছু না ভেবেই জবাব দিল। তবে ওর কথাবার্তা শুনে আর ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে ভেতরে ভেতরে ও খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।'

'মদ খাবার সময় অথবা তার আগে কিংবা পরে আসামী কি শীলা মর্টন সম্পর্কে বিশেষ কোনও মন্তব্য করেছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো চেটে নিয়ে বিল লোনারগান উৎসাহিত গলায় বলল, 'আমার স্পষ্ট মনে আছে ও বলেছিল যে জ্যাকসন পাত্র হিসেবে সবদিক থেকেই অযোগ্য। আর আসামী ও বলেছিল যে সে বিবাহিত জানতে পেরে শীলা মনে খুব আঘাত পেয়েছিল। আসামী জন উইলকিনস বলেছিল যে শীলা ওর ওপর বড্ড ঝুঁকে

ঝুঁকে পড়েছিল আর তাই তার কাছ থেকে শীলাকে সরে যেতে হবে।'

'আসামী ঠিক কি বলেছিল তা আপনার মনে আছে কি মিঃ লোনারগান ?'

এবার লোনারগানের কপাল ঘেমে উঠল, রুমালে কপালের ঘাম মুছে সে জবাব দিল, 'উইলকিনস বলেছিল শীলার সঙ্গে এরকম আচরণ করা আমার পক্ষে মোটেই উচিত হয় নি। কিন্তু কি করব, আমার বৌ একটা—ইয়ে—মাপ করবেন ধর্মাবতার, খারাপ কথা বলতে হচ্ছে। উইলকিনস বলেছিল, "আমার বৌটা একটা খানকি ছাড়া কিছু নয়। আমি বিবাহিত জেনে শীলা দুঃখ পেয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত ওকে থামানো যায়নি।" একটু ইতস্ততঃ করে বিল লোনারগান বলল, জন উইলকিনস এটাই আমায় বোঝাতে চাইছিল যে শীলা ওর রক্ষিতা। শুনে রাগে আমার মাথা গরম হয়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমি ওকে ধমকে চুপ করতে বলেছিলাম।'

'মিঃ লোনারগান,' মলিন ক্রাই বসে পড়তে চার্লি হুডনুট এগিয়ে এল, 'একসময় শীলার সঙ্গে আপনার নিজেরও ত এনগেজমেণ্ট হয়েছিল তাই না ?'

'হ্যাঁ,' লোনারগান অবাক চোখে তাকিয়ে জবাব দিল, 'তাতে সেসময় আমরা দুজনেই ছিলাম খুব ছোট তাই ওটা একধরনের ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছু ছিল না। আনুষ্ঠানিক কোনও এনগেজমেণ্ট আমাদের হয়নি।'

'ছেলেমানুষী বললেও তখন আপনারা দুজনে কি কেউই কিন্তু খুব বাচ্চা ছিলেন না যাতে বৌ বৌ খেলার মত এক খামখেয়ালী নেশা আপনাদের মাথায় চেপেছে···বলা যায় বিয়ে কাকে বলে, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক কি, সন্তান কিভাবে স্ত্রীর পেটে আসে, জ্ঞান-বৃক্ষের এসব ফল এতদিনে আমাদের দুজনেরই খাওয়া হয়ে গেছে, বলুন, সত্যি কি না ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' একটু দমে গিয়ে লোনারগান জবাব দিল, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন।'

'যাক, এবার তাহলে বলুন, আপনাদের জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাইবোনের ঐ এনগেজমেণ্ট কে ভেঙ্গেছিল ? আপনি না শীলা ?'

'আরেকটু বড় হতে আমরা দুজনেই বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাদের এ বিয়ে হতে পারে না, তাই সে এনগেজমেণ্ট আপনা থেকেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। আগেই বলেছি, আনুষ্ঠানিক এনগেজমেণ্ট আমাদের হয়নি।'

'ঘটনার দিন পাব-এ বসে আসামীর মুখে বোনের সমালোচনা শুনে আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম, তাই না।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তার মানে জ্যাঠতুতো বোন শীলাকে আপনি তখনও পর্যন্ত মন থেকে আগের মতই ভালবাসতেন তাই তার সমালোচনা আপনি সহ্য করতে পারেন নি, কি, আমি ঠিক বলেছি ত, মিঃ লোনারগান ?'

'মনে হয় তাই, আসলে শীলা খুব ভাল মেয়ে তাই তার নামে কেউ বদনাম দিলে তা আমি সহ্য করব কি করে ?'

'শীলার এনগেজমেণ্ট হয়ে গেছে শুনে আপনি কি আসামীকে রেগে উঠতে দেখেছিলেন ? শীলার সঙ্গে কোনরকম খারাপ ব্যবহার সে ঐদিন করেছিল কি ?'

'না,' লোনারগান বলল, 'এমন কোনও ঘটনা সেদিন আমার নজরে পড়েনি।'

'আপনি আর আসামী জন উইলকিনস ছোটবেলায় স্কুলে সহপাঠী ছিলেন। ছোট-বেলায় আসামী কি খুব রাগী মারকুটে স্বভাবের ছেলে ছিল? স্কুলে তাকে কখনও মারপিট করতে দেখেছেন কি? আপনার সঙ্গে ছোটবেলায় কখনও ঝগড়াঝাঁটি বা মারামারি হাতাহাতি হয়েছিল কি?'

'না,' লোনারগান একটু ভেবে বলল, 'তেমন কোনও ঘটনা আমার মনে পড়ছে না।'

ক্যাপ্টেন স্পলডিংয়ের প্রতিষ্ঠানের সেরা গোয়েন্দা ল্যাম্বি ব্রাইটনে তদন্ত করতে এসে অনেকগুলো পাব-এ ঢুকে জন উইলকিনস সম্পর্কে খোঁজখবর নিল। টল গেট পাব দিয়ে ল্যাম্বি শুরু করেছিল, ঘুরেফিরে আবার তাকে সেখানে হাজির হতে হল। ল্যাম্বির নিজেরও মদ এবং বিশেষভাবে বীয়ারের ওপর প্রচণ্ড আসক্তি আছে, পরপর কয়েকদিন জন উইলকিনসের বাড়াবাড়ি সম্পর্কে তেমন কোনও জোরালো খবর যোগাড় করতে না পারলেও পেট পুরে মদ আর বীয়ার খেয়েছিল সে।

'আচ্ছা মিঃ হলওয়ে: টল গেট পাব-এ ঢুকে মালিকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ল্যাম্বি জানতে চাইল আপনি এ সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত ত যে গত চৌঠা জুন তারিখে রাতেরবেলা এখান থেকে বেরোবার সময় জন উইলকিনস কোথায় যাচ্ছে সে বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি?'

'শুধু পুরোপুরি নয় মশাই,' কুতকুতে লাল লাল চোখে তাকিয়ে থেকে মিঃ হলওয়ে জবাব দিলেন, 'শতকরা একশ ভাগ নিশ্চিত।'

'জন উইলকিনস আপনার এখান থেকে রাত সোয়া নটায় বেরিয়েছিল তাই না?'

'জানেন যখন তখন আবার নতুন করে প্রশ্ন করছেন কেন?'

'অনেক সময় মাতালেরা এক পাব থেকে অন্য পাব-এ যাবার সময় মুখ ফুটে বলে, "যাই, পাশের ঠেকে আরেকবার গলায় ঢালি, কিংবা "ইস্, কত কাজ পড়ে আছে সব ভুলে গিয়েছিলাম।" জন উইলকিনস এখান থেকে বেরোবার সময় ঐ রকম কোনও মন্তব্য করেছিল বলে আপনার মনে পড়ে কি?'

'দেখুন মশাই,' মিঃ হলওয়ে তাঁর কুতকুতে চোখ দুটো পাকিয়ে বললেন, 'কেন যে আপনি আমায় বারবার এইভাবে বিরক্ত করছেন তা বুঝতে পারছিনা। ইচ্ছে করলে আমি আগেই আপনাকে বলে দিতে পারতাম, সিধে কেটে পড়ুন মশাই, যা বলার তা পুলিশকে আগেই বলে দিয়েছি। কিন্তু আসলে আমি তেমন লোক নই, আপনাকে সাহায্য করতে চাইছি। শুধু আপনি কেন সবাইকেই আমি সাহায্য করতে চাই। ভাল করে শুনুন। আর একবার মাত্র আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব আমি, তারপর আপনি আবার জানতে চাইলেও আমি মুখ খুলব না। বুঝতে পেরেছেন? মন দিয়ে শুনুন, আপনি যার কথা বলছেন সেই লোকটা গত চৌঠা জুন তারিখে রাত পৌনে নটায় বা তার কিছু পরে এখানে এসে ঢুকেছিল। এখানে ঢোকার আগেই ও লোডেড হয়েছিল। কিন্তু কোনরকম মাতলামো করেনি। আমার এখানে বসে মাত্র দু পেগ হুইস্কি সে খেয়েছিল, আর খেতে খেতে এখানে সেদিন অন্যান্য যেসব খদ্দের

ছিলেন তাদের সঙ্গে কিছু হালকা গল্পগুজবও করেছিল, আমিও বাদ পড়িনি। তারপর রাত সোয়া নটা নাগাদ সে মদের দাম মিটিয়ে এখান থেকে চলে গিয়েছিল।'

কি ধরনের হালকা গল্পগুজব সে করেছিল তার একটু আভাস যদি দেন— ল্যাম্বি দুহাত কচলে খুবই বিনীতভাবে অনুরোধ করল।

'না, একদম নয়,' মিঃ হলওয়ে বার-এর অন্যদিকে সরে গিয়ে দাঁড়ালেন, 'আগেই বলে দিয়েছি যে আর একবারের বেশী এ ব্যাপারে আমি মুখ খুলব না। কাজেই আপনি যতই প্রশ্ন করুন না কেন, এ সম্পর্কে আমি কিছুতেই আর মুখ খুলবনা।'

ল্যাম্বি আর কথা না বাড়িয়ে তায় গ্লাসের অবশিষ্ট বীয়ারটুকু তারিয়ে খেতে লাগল। খালি গ্লাসটা নামিয়ে রাখতে যাবে এমন সময় পেছন থেকে কে যেন তার কাঁধে হাত রাখল। মুখ ফেরাতেই ল্যাম্বি দেখল প্রৌঢ় ভদ্রলোক ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল নেড়ে ইসারায় তাকে ডাকছেন উল্টোদিকের একটি টেবল থেকে, লোকটি যে এখানকার এক নিয়মিত খদ্দের তা একসময় দেখেই বুঝতে পারলে ল্যাম্বি।

নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে ভদ্রলোকের টেবলে তাঁর মুখোমুখি বসল ল্যাম্বি, মুখ তুলে দেখল প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মুখখানা পাকা বদমাসের মত, মাথার শনের নুড়ির মত পাকা চুল আর তামাকের ছোপ ধরা বাদামী গোঁফ দেখে পয়লা নম্বরের এক গাঁইয়া শয়তান বলে মনে হয়, দিনরাত প্রতিবেশীদের পেছনে লাগা আর তাদের নানাভাবে হেনস্থা করার পরিকল্পনা ছাড়া কোনমকম ভাল বুদ্ধি যার মাথায় আসে না।

অভদ্রের মত নাক গলানোর জন্য আগেই মাপ চেয়ে নিচ্ছি ভাই,' প্রৌঢ় ভদ্রলোক ল্যাম্বির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মালিকের সঙ্গে আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হল আপনি সেই লোকের সম্পর্কে কিছু জানতে এতদূর ছুটে এসেছেন লিউইসে যার বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু হয়েছে। তাই না?'

ঘাড় কাৎ করে ল্যাম্বি সংক্ষেপে জানাল যে তাঁর অনুমান অভ্রান্ত।

'মনে হয় এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারব,' প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, 'গত চৌঠা জুন তারিখে রাতেরবেলা আমিও এখানে বসে ড্রিঙ্ক করছিলাম আর যার কথা বলছিলেন সেই ছেলেটাও তখন এখানেই ছিল। ইয়ে, একটা কথা জানতে চাইছি, কিছু মনে করবেন না। আপনি পুলিশের লোক, না কি বেসরকারী গোয়েন্দা?'

'বেসরকারি গোয়েন্দা।' ল্যাম্বি বলল, 'জর্জ এইচ স্পলডিং আমায় এখানে পাঠিয়েছেন তদন্তের কাজে, আমি ওঁর গোয়েন্দা এজেন্সীতেই কাজ করছি।'

'ক্যাপ্টেন স্পলডিং আপনাকে পাঠিয়েছেন?' প্রৌঢ় ভদ্রলোক এবার নড়েচড়ে বসলেন, 'সেকথা আগে বলতে হয়। উনি একসময় আর্মিতে আমার সহকর্মী ছিলেন। আমি মেজর মার্টিমার; রয়েল আর্মি সার্ভিসকোর-এ ছিলাম, বেশ কিছুদিন হল রিটায়ার করেছি।'

'আমার নাম ল্যাম্বি,' করমর্দন করে ল্যাম্বি বলল, 'আপনার কথা আমি নিশ্চয়ই আমার মনিব ক্যাপ্টেন স্পলডিংকে বলব, মেজর মার্টিমার, কথাবার্তা শুরু করার আগে আসুন একটু হুইস্কি খাওয়া যাক। আমিই খাওয়াব।' ইশারায় ওয়েটারকে

ডেকে দুটো গ্লাসে হুইস্কি আর সোডা দেবার অর্ডার দিল ল্যাম্বি।

'ক্যাপ্টেন স্পলডিংয়ের স্বাস্থ্য পান করছি,' হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে মেজর মার্টিমার বললেন, 'আপনি যার খোঁজে এসেছেন সেই জন উইলকিনসের সঙ্গে ঐদিন কিছু কথা বলার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, অযাচিত কিছু উপদেশও আমি সেদিন তাকে দিয়েছিলাম।'

'আপনি ওর সম্পর্কে পুলিশকে কিছু জানান নি?' ল্যাম্বি দু ঢোক হুইস্কি গিলে জানতে চাইল।

'না জানাইনি।' মেজর মার্টিমার ঘাড় নেড়ে বললেন, 'পুলিশকে জানিয়েই বা হবে কি? প্রথমতঃ আমি রুচিশীল লোক, আজ এখানে বসে ড্রিঙ্ক করছি ঠিকই কিন্তু তাই বলে ভাববেন না—এটা আমার খুব পছন্দের জায়গা। যাক গে, আপনি জানতে চান উইলকিনস চৌঠা জুন তারিখে এখানে ড্রিঙ্ক করার পর কোথায় গিয়েছিল, তাই না? মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারব। তবে হ্যাঁ, আপনার কাছে লুকিয়ে কোনও লাভ নেই, শুধু হাতে আমি সাহায্য করতে রাজী নই কারণ এই খবর যোগার করার পেছনে একটা ব্যবসায়িক ব্যাপার আছে। তা বলুন মশাই, আপনাকে সাহায্য করার বিনিময়ে অন্ততঃ দশ পাউন্ড আমি আশা করতে পারিত?'

'আজ্ঞে না, কোনমতেই নয়,' ল্যাম্বি চাঁছাছোলা গলায় বলল, 'বড়জোর আমার টাকায় আপনাকে আর পেগ দুয়েক হুইস্কি খাওয়াতে পারি। ব্যস্, তার বেশী কিছু নয়।

'ঠিক আছে বাপু,' মেজর মার্টিমার মুখ টিপে হাসলেন। 'দশ না হোক কম করে পাঁচ পাউন্ড আমায় দেবেত?'

'আগে কতটুকু জানেন তাই আমায় বলুন,' ল্যাম্বি বলল, 'শুনে তারপর বলব এর বিনিময়ে আপনাকে কত টাকা দেয়া যায়।'

'এখানে বসে মদ খেতে খেতে সেদিন ঐ উইলকিনস ছোঁড়া এই বলে আক্ষেপ করছিল যে তার সংসারে এতটুকু শান্তি নেই, তার বৌ তার জীবন পুরোপুরি বিষিয়ে দিয়েছে। আক্ষেপ করার সময় সেই মেয়েটি শীলা না কি যেন ওর নাম যে খুন হয়েছে তার কথাও ও বলেছিল। উইলকিনস বলেছিল শীলা নাকি তাকে হতাশ করেছে, বহুদূর এগিয়ে শেষপর্যন্ত সে তাকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে তা ওর এই হতাশার প্রতিষেধক হিসেবে আমি একটা দাওয়াই আমি সেদিন তাকে বাতলেছিলাম। উনিশশো সাতান্ন সালের ঘটনা, আমি তখন ইন্ডিয়ান পোস্টেও ছিলাম। বোম্বের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন, সেই বোম্বের কাছেই পুণা শহরে আমরা ঘাঁটি গেড়েছিলাম। ঐ সময় হঠাৎ আমাদের রেজিমেন্টের সেপাইদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যায়, যার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমাদের কম্যান্ডিং অফিসার কি করলেন জানেন? আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে অনেকদিন মেয়েমানুষের সঙ্গ না পেয়ে হতভাগা সেপাইগুলোর মাথা তেতে পুড়ে অফিসারদের হুকুম মানতে চাইছে না।

কম্যান্ডিং অফিসার জানতেন আমাদের ঘাঁটির কাছাকাছি একটা পুরোনো বেশ্যাপট্টি আছে, সেপাইদের সবাইকে তিনি সোজা সেখানে যাবার হুকুম দিলেন, তারাও দিব্যি সেই হুকুম তামিল করতে মার্চ করতে করতে সেখানে গিয়ে ঢুকল। পরদিন সকাল বেলাই সেপাইদের চেহারা গেল পাল্টে, দেখলাম সবাই ঠান্ডা মেরে গেছে, গরম কড়াইয়ের ঠান্ডা জল ঢেলে দিলে যেমন হয়, তেমনি।'

'তা তার সঙ্গে উইলকিনসের কি সম্পর্ক?' ল্যাম্বি দুহাত উল্টে বলল, 'কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

'দুটি সমস্যা একরমই, তা বুঝলেন না?' মেজর মার্টিমার হাসতে হাসতে বললেন, 'আসলে সেইসময় একজন মেয়েমানুষ দরকার ছিল যে উইলকিনসকে ঠান্ডা করতে পারে। ওকে সেকথা বলেছিলাম, কোথায় গেলে ভাল তাজা মেয়েমানুষ পাবে তাও বলে দিয়েছিলাম।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন—'

'হ্যাঁ,' মেজর মার্টিমার বললেন, 'কাছেই কোন টাউনে ডাইভিং বেল নামে একটা পাব আছে তা নিশ্চয়ই জানেন, ওখানে গেলে নিজের পছন্দ আর চাহিদামত সব রকমের মেয়েমানুষ পাওয়া যায়। দরকার হলে বলবেন। আপনারও মাথা ঠান্ডা করার ব্যবস্থা আমি করে দেব।' কথাটা বলে এক অশ্লীল হাসি হাসলেন প্রৌঢ় মেজর মার্টিমার যা দেখে ল্যাম্বির মত পেশাদার গোয়েন্দার বুকও কেঁপে উঠল এক অজানা আশংকায়।

আপনি শেষপর্যন্ত উইলকিনসকে ঐরকম এক নচ্ছার জায়গার হদিশ দিলেন?' ল্যাম্বি ভুরু কুঁচকে বলল, 'বেচারা সত্যিই ওখানে গিয়েছিল কিনা তাই বা কে জানে?'

'মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে তার ভিত্তিতে বলছি উইলকিনস নিশ্চয়ই সেদিন ওখানে গিয়ছিল তার পছন্দ আর চাহিদামত মাগীর খোঁজে।'

কোনও মন্তব্য না করে ল্যাম্বি নগদ পাঁচ পাউন্ড তুলে দিল মেজর মার্টিমারের হাতে হুইস্কির দাম মিটিয়ে প্রৌঢ়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখন কাঁটায় কাঁটায় পৌনে দশটা।

কেম্প টাউনের সেই পাব-এ যাবার এক প্রচন্ড তাড়না ভেতরে ভেতরে অনুভব করল ল্যাম্বি কিন্তু হাত ঘড়ির দিকে তাকাতেই সে বুঝল এত রাতে সেখানে গিয়ে কাউকেই সে খুঁজে পাবে না, উল্টে গোটা ব্যাপারটা দাঁড়াবে বুনো হাঁসের পেছনে তাড়া করার মত। ল্যাম্বি তাই ফিরে গেল তার সস্তা বোর্ডিং হাউসে খেয়েদেয়ে পরলোকগত স্ত্রীর ফোটোতে প্রেমের মত চুমু খেয়ে শুয়ে পড়ল সে।

জুনিয়ার চার্লি হুডনুটের সঙ্গে মামলার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আসামী পক্ষের উকিল ম্যাগনাম নিউটন বলেছিলেন যে বিজ্ঞানী রিচিই হবেন এই মামলার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও চমকপ্রদ সাক্ষী। কিন্তু বিজ্ঞানী রিচির আগে আরও একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী এসে দাঁড়িয়েছিলেন সাক্ষীর কাঠগড়ায়, তাঁর নাম

মিঃ ফান্‌স। ষাটের কোঠা বহুদিন আগে পেরোনো এই ভদ্রলোক দেখতে পাতলা ছিপছিপে, নাকের ওপর একখানা প্যাশনে চশমা শোভা পাচ্ছে, চোখমুখ দেখে যে কোনও লোকের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে ইনি সেই ভীতু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের একজন যাঁরা জীবনে কোনদিনই ঝুঁকি নেন না। সাক্ষ্য দিতে গিয়ে মিঃ ফান্‌স সরকারী উকিল হেলিকে জানালেন যে ব্রাইটনে আসলে তাঁর এক বন্ধু থাকেন যার পদবী রয়স্টোন, চৌঠা জুন তারিখে সন্ধ্যের পর তাঁর বাড়িতেই গিয়েছিলেন তিনি, ফেরার সময় সমুদ্রের ধারের বাঁধানো পথ ধরে হেঁটে আসছিলেন। মিঃ ফান্‌স জানালেন সেদিন রাত বারোটা বাজতে ঠিক কুড়ি মিনিটের সময় সমুদ্রের ধারে বালুকাবেলার দিক থেকে ভেসে আসা এক প্রবল অট্টহাসি তাঁর কানে পৌঁছেছিল, সে হাসি অতি ভয়ানক, ভাষায় যার বর্ণনা করা তাঁর মতে সম্ভব নয়।

বর্ণনা করা সম্ভব নয় খুলে বলা সত্ত্বেও মিঃ ফান্‌স বারবার সেই অপ্রাকৃতিক হাসির ওপর জোর দিতে লাগলেন। সরকারী উকিল বুঝতে পারলেন যে মিঃ ফান্‌স এবার অদ্ভুত হাসিকে ভুতুড়ে ব্যাখ্যা করলেন, তাই তিনি কায়দা করে অন্য প্রসঙ্গে চলে এলেন।

'তা আপনি যখন হাঁটতে হাঁটতে সেই হাসি শুনলেন', জেমস হোলি বললেন, 'তখন পথঘাট নিশ্চয়ই পুরো নির্জন ছিল, তাই না মিঃ ফান্‌স? ধারে কাছে আর কাউকে নিশ্চয়ই আপনার সেসময় চোখে পড়েনি?'

'হ্যাঁ, আশপাশ নির্জন ছিল ঠিকই,' মিঃ ফান্‌স বললেন, 'তবে হাঁটতে হাঁটতে একটি লোক সমুদ্রের ধারের বালুকাবেলা থেকে হেঁটে আসছে তা আমার চোখে পড়েছিল। লোকটির মুখখানা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল, হাঁটতে গিয়ে বারবার টলে টলে পড়ছিল সে। তারপর মিঃ ফান্‌স সেই লোকটির গতিপথের যে বর্ণনা দিলেন তাতে এটাই বোঝার যে সে প্রিন্স রিজেণ্ট হোটেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল যে হোটেলে জন উইলকিনস উঠেছিল তার বৌকে নিয়ে।'

'ওই লোকটিকে কি আপনি রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোয় দেখেছিলেন?' হেলি প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সেদিন ল্যাম্পপোস্টের আলো নিশ্চয়ই খুব উজ্জ্বল ছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওখানে পথে আলোর ব্যবস্থা চমৎকার তা মানতেই হবে।'

'পরে ঐ লোকটিকেই আপনি সনাক্তকরণ প্যারেডে চিহ্নিত করেছিলেন, তাই না?'

'ঠিক বলেছেন।'

'সনাক্তকরণে সম্পর্কে আপনার মনে কোনওরকম সন্দেহ নেই ত?'

'সন্দেহ! কখনোই নয়।'

আসামীর কাঠগড়ার দিকে একবার তাকান ত।' জেমস হেলি বললেন 'ওখানে যে দাঁড়িয়ে আছে দেখুন ত এই সেই লোক কিনা যাকে সেদিন সমুদ্রের ধারে টলতে টলতে হেঁটে যেতে দেখেছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' মিঃ ফান্‌স জন উইলকিনসের দিকে এক পলক তাকিয়ে বললেন,

'এই সেই লোক সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

রুমালে নাক ঝেড়ে এবার জেরা করতে উঠলেন ম্যাগনাস নিউটন, প্রথমেই তিনি বললেন, 'মিঃ ফানুস, শুনেছি আপনি একজন রিটায়ার্ড আর্কিটেক্ট। তা ব্রাইটনের হোভ এলাকায় আপনার পুরোন বন্ধু মিঃ রবস্টোনের বাড়িতে ত গিয়ে সেদিন কিভাবে আপনার সময় কেটেছিল বলবেন কি ?'

'নিশ্চয়ই বলব,' মিঃ ফানুস বললেন, 'আমরা সন্ধের মুখেই ডিনার খেয়ে নিলাম তারপর দুজনে প্রথমে দাবা তারপর বিলিয়ার্ড খেললাম।'

'বন্ধুর বাড়িতে শুধুই গেছেন ? মদ্যপান করেন নি ?'

'মদ্যপান বলতে শুধু এক বোতল বীয়ার খেয়েছিলাম। বাইরে কোথাও গেলে এক বোতল বীয়ার ছাড়া আর কিছু আমি পান করি না।'

'বাঃ শুনে খুশি হলাম মিঃ ফানুস,' ম্যাগনাম নিউটন বললেন, 'আপনি ওর আগে বলেছেন যে ঐদিন রাত সাড়ে এগারোটায় আপনি আপনার বন্ধু মিঃ রয়স্টোনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। সম্পর্কে আপনি একটা নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে ?'

'কারণ বাড়ি থেকে বেরোবার আগে সেদিন আমি আমার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়েছিলাম। আমার হাতঘড়ি নির্ভুল সময় ঘোষণা করে।'

এতটা নিশ্চিত আপনি কি করে হচ্ছেন, মিঃ ফানুস ? আমার হাতঘড়ি ত কখনও পাঁচ মিনিট ফাস্ট বা স্লো হতে পারে !'

'না, মশাই,' মিঃ ফানুস জোরগলায় বললেন, গত পঁচিশ বছরে একদিনের জন্যও আমার হাতঘড়ি ফাস্ট বা স্লো হয়নি।'

'তাহলে আপনি বলছেন ঐদিন রাত বারোটা বাজতে ঠিক দু'মিনিটের সময় আপনি ওই ভদ্রলোকটিকে দেখেছিলেন, তাই না ?'

'না,' মিঃ ফানুস হাত নেড়ে বললেন, 'এ ব্যাপারে অতটা নিশ্চিত আমি নই। আমি সেদিন যখন ওই লোকটিকে দেখি তখন হয় বারোটা বাজতে দু'মিনিট অথবা বারোটা বেজে দু'মিনিট হয়েছিল।'

'কিন্তু আপনি যখন ওকে দেখেন তখন নিশ্চয়ই ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজেনি ?'

'না, না, তা কি করে হয়,' মিঃ ফানুস সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, 'আমি ত সেকথা আগে বলিনি, এখনও বলছি না।'

'তারপর আপনি সমুদ্রের ধার থেকে ভেসে আসা সেই অদ্ভুত অট্টহাসি শুনলেন, কেমন ? দয়া করে আরেকবার বলুন ত সেই অট্টহাসি শুনে প্রথমটা আপনার কি মনে হয়েছিল ?'

'সেকথা মনে করলে আজও আমার গা শিউরে ওঠে,' মিঃ ফানুস বললেন, 'গভীর জঙ্গলের ভেতর রক্তলোভী হিংস্র হায়েনা যখন নিরীহ শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন এইরকম নিষ্ঠুর অট্টহাসি হেসে ওঠে সে।'

মিঃ ফানুসের বর্ণনা শুনে জজ থেকে শুরু করে জুরী পেশকার, পুলিশ অফিসার, স্টেনোগ্রাফার, কেউই না হেসে পারলেন না।

'নাঃ, আপনার কল্পনার তারিফ না করে পারছি না,' ম্যাগনাম নিউটন নিজেও

এবার হাসলেন, 'মিঃ ফানুসের কি গল্প লেখার অভ্যেস আছে ?'

'গল্প ? না মশাই, ওসব আমার আসে না,' মিঃ ফানুস হাত উল্টে বললেন, 'এঞ্জিনীয়ারিং পড়ার সময় একবার অধ্যাপকদের চাপে কলেজ ম্যাগাজিনে অঙ্ক শেখার প্রয়োজনীয়তার ওপর একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম সেই প্রথম, আর সেই শেষ। তারপর আর কোনদিন গল্প বা প্রবন্ধ লিখিনি।'

'আপনি কি আফ্রিকার বা ব্রেজিলের জঙ্গলে কখনও শিকার করতে গিয়েছিলেন মিঃ ফানুস ? চোখের সামনে হিংস্র হায়েনাকে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছেন ? ঐ সময় তার হিংস্র অট্টহাসি নিজের কানে শুনেছেন আপনি ?'

'না মশাই,' মিঃ ফানুস প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আমি ভয়ানক নার্ভাস লোক, তার ওপর হার্টের অবস্থাও ভাল নয়। এই কারণে আমি গত বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিতে পারিনি, এমন কি পাছে উত্তেজনা বেড়ে হার্টের ক্ষতি হয় এই ভয়ে ডাক্তার আমায় যুদ্ধের ফিল্ম দেখতে পর্যন্ত নিষেধ করেছেন। তাছাড়া আমার দৃষ্টিশক্তি তেমন জোরালো নয় যা বন্দুক বা রাইফেল ছুঁড়তে গেলে খুব দরকার হয়। আফ্রিকা বা ব্রেজিল দূরে থাক, এই ইংল্যাণ্ডের ডার্টমুর জঙ্গল আজ পর্যন্ত আমার দেখা হয়ে ওঠেনি।'

'তাই নাকি ? ম্যাগনাম নিউটন এবার এক পা এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনি যে প্যাশানে চশমা পরে আছেন সেটা শুধু লোক দেখানো নয় তাহলে ?'

'আজ্ঞে না, এর রীতিমত জোরালো পাওয়ার আছে, দূরের বা কাছের কোনও কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাইনা আমি, বিশেষতঃ রাতের বেলায়।'

'তাই যদি হয়, তাহলে কি করে আপনি বলছেন যে আসামীর কাঠগড়ায় এখন যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে তাকেই চৌঠা জুন রাতে সমুদ্রের ধারে আপনি দেখেছিলেন ? আপনার ত ভুলও হয়ে থাকতে পারে !'

'তা ওরকম ভুল মাঝে মাঝে আমার হয় বইকি,' মিঃ ফানুস বললেন, 'তবে ওকে সনাক্ত করার ব্যাপারে মনে হয় আমায় কোনও ভুল হয়নি।'

'গভীর জঙ্গলে যখন যাননি তখন হিংস্র হায়েনা তার শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় কিরকম অট্টহাসি হাসে তা আপনি জানলেন কি করে, মিঃ ফানুস ?'

'না দেখলেও ছোটবেলায় গল্পের বইয়ে পড়েছি, শিকারের ফিল্মেও দেখেছি. তাই বলেছিলাম।'

মাননীয় ম্যাগনাম নিউটন জজ মোরল্যাণ্ডের সামনে এসে মাথা হেঁট করে বললেন. 'সাক্ষী সেদিন সমুদ্রের ধারে এমন কোনও আওয়াজ শুনেছিলেন যা তাঁর মতে নিষ্ঠুর অট্টহাসি. কিন্তু আপনি নিজেই দেখলেন যে সেই হাসির তুলনা তিনি এমন কোনও কিছুর সঙ্গে দিচ্ছেন যা তিনি কখনও দেখেননি। অতএব মামলার বিবরণীতে এই অট্টহাসির ব্যাপারটা কখনোই উপস্থাপিত করা যায় না।' হুজুর সাক্ষী নিজে মুখেই স্বীকার করছেন যে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ভাল নয়, তাঁর চশমার পাওয়ারও বেশ জোরালো, এবং সর্বোপরি রাতের বেলায় সামনের বা দূরের কোনও কিছুই তিনি স্পষ্ট দেখতে পান না। আবার তিনিই বলেছেন যে ঐ অট্টহাসি শোনার দু এক মিনিট বাদেই

আসামীকে তিনি সমুদ্রের বালুকাবেলার দিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখেছেন। এখন ধর্মাবতার, রাতে যিনি চোখে ভাল দেখতে পান না, তিনি যে ঘটনার দিন সমুদ্রের ধারে আসামীকেই দেখেছিলেন সেই নিশ্চয়তা কোথায়? আসলে অট্টহাসি শোনার পরেই কাউকে সমুদ্রের দিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখে তাঁর কল্পনাপ্রবণ মন ঐ দুটো ঘটনার মধ্যে একটি রহস্যজনক যোগসূত্র গড়ে তুলেছিল।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে', জজ বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি জেরা চালিয়ে যান।'

'না, মিঃ ফানুস,' ম্যাগনাস নিউটন বললেন, 'ছোটবেলায় পড়া শিকারের গল্প বা শিকারের ফিল্মের কথা তুললেই হবে না। ঐ আওয়াজটা কিসের ছিল সে সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। আচ্ছা, আপনি কি এখনও বলবেন যে ঐ আওয়াজ সত্যিই অট্টহাসি ছিল?'

'আজ্ঞে, তাইত মনে হচ্ছে' মিঃ ফানুস এমনভাবে জবাব দিলেন যেন তিনি এখন আর নিজের বক্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত নন।

'কিন্তু এমনও ত হতে পারে যে ঐ আওয়াজ আসলে ছিল কোনও নারীকণ্ঠের আর্তনাদ,' নিউটন বললেন, 'হয়ত কোনও বিপন্ন যুবতী সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করছিল আর তাই আপনার হিংস্র হায়েনার অট্টহাসি বলে মনে হয়েছে।'

'না, মশাই,' মিঃ ফানুস হঠাৎ দৃঢ় গলায় প্রতিবাদ করে বললেন, 'আমার তা মনে হয় না।'

'আচ্ছা হাসিটা কেমন ছিল বলুন ত মিঃ ফানুস,' ম্যাগনাস নিউটন মনের সুখে সাক্ষীকে খেলাতে লাগলেন, 'খুব খুশি বা আনন্দ হলে আমরা যেমন হা হা হো হো করে হেসে উঠি, ঠিক তেমনি কি?'

'না, মোটেই তেমন নয়,' মিঃ ফানুস বললেন, 'আগেই ত বলেছি যে ঐ হাসি শুনে ভয়ে আমি থরথর করে কেঁপে উঠেছিলাম।'

'সত্যি বলছেন মিঃ ফানুস, ঐ অট্টহাসি শুনে আপনি খুব ভয় পেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ মশাই, শুনলে আপনার নিজেরও প্রাণ খাঁচাছাড়া হত,' মিঃ ফানুস বললেন, 'শুধু ভয় কি, আমার বুকের রক্ত একদম ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল।'

'ধরুন আপনি যদি ঐ অট্টহাসি শুনতে না পেতেন তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াত?' নিউটন মিঃ ফানুসকে ঠেসে ধরলেন, 'তাহলেও কি আপনি সমুদ্রের দিক থেকে এগিয়ে আসা ঐ লোকটিকে দেখতে পেতেন?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পেতাম,' মিঃ ফানুস বললেন, 'এ বিষয়ে আমার মনে কোনও দ্বিধা নেই।'

'কি করে আপনি এত নিশ্চিত হচ্ছেন বলবেন কি?'

'কারণ লোকটি টলতে টলতে হাঁটছিল, সামান্য খোঁড়াচ্ছিল, তার মুখখানা ছিল ফ্যাকাশে, আর নিজের মনে কি যেন বিড়বিড় করে বলছিল সে।'

'এই ত মুশকিল বাধালেন,' ম্যাগনাস নিউটন বললেন, 'লোকটির নিজের মনে বিড়বিড় করার কথা কিন্তু আপনি আগে উল্লেখ করেন নি।'

'হ্যাঁ, তা হয়ত হতে পারে,' মিঃ ফানুস নিজের বক্তব্যে অটল থাকবার চেষ্টায় বললেন, 'আসলে কথাটা এখনই আমার মনে পড়ে গেল।'

লোকটি বিড়বিড় করে যা বলছিল তা আপনি শুনতে পেয়েছিলেন কি?' নিউটন বললেন, 'নাকি শুধু তার ঠোঁটদুটো নড়তে দেখেছিলেন?'

'না, সে কি বলছিল তা আমি শুনতে পাইনি,' বলে মিঃ ফানুস তাঁর প্যাশনে চশমাটা নাকের ওপর শক্ত করে এঁটে দিলেন।

'আপনি বলছেন লোকটির মুখ তখন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। কিন্তু আপনি যে আলোর নীচে তাকে দেখেছিলেন তার নাম ফ্লোরোসেন্ট, আর এটা নিশ্চয়ই জানেন যে ঐ ফ্লোরোসেন্ট আলোর নীচে বেশীরাতের দিকে আপনার, আমার সবারই মুখ ফ্যাকাশে দেখাবে?'

'আমি—আমি তা ঠিক লক্ষ্য করিনি।'

'বাঃ, এইত আসল কথা এতক্ষণে পেট থেকে বেরোচ্ছে,' নিউটন আবার প্রশ্ন করলেন, 'তা ঐ লোকটির পরণে কি ছিল তা লক্ষ্য করেছিলেন নিশ্চয়ই?' ওর স্যুটের রং কি ছিল?'

'স্যুট নয়,' মিঃ ফানুস বললেন, 'ওর পরণে ছিল একটা জ্যাকেট আর ট্রাউজার্স।'

'ও দুটোর রং কি ছিল?'

'আ—আমার তা ঠিক মনে পড়ছে না।'

'ওর পরণের জামাকাপড়ে কোথাও রক্ত লেগেছিল?'

'তা বলতে পারব না,' মিঃ ফানুস ক্লান্ত বিধ্বস্ত গলায় বললেন, 'আসলে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলো জোরাল ছিল না কিনা তাই—'

'আলো জোরাল ছিল না, কিন্তু তা সত্বেও লোকটির মুখ একবার দেখেই আপনি ঠিক তাকে চিনতে পারলেন যাকে আগে কখনও আপনি দেখেননি। আচ্ছা বলুনত লোকটি আপনার থেকে কতটা দূরে ছিল?'

'তা প্রায় পাঁচ কি ছ'ফিট।'

'বেশ, তা ওর মুখের দিকে কতক্ষণ ধরে আপনি তাকিয়েছিলেন? আপনার সময়ের জ্ঞান ত খুব টনটনে, তা ওর মুখের দিকে কি মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড তাকিয়েছিলেন?'

'আ—আমি ঠিক বলতে পারব না।'

'আমি বলছি শুনুন,' ম্যাগনাস নিউটন দৃঢ়স্বরে বলল, 'একজন লোক পাশ কাটিয়ে যাবার সময় তার মুখের দিকে তাকাতে যতটা সময় লাগে আপনিও ঠিক ততটুকু সময়ই তাকিয়েছিলেন ওর দিকে। আর আপনি এটাই বলতে চাইছেন যে মাত্র ঐটুকু সময়ের মধ্যে আপনি ওকে চিনতে পেরেছিলেন। মিঃ ফানুস আসামীকে সনাক্তকরণের আগে আপনি কি খবরের কাগজে তার ফোটো দেখেছিলেন?'

'দেখেছি হয়ত,' কাঁদোকাঁদো গলায় মিঃ ফানুষ বললেন, 'ঠিক মনে পড়ছে না।'

'শুনুন মিঃ ফানুস,' এবার ম্যাগনাস নিউটন নিজেই হিংস্র হায়নার মত চেপে ধরল তার সাক্ষীকে, 'আমি বলছি যে সমুদ্রের ধারের রাস্তা ধরে হেঁটে ফেরার সময়

আপনি ঐ অস্বাভাবিক হাসি শুনতে পেয়েছিলেন কিন্তু সে হাসি ঠিক কিরকম তার বর্ণণা আপনি দিতে পারছেন না শুধু এটুকু বলছেন যে তা শুনে আপনি খুব ভয় পেয়েছিলেন—আর এরপর আপনি একটি লোককে সমুদ্রের ধারে বালুকাবেলা থেকে এগিয়ে আসতে দেখেছিলেন। ঐ অট্টহাসি শুনতে না পেলে আপনি নিশ্চয়ই সে লোকটির দিকে দ্বিতীয়বার আর তাকাতেন না। তাই নয় ?'

'তা কেন হবে ?' মিঃ ফানুস বিচলিত স্বরে বললেন. 'আমি যা শুনে ভয় পেয়েছিলাম তা ছিল খুনীর অট্টহাসিতে। সে হাসিতে মেশানো ছিল খুনীর হিংস্র উল্লাস।

'সে হাসিতে মেশানো ছিল খুনীর হিংস্র উল্লাস।' নিউটন জুরীদের দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, 'কাজেই এরপর যে লোকটিকে আপনার চোখে পড়ল তাকেই আপনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খুনী বলে মেনে নিতে হবে। তাছাড়া স্পোর্টস জ্যাকেট আর ট্রাউজার্স পরে বেশী রাতে সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়ায় এমন লোকের সংখ্যা ব্রাইটনে খুব কম নয়—এবার তাহলে আপনি নিশ্চয়ই মানবেন যে যাকে আপনি খুনী হিসেবে সনাক্ত করেছেন সে সত্যিই আসলে অপরাধী কিনা সে বিষয়ে আমার নিজের মনেই যথেষ্ট সংশয় আছে ?'

'তা হয়ত হতে পারে,' মিঃ ফানুস নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে শেষবারের মত চেষ্টা করলেন। 'তবু আমার মনে হয় সেদিন রাতে আমি ওকেই দেখেছিলাম। আর সেই সঙ্গে আবার আমি বলছি—'সে হাসিতে মেশানো ছিল খুনীর হিংস্র উল্লাস।'

মিঃ ফানুসের ওপর সরকারী উকিল জেমস হেলির অনেক আশা ভরসা ছিল কিন্তু যেভাবে তিনি নিজের মুখে সবার সামনে হাসালেন তারপর তাঁকে পাল্টা জেরা করার সামান্যতম সাধও আর তার মনে রইল না। মিঃ হেলি জেরা করতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু মিঃ ফানুস তার আগেই নেমে এলেন কাঠগড়া থেকে। হতভাগা আস্ত গর্ধভ।' মিঃ ফানুসের উদ্দেশ্যে মন্তব্যটা চাপাগলায় ছুঁড়ে দিয়ে সরকারী উকিল জেমস হেলি আবার বসে পড়লেন তাঁর চেয়ারে।

'কি মশাই,'—বিলিয়ার্ড টেবলের ধারে দাঁড়িয়ে লাঠির আগায় চক মাখাতে মাখাতে রবিন পিংকনি সলিসিটর মিঃ লাইকনেসকে বললেন, 'আপনার উকিল আজ বিকেলে ত দিব্যি খেল দেখাল।'

'তাই যেন হয়,' মিঃ লাইকনেস বললেন, 'মিঃ ফানুসকে ও সবার সামনে আজ বেইজ্জৎ করে ছেড়েছে। কিন্তু কাজটা কি খুব ভাল হল ? ভাল হোক সেই আশাই করব।'

'সে কি মশাই ?' রবিন পিংকনি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন 'আপনার নিজের মনে সন্দেহ জাগছে কেন ?'

লাঠির এক খোঁচায় হলদে বলটাকে অনায়াসে টেবলের এককোণের পকেটে ফেলে মিঃ লাইকনেস বললেন, 'জানি না, আসলে জন উইলকিনস সম্পর্কে আমার মনে কেমন

যেন একটা অনুভূতি জাগছে। এত নিরীহ আর নির্দোষ বলে তাকে মনে হচ্ছে যে—

'তার মানে বলতে চান খুনটা ও করেনি ?'

'আমি কি বলতে চাই তা আমি নিজেই বুঝতে পারছিনা,' মিঃ লাইকনেস জবাব দিলেন।

'এই নাও, তুমি আমার কাছে দশ সিলিং পেতে,' কয়েকটা খুচরো মিঃ লাইকনেসের হাতে গুঁজে দিয়ে রবিন পিংকনি বললেন, 'চলুন, বারে চলুন। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

জন উইলকিনসের উকিল ম্যাগনাস নিউটন নিজেও বিচলিত ছিলেন কারণ তাঁর দশ বছরের মেয়ে ভায়োলার মাম্পস হয়েছে। হ্যাম্পটন কোর্টের বাড়িতে বৌকে টেলিফোন করে নিউটন জানতে পেরেছেন মেয়ের অবস্থা একইরকম রয়েছে। চেম্বারে ফিরে এসে নিউটন দেখতে পেলেন ডঃ ম্যাক্স অ্যাণ্ড্রিয়াডিস তাঁর টেবলের সামনে একটি চেয়ারে বসে আছেন। ম্যাগনাস নিউটন প্রায়ই হলিউডের তোলা নানা ধরণের ফিল্ম দেখেন। হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা ভিনসেণ্ট প্রাইসের সঙ্গে ডঃ অ্যাণ্ড্রিয়াডিসের মুখের প্রচুর সাদৃশ্য আছে বলে তাঁর মনে হল।

'ডাক্তার, আপনি এসেছেন ভাল হয়েছে।' নিউটন এগিয়ে এসে বললেন, 'উইলকিনসের মামলাটা কেমন লাগছে তাই বলুন।'

'সত্যি বলতে কি এই মামলার গতিপ্রকৃতি আর ফলাফল সম্পর্কে আমি যথেষ্ট কৌতূহলী ;' অ্যাণ্ড্রিয়াডিস বললেন, 'আসলে ঐ উইলকিনসের মানসিকতা আর ব্যক্তিত্ব দুটোই যথেষ্ট কৌতূহলপ্রদ।'

'তাই নাকি।' নিউটন তাঁর চেয়ারে ডাক্তারের মুখোমুখি বসে জানতে চাইলেন।

'দেখুন,' অ্যাণ্ড্রিয়াডিস বললেন, 'কি আমার বক্তব্য ব্যাখ্যা করব জানি না। তবে ও খুন করুক বা নাই করুক এটা ঠিক যে ঐ খুনের দায়ভাগ পুরোটাই চেপেছে ওর কাঁধে আর সম্ভবতঃ এটাই ওর নিয়তি।'

অন্যসময় হলে নিউটন ডাক্তারের এই মন্তব্যকে কোনরকম গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু আজ মন দিয়ে তা শুনলেন তিনি।

'আমার কাছে যে বিবৃতি সে দিয়েছে তার কথাই ধরুন', ডঃ অ্যাণ্ড্রিয়াডিস বললেন, 'ও যে সত্যি কথা বলতে চাইছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এখন ওকে যদি আপনারা সাক্ষীর কাঠগড়ায় তোলেন—'

'হ্যাঁ,' নিউটন হঠাৎ গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমরা ওকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলব।'

'তাহলে ত সব আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে,' ডঃ অ্যাণ্ড্রিয়াডিস বললেন, 'তখন ও আবার জেরার জবাবে সত্যিকথাই বলবে। আপনি বলবেন তার ফলেই ও নিজের মৃত্যু ডেকে আনবে।'

আলমারী খুলে হুইস্কির আর টনিক ওয়াটারের দুটি বোতল বের করলেন নিউটন। একটি গ্লাসে জল ঢেলে তাতে হুইস্কি মেশালেন, আরেকটি গ্লাসে টনিক ওয়াটার ঢেলে রাখলেন ডঃ অ্যাণ্ড্রিয়াডিসের সামনে।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে নিউটন বিনীতভাবে বললেন। 'আপনার কাছে আমার মাফ

চাওয়া উচিত। আগেরবার আপনার সামনে এমন ভাব করেছিলাম যেন ম্যাকনাউটন নিয়মবিধি সম্পর্কে অনেক কিছু আমি জানি। আমার সেই আচরণের জন্য আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'ওটা কোনও ব্যাপার নয়।' অ্যাণ্ড্রিয়াডিস বললেন, 'এ নিয়ে শুধু শুধু ভেবে মন খারাপ করবেন না।'

'আজকের দিনটা ত ভালই কাটল, কি বলেন?'

'সে ত একশোবার,' আপনার দক্ষতার তারিফ করবে না এমন কেউই ছিলনা আদালতে।'

'তবু কেন জানিনা মনে মনে ভয়ানক উদ্বেগ বোধ করছি।' নিউটন বললেন, 'আমার মেয়েটার মাম্পস হয়েছে, মুখখানা ঠিক বেলুনের মত ফুলে উঠেছে, ভারী কষ্ট পাচ্ছে বেচারী। আপনার কি মনে হয় এই কারণেই আমার মনে উদ্বেগ হচ্ছে?'

'খুবই স্বাভাবিক, তবু আমার মনে হয় উদ্বেগের আসল কারণ এটা নয়।'

'এ সম্পর্কে আপনার সঙ্গে আমি একমত। শুনুন, ডাক্তার, এই জন উইলকিনস মন খুলে আমার সঙ্গে কথা বলেনি। কিন্তু আপনার কাছে কিছুই সে গোপন রাখেনি। ওর সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?'

'আমি ত আগেই আপনাকে বলেছি যে ও ভয়ানক হীনমন্যতায় ভোগে যাকে আমরা ইনফিওরিটি কমপ্লেক্স বলি। এই মানসিকতাই উইলকিনসের যাবতীয় কার্য-কলাপকে নিয়ন্ত্রণ করছে।'

'হ্যাঁ, তা জানি ডাক্তার,' নিউটন কিছুটা অধৈর্যভাবে বললেন, 'কিন্তু কোথাও একটা বড় রকমের ভুল হয়ে গেছে। আমি কি বলতে চাই তা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন?'

'না, আমি নিজে কিছু অনুমান করব না, আপনি আপনার নিজের ধারণাই আমাকে শোনান।'

'জন উইলকিনস যদি সত্যিই খুন করে থাকে তাহলে জানবেন ও এক ভুল মেয়ে-মানুষকে খুন করেছে। আমার কথা বুঝতে পেরেছেন? শীলা মর্টনকে ও সত্যিই ভালবাসত কাজেই তাকে ওর কোনভাবেই খুন করার কথা নয়, বরং যদি ওর বৌ যে সত্যিই খুন হত তাহলে তা আমার মতে অস্বাভাবিক হত না। ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যে দুজনকে ভয়ানক ঘৃণা করত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। উইলকিনস কেন আমায় ওর উকিল হিসেবে বেছে নিয়েছে জানেন, ডাক্তার? কারণ জ্যামাইকান নিগ্রো গ্রেগরী ম্যাককেনা তার ইংরেজ বৌকে মাথায় বোতল মেরে খুন করেছিল মনে পড়ে? সেই মামলায় আমি ম্যাককেনার হয়ে মামলা লড়েছিলাম, তাই।'

'ঠিক এইরকম কিছু যে আপনার মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম,' অ্যাণ্ড্রিয়াডিস মন্তব্য করলেন।

'যে সাক্ষীকে আজ নাজেহাল করে ছেড়েছি সেই মিঃ ফানুস বলছেন উনি যখন উইলকিনসকে দেখেন তখন রাত বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি ছিল। প্রিন্স রিজেন্ট হোটেলের হল পোর্টার জানিয়েছে উইলকিনস ঠিক বারোটা বাজতে দশ মিনিটের

সময় ঘটনার রাতে হোটেলে ফিরে এসেছিল। কিন্তু উইলকিনসের বৌ মে বলেছে যে চৌঠা জুন তারিখে রাত বারোটা বেজে পঁচিশ মিনিটের সময় জন হোটেলে তাদের কামরায় এসে ঢুকেছিল। এখন জুরীর সদস্যরা যদি মের বক্তব্যকে মেনে নেন তাহলে মিঃ ফানুসের বক্তব্য আদৌ টিকবেনা।'

'নাই বা টিঁকল।' ডঃ অ্যাশ্রিয়াডিস বললেন, 'আমি ত এর মধ্যে সমস্যার কিছুই দেখছিনা।'

'আসলে মে উইলকিনসকে আমি সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলতে চাইছি না।' নিউটন বললেন, 'আর সেই কারণেই আমি আজ ফানুসকে বেইজ্জৎ করেছি উনি যে এক পয়লা নম্বরের মিথ্যেবাদী তা আমি আদালতে প্রমাণ করে ছেড়েছি।'

'কিন্তু মে উইলকিনসকে আপনি সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলতে চাইছেন না কেন?'

'কারণ একবার কাঠগড়ায় ওঠার পর সরকারী উকিল হেলি ওর মুখ দিয়ে কি যে বলিয়ে নেবেন তার ঠিক নেই। তাছাড়া ফানুসকে নাজেহাল করায় হেলি মেকে খেলিয়ে বদলা নিতে চাইবে। আচ্ছা, ডাক্তার, উইলকিনস যে সেদিনের ঘটনা কিছুই মনে করতে পারছে না তা কি আপনি সত্যি বলে বিশ্বাস করেন?'

'নিশ্চয়ই,' ডঃ অ্যাশ্রিয়াডিস বললেন, 'উইলকিনস সবসময় স্বপ্নের জগতে বিচরণ করে। সজ্ঞানে সচেতনভাবে প্রবঞ্চনা করার বা মিথ্যে কথা বলার ক্ষমতা ওর নেই।'

'কিন্তু সেদিন সন্ধ্যের ঘটনা যে ওর মনে পড়তেই হবে,' নিউটন বললেন, 'সাময়িক স্মৃতি লোপ পাবার এই ব্যাপারটা জুরীদের কাছে টিঁকবে না। যাক আপনি আমার সঙ্গে একমত ত? আমার মতে ও ভুল মেয়েমানুষকে খুন করেছে।'

কয়েক মুহূর্ত নিউটনের দিকে তাকিয়ে ডঃ অ্যাশ্রিয়াডিস বললেন, 'আপনার সিদ্ধান্তটা নিঃসন্দেহে কৌতূহলজনক। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এসব ব্যাপারের কোনও নিশ্চয়তা নেই।'

'তা যদি বলেন ত বলব ফৌজদারী আদালতে মনস্তত্ত্বের কোনও মূল্যই নেই,' নিউটন বললেন, 'আমার একটা অনুরোধ রাখবেন? উইলকিনসের সঙ্গে আবার গিয়ে দেখা করুন, চেষ্টা করে দেখুন ওর কাছ থেকে আসল ঘটনা কি ঘটেছিল তা বের করতে পারেন কিনা। আপনি কাজটা করতে পারলে আমার বুকের ওপর থেকে একটা পাথরের বোঝা খসে পড়বে।'

'ঠিক আছে, যাব।' অ্যাশ্রিয়াডিস বললেন, 'কিন্তু কই আপনার চোখ মুখ ত এখনও কালো দেখাচ্ছে, আপনি কি আমার প্রতিশ্রুতি শুনেও খুশি হন নি?'

'কি করে খুশি হব বলুন,' নিউটন বললেন, 'আসলে মেয়েটার জন্য খুব ভাবনা হচ্ছে।'

পরদিন ঠিক লাঞ্চের সময় বেসরকারী গোয়েন্দা ল্যাম্বি এসে হাজির হল ডিভাইন বেল পাব-এ। পর্ক পাই, জঘন্য স্বাদের স্যালাড আর বিটার দিয়ে লাঞ্চ সারল সে। খেতে খেতে বেটে মোটা চেহারার বারমেইডের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আজ একদম ভিড় নেই কেন?

'আপনি অনেক আগে এসে পড়েছেন তাই খালি দেখছেন,' বলেই একটা কাঁচের গ্লাস তুলে নিয়ে রুমাল দিয়ে ঘষে পালিশ করতে লাগল সে। ল্যাম্বি বুঝতে পারল বারমেইড ড্রিঙ্ক করতে চাইছে তার পয়সায়। এতটুকু চিন্তা না করে সে লাইম সহযোগে জিনের অর্ডার দিল, সবটুকু পানীয় একঢোঁকে গলায় ঢেলে বারমেইড হাত পেতে বলল, 'এক সিলিং ন পেন্স দিন।' ল্যাম্বিকে তো একটা ধন্যবাদও দিলনা সে।

কিন্তু ল্যাম্বি জাত গোয়েন্দা তাই খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। মদের দাম মেটানোর পরেই তার মনে হল এই মেয়েটিকে দিয়ে তার কাজ হতে পারে। হাসতে হাসতে সে বলল, 'ইয়ে, বলছিলাম কি—'

'বুধবার বিকেলে আমি ফ্রী থাকি।' যুবতী বারমেইডটি বলল, 'কিন্তু বেশীর ভাগ দিনই সন্ধ্যের পর আমার হাতে কিছু সময় থাকে।'

'আসলে ব্যাপার হল,' ল্যাম্বি বলল, 'আমি জানতে চাই আমার এক বন্ধু কিছুদিন আগে এখানে এসেছিল কিনা,' বলেই সে পকেট থেকে জন উইলকিনসের একটা ফোটোগ্রাফ বের করে তুলে দিল মেয়েটির হাতে। ফেটোটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মেয়েটির ভুরুজোড়া যে হঠাৎ কুঁচকে গেল তাও ল্যাম্বির নজর এড়াল না।

'শোন,' মেয়েটি আন্তরিকভাবে বলল, 'নাম বলতে না পারলেও ওর মুখটা খুব চেনা বলে মনে হচ্ছে। দাঁড়ান, ওপরে মিঃ হ্যারিসন আছেন,' মেয়েটি বলল, 'উনি এখানকার ম্যানেজার ওঁকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখি।' বলেই মেয়েটি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

'অমন কাজটিও কোরনা, ল্যাম্বি হাত ধরে টেনে তাকে নিরস্ত করল। তদন্ত করতে গিয়ে এই ধরনের গোপন খবর যে ওপরওয়ালার চাইতে অধস্তন কর্মচারীদের কাছ থেকেই বেশী পাওয়া যায় সে অভিজ্ঞতা তার আছে। পাঁচ সিলিং মেয়েটির হাতে গুঁজে দিয়ে ল্যাম্বি বলল, 'কয়েক হপ্তা আগে আমার এই বন্ধুটি এখানে এসেছিল। তখন একটি মেয়ের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়েছিল সে। এখন মুশকিল হল, সেই মেয়েটির কাছে একটা প্রয়োজনীয় জিনিস সে ঐ সময় ভুল করে গিয়েছিল, বুঝতে পেরেছো? এই হল আসল ব্যাপার।'

'খুব বুঝেছি' বলতে বলতে মেয়েটি কাউণ্টারের অন্যদিকে এগিয়ে গেল, দুজন খদ্দের এসে বসতে বসতে দু গ্লাস বীয়ার তাদের দুজনের সামনে রেখে সে আবার এসে দাঁড়াল ল্যাম্বির সামনে, এক চোখ টিপে জানতে চাইল, 'তা তোমার সেই বন্ধুটি তখন কি রকম জিনিস ভুল করে ফেলে গিয়েছিল জানতে পারি কি যার খোঁজে তুমি এখানে এসেছো?'

'জানি বইকি, 'ল্যাম্বি পেশাদারী ঢংয়ে দিব্যি মিথ্যে গপ্পো ফাঁদল, 'ওটা ছিল একটা সিগারেট কেস। জিনিসটা খুব দামী নয়, কিন্তু আসলে আমার বন্ধুকে তার ওপরওয়ালা ওটা উপহার দিয়েছিল তাই জিনিসটা খুইয়ে আমার বন্ধুর মনমেজাজ ভয়ানক খারাপ হয়ে গেছে। তার ওপর আরও মুশকিল হয়েছে যে মেয়েটির সঙ্গে সেদিন ও এখানে কিছু সময় কাটিয়েছিল তার নাম বা চেহারার বর্ণনা কিছুই ও দিতে পারছে না এবার ভেবে দ্যাখো ইতরপানা কেমন গেছো উল্লুকের মত মাল খেয়েছিল সেদিন এখানে বসে।'

'সেইজন্যই হয়ত লজ্জায় নিজে না এসে তোমার বন্ধু তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছে,' বারমেইড বলল।

'ঠিক তাই,' ল্যাম্বি বলল, 'তাছাড়া আমার বন্ধুকে তার কোম্পানী পরশুদিন গ্লাসগোতে পাঠিয়েছে তাই ও আসতে পারেনি। এদিকে ওর বৌ রোজই জানতে চাইছে সিগারেট কেসটা গেল কোথায়, কিন্তু বন্ধু বেচারার মুখ ফুটে সত্যি কথাটা বলতে পারছে না।' কথা শেষ করে পার্স খুলে একটা দশ শিলিং বারমেইডের হাতে আবার গুঁজে দিল ল্যাম্বি, মিনতির সুরে বলল, 'দেখোনা একটু চেষ্টা করে সেই মেয়েটিকে খুঁজে পাও কিনা।'

'এই ত মুশকিলে ফেললে, 'বারমেইড চোখ টিপে হাসল, 'গোটা দুয়েক মেয়েকে এখানে পাবে, তাদের মধ্যে কাকে তোমার বন্ধু কোলে বসিয়েছিল তা এখন খুঁজে বের করি কি করে? তা সেই মেয়েটিকে দেখতে কেমন, লম্বা না বেঁটে, ময়লা না ফর্সা, মোটা না রোগা এসব কিছুই তোমার বন্ধু বলে দেয়নি? মুখ দেখে ত মনে হচ্ছে তুমি আজই প্রথম এখানে এলে, তার মানে তুমি পুরোনো পাপী নও। আচ্ছা, সেই মেয়েটির নিজের কোনও ভাই আছে কিনা তা বলতে পারো? তোমাদের মত খদ্দের যারা মুখ না খুলে একদম চুপচাপ করে থাকে তাদের নিয়েই হয় মুশকিল। ম্যানেজার দেখতে পেলে আমায় ঠিক খেয়ে ফেলবে, দেখি কি করতে পারি? আচ্ছা, একটুকরো কাগজ দাও ত। তুমি যার খোঁজে এখানে এসেছো তা ঠিক পেয়ে যাবে কথা দিচ্ছি।'

ল্যাম্বি তার পকেটে রাখা নোটবই থেকে একটুকরো কাগজ ছিঁড়ে মেয়েটির হাতে দিতেই সে তাতে বলপেন দিয়ে খসখস করে তিনটে নাম লিখল, তারপর বলল, 'আমার তিন বান্ধবীর নাম এখানে লিখে দিলাম, একজনের রং ময়লা, চুলের রং কালো, বাকি দুজন বেশ ফর্সা, চুলের রং লাল। দেখো, একা পেয়ে আবার তিনজনের সঙ্গেই বাঁদরামি কোরনা যেন।'

'এরা তিনজনেই কি বিকেলের দিকে আসে?' ল্যাম্বি জানতে চাইল।

'তা বলতে পারো,' মেয়েটি বলল, 'আমার মত সারাদিন ওরা এখানে পড়ে থাকে না।' বলেই মেয়েটা দু আঙ্গুলের সাহায্যে এমন একটা ইসারার ফলে যার অর্থ সে আরও কিছু টাকা চায়, ল্যাম্বি সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা দশ শিলিং গুঁজে দিল তার হাতে।

বিকেল পর্যন্ত ল্যাম্বি অপেক্ষা করল সেই পাব-এ, আর তাতে তার লাভ বই লোকসান হলনা। যে তিনটি মেয়ের নাম বারমেইড যুবতীটি তাকে লিখে দিয়েছিল তাদের নাম মিলি টায়ার, অলিভিয়া লরেন্স ও বেটি প্রেস্টন।

মিলি টায়ার মেয়েটি সেল ম্যাসাজিস্ট, ম্যাসাজ করতে বলে খদ্দেরকে দেহ বিক্রী করে। ল্যাম্বিও তাকে দিয়ে ম্যাসাজ করাল আর এক ফাঁকে জন উইলকিনসের ফোটোটা তুলে দিল তার হাতে। ফোটোটা খুঁটিয়ে দেখল মিলি, তারপর ঘাড় নেড়ে বলল, 'দুঃখিত, চিনতে পারলাম না।' পুরো দুগিনি মিলির হাতে তুলে দিয়ে ল্যাম্বি বেরিয়ে এল তার ঘর থেকে। এরপর ঢুকল মিস অলিভিয়া লরেন্সের কামরায়। ল্যাম্বির কাছে যুবতীটি নিজেকে মডেল হিসেবে পরিচয় দিল, ইসারায় ঘরের কোণে রাখা ক্যামেরাটি দেখাল সে, মুচকি হেসে বলল, 'কি গো, ফোটো তুলবে নাকি?

'জামাকাপড় খুলি তাহলে ?'

ভুল করে ল্যাম্বি গম্ভীরগলায় বলল, 'আমি মডেলদের দালাল নই, আমি একজন গোয়েন্দা, একটা তদন্তের কাজে এখানে এসেছি।' কথা শেষ করে মোসির ফোটোখানা সে দেখাল অলিভিয়া নামে সেই দেহবিলাসিনীকে।

'ওর ফোটো ত খবরের কাগজেই দেখেছি,' অলিভিয়া বলল, 'ব্রাইটনে সমুদ্রের ধারে শীলা নামে ওর প্রেমিকাকে খুন করেছে, তাই না? ওর খুনের মামলা ত সবে শুরু হয়েছে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো,' ল্যাম্বি বলল, 'আর এও জানি যে খুনের দিন বিকেলে নয়ত সন্ধ্যের পর সে এখানে এসেছিল। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কার কামরায় সে ঢুকেছিল তা এখনও জানতে পারছি না।'

'যাও, দূর হয়ে যাও এখান থেকে,' অলিভিয়া বলল, 'তোমার মত এক টিকটিকিকে কোনভাবেই সাহায্য করতে রাজী নই আমি।' কথাটা বলেই দু আঙুলে তুড়ি দিল অলিভিয়া সঙ্গে সঙ্গে একটি ষণ্ডামার্কা চেহারার লোক এসে দাঁড়াল তার ঘরের দরজায়। ল্যাম্বি লক্ষ্য করল লোকটি বেল্টে গোঁজা খাপ থেকে টেনে বের করল একখানা ছুরি।

'এই হ্যালো টিম,' ইসারায় ল্যাম্বিকে দেখিয়ে অলিভিয়া লোকটিকে বলল, 'এটা পুলিশের টিকটিকি, ব্রাইটনে সেদিন যে ছুঁড়িটা যার হাতে খুন হল তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে এসেছে। ওকে এখান থেকে ভাগাও ত।'

'এই যে হনুমান,' ডানহাতের বুড়ো আঙুলে দরজা দেখিয়ে ষণ্ডামার্কা লোকটি ল্যাম্বিকে বলল, 'ভালয় ভালয় কেটে পড়ো এখান থেকে, নয়ত—'

'ভুল করছ চাঁদু,' ল্যাম্বি তার জ্যাকেট তুলে কাঁধের আড়াআড়ি ভাবে ঝোলানো খাপসমেত রিভলভারটা দেখিয়ে বলল, 'আমি টিকটিকি ঠিকই, তবে পুলিশের নই, বেসরকারী। ছুরি দেখিয়ে আমায় এখান থেকে খেদাতে পারবে তা ভেবনা যেন। আর এও জেনে রেখো যে শুধু হাতে আমি খবর যোগাড় করতে আসিনি। তার বিনিময়ে টাকা খরচ করতে রাজী আছি আমি।'

'এঁর রেট ঘণ্টাপিছু এক গিনি,' অলিভিয়াকে দেখিয়ে টিম বলল, 'অত টাকা দেবার ক্ষমতা আছে তোমার ?'

'নিশ্চয়ই,' বলে পার্স খুলে একটি গিনি বের করে অলিভিয়ার হাতে তুলে দিল ল্যাম্বি, তাছাড়া নগদ পাঁচ শিলিং টিমকেও বকশিষ দিল। টাকা পেয়ে টিম আর দাঁড়াল না, ল্যাম্বিকে সেলাম ঠুকে চলে গেল সেখান থেকে।

কিন্তু অলিভিয়ার কাছ থেকে কিছু খবর যোগাড় করেও ল্যাম্বি খুশি হতে পারল না, এরপর তাই বেটি প্রেনটনের ফ্ল্যাটে এসে ঢুকল সে। ঘরে ঢুকতেই বেটি প্রেনটন পেশাদারী গলায় বলল, 'আমার ফি ঘণ্টাপিছু দু পাউণ্ড। টাকাটা আগে ম্যান্টল-পিসের ওপর রাখো তারপর জামাকাপড় যা খোলার খোল।'

ল্যাম্বি দু পাউণ্ড ম্যান্টলপিসের ওপর রেখে জানাল কি উদ্দেশ্যে সে এসেছে। ফোটো দেখেই বেটি বলল, 'চিনতে পেয়েছি এই ছেলেটা একটা খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েছে, তাই না। তা কি জানতে চাও বলো।'

'আমরা সন্দেহ করছি মেয়েটি যেদিন খুন হয় সেদিন বিকেলে বা সন্ধ্যের পরে ছেলেটি এখানে এসেছিল। ওকি তোমারই কামরায় ঢুকেছিল ?'

'যদি এসেই থাকে ত তাতে কি এল আর গেল ?' বেটি প্রেনটন বলল।

'আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিলে আমার মনিব তোমায় খুশি করে দেবেন,' ল্যাম্ব বলল।

'অর্থাৎ বড়জোর দশ কি নিদেনপক্ষে কুড়ি পাউন্ড বকশিস তিনি আমায় দেবেন, এই ত ?' মুখ টিপে হাসল বেটি, 'এই একখানা কামরায় গতর খেলিয়ে আমি প্রতিদিন পঁচিশ ত্রিশ পাউন্ড রোজগার করি, বুঝেছো ? যাক, ওসব দরকার নেই, তুমি আমায় পাঁচ পাউন্ড দাও, তাতেই আমি খুশি হব।'

'তাহলে সে রাতে জন উইলকিনস সত্যিই এসেছিল তোমার এই কামরায় ?' ল্যাম্ব পাঁচ পাউন্ড বেটির হাতে গুঁজে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ গো সোনা,' ল্যাম্বর গাল টিপে একটু আদর করে বেটি প্রেনটন বলল, 'খদ্দেররা আমাদের ধরে, কিন্তু সেদিন নীচের বার-এ আমিই ওকে ধরেছিলাম, সোজা ওপরে নিয়ে এসেছিলাম। এখন খবরের কাগজ পড়ে দুঃখ হচ্ছে বেচারার জন্য। আহা রে, বেচারার সংসারে বোধহয় এতটুকু শান্তি নেই তাই ঘরে বৌ থাকতেও অন্য মেয়েদের পেছনে দৌড়োয়, বেশ্যাবাড়ি যায়।'

'ও সেদিন এখানে কতক্ষণ ছিল ?'

'রাত এগারোটায় আমার এক মালদার খদ্দের এসেছিল তখনই আমি ওকে যেতে বলি। কোনও কথা না বাড়িয়ে ও দিব্যি চলে গিয়েছিল। আর হ্যাঁ, শুধু আমার কাঁধে বাঁ হাতটা রেখেছিল আর আমার বুকেও হাত বুলিয়েছিল, এছাড়া আর কিছুই করেনি সে। এইসব ভাল ছেলেগুলো কেন যে আমাদের কাছে আসে তা ভেবে পাই না।'

'আচ্ছা,' ল্যাম্ব জানতে চাইল, 'ওর হাতের বুড়ো আঙুলটা কি এখানেই কেটেছিল ? কি করে কাটল বলতে পারো ?'

'কেন পারব না।' বেটি হেসে বলল, 'ও আমায় আদর করতে করতে হঠাৎ বলল খিদে পেয়েছে। আমার কাছে তখন একটা পাউরুটি আর এক কৌটো ভাজা সিম ছিল। পাঁউরুটি হিটারে টোস্ট করে মাখন মাখিয়ে ওকে দিলাম, সঙ্গে ভাজা সিমের কৌটোটাও দিলাম। ঐ কৌটোর মুখ কেটে ভেতরের টিনের পাতলা ঢাকনাটা তুলতে গিয়ে ওর একটা বুড়ো আঙুল কেটে গিয়েছিল।'

'বুড়ো আঙুলের রক্ত কি ওর পরণের জ্যাকেট আর ট্রাউজার্সে লেগেছিল ?'

'দুঃখিত, এত খুঁটিনাটি বিষয় কি কারও মনে থাকে ?' বেটি ভুরু কুঁচকে বলল, 'হয়ত লেগেছিল, কিন্তু আমার মনে নেই।'

'ব্যাপারটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ।' ল্যাম্ব বলল, 'এর সঙ্গে ওর বেকসুর খালাস পাবার প্রশ্ন জড়িত মনে রেখো।'

'ওসব জ্ঞান আমায় দিতে এসো না।' বেটি প্রেনটন বলল, 'আমি রোজ সকালে খবরের কাগজ পড়ি, বলছি ত এটা আমার মনে নেই।'

বেটির উত্তর শুনে এবার ল্যাম্বি ভেতরে ভেতরে বেশ চটে গেল, কিছুটা গলা চড়িয়ে সে বলল, 'সাক্ষ্য দেয়া তোমার কর্তব্য তা মনে রেখো। একটা নির্দোষ নিরীহ লোকের ফাঁসী হোক বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হোক তুমি কি তাই চাও?'

'সে যে সত্যিই নির্দোষ আর নিরীহ তা তুমি জোর দিয়ে বলছ কি করে?' বেটি প্রেনটন এবার পাল্টা গলা চড়ালো। 'আমার এখান থেকে বিদেয় হবার পর সে যে সত্যি সত্যিই ঐ খুনটা করেনি তা তুমি প্রমাণ করতে পারবে? আর ওর জেল ফাঁসী যাই হোক না কেন তাতে আমার কি আসে যায়? প্রেম করে ত বিয়ে করেছিল হতভাগা। তারপর বৌকে সুখী করতে পারল না কেন? কেন অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে ফেঁসে গেল? এখানে আমাব বিছানায় শুয়ে একবার বৌ আর একবার ওর প্রেমিকার নাম করে কি কান্নাই না সেদিন কাঁদল ছেলেটা! তুমি সাক্ষ্য দেয়ার কথা বলছিলে, তাই না? আদালতে সাক্ষ্য দিলে যে আমার এই কাববারের লালবাতি জ্বালবে সেই খেয়াল তোমার আছে? আমার দালালরা সবাই এটাই ধরে নেবে যে ঐ খুনের মামলায় নিশ্চয়ই আম জড়িত। খবরটা জানাজানি হলে খদ্দেররা এখানে আসা বন্ধ করবে, তারপর যখন তখন তোলা আদায় করতে পুলিশের উৎপাতও বাড়বে।'

'তুমি তাহলে মুখ খুলবে না?' ল্যাম্বি বিছানা থেকে নেমে বেটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল।

'না।' বেটি গলা নামিয়ে বলল, 'দোহাই, এবার তুমি যাও, একটু বাদে আমার একজন খদ্দেরের আসবার কথা আছে। আমার মেজাজ নষ্ট হয়ে গেলে এ খদ্দের পরদিন অন্য মাগীর কামরায় গিয়ে ঢুকবে।'

'দুঃখিত,' ল্যাম্বি বলল, 'আগামীকাল সকালে তোমার আমার সঙ্গে যেতেই হবে।'

'যেতে হবে?' বেটি প্রেনটন অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'কোথায়?'

'আসামী পক্ষের উকিলের বাড়িতে।'

'তার মানে তুমি আমায় সাক্ষীর কাঠগড়ায় না তুলে ছাড়বে না। এই ত?'

'নিশ্চয়ই এটা তোমার কর্তব্য।'

'হতচ্ছাড়া পাজীর পা ঝাড়া কোথাকার!'

বেটি প্রেনটন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ল্যাম্বিকে গাল দিতে লাগল। 'নচ্ছার, বিটলে! তুমি এখান থেকে এক্ষুনি বিদেয় হও বলছি!'

'যাচ্ছি, কিন্তু তার আগে বলো আগামীকাল সকালে তুমি আমার সঙ্গে উকিলের কাছে যাবে ত?'

'সে কথা এখন কি করে বলব?' ক্ষেপে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ঝিমিয়ে পুরো-পুরি শান্ত হয়ে গেল বেটি প্রেনটন,' বললাম ত এখন আমার এক খদ্দের আসবে। তুমি কি চাও আমি পথে বসে ভিক্ষে করি? আগামীকাল সকালে টেলিফোন কোর, তখন যা বলার বলব।'

'উঁহু কাল সকালে নয়, আমি আজ রাতেই তোমায় টেলিফোন করব।'

'না সোনা, লক্ষ্মীটি, আজ নয়, দোহাই তোমার', বেটি মিনতি করে বলল, 'এর

সঙ্গে আমার ব্যবসার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে তা বুঝতে পারছ না? আজকের রাতটা অন্ততঃ ভাবতে দাও আমায় আগামীকাল সকালে ফোন কোর।'

'ঠিক আছে,' ল্যাম্বি বলল, 'তাহলে আগামীকাল সকাল দশটায় টেলিফোন করব।'

'আবার পাগলামো?' বেটি আদর করে ল্যাম্বির কান মুলে দিয়ে বলল, 'আমাদের কারবারে সারারাত জাগতে হয় তা জানো না? দশটা নয় কাল সকাল এগারোটায় টেলিফোন করবে, কেমন? আচ্ছা! তোমার নামটা কি তা বললে না?'

'আমার নাম ল্যাম্বি।'

'ল্যাম্বি,' বেটি তার গালে, মুখে দু হাত বুলিয়ে বলল, 'বাঃ! কি মিষ্টি নাম। ল্যাম্বি, ছোট্ট টিকটিকি খোকন আমার, তোমায় আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এবার মানে মানে এখান থেকে কেটে পড়, সোনা।'

আর একটি কথাও বলল না ল্যাম্বি, কোটটা গায়ে চড়াল, টুপিটা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে এল সেই বারবণিতার বিলাসবহুল উপকরণে সাজানো কামড়া থেকে।

"মিঃ ফানুসের মত প্রিন্স রিজেন্ট হোটেলের হল পোর্টারকেও যদি ঠেসে ধরতে পারি তাহলে হয়ত সে উইলকিনসকে আর সাক্ষীর কাঠগড়ায় তোলার দরকার হবে না। জুনিয়ার চার্লি হুডনুটকে বললেন জন উইলকিনসের উকিল ম্যাগনাস নিউটন।

হল পোর্টারের পদবী স্যাডক, পরিচিত অপরিচিত সবাই ঐ নামেই ডাকে তাকে বয়স ষাট থেকে তেষট্টির মধ্যে। জেরার উত্তরে সে বলল, যে ঘটনার দিন রাত বারোটার কিছু আগে জন উইলকিনস টলতে টলতে হোটেলে ফিরে এসেছিল, দেখে বোঝাই যাচ্ছিল সে মদ গিলেছে। জন উইলকিনস টলতে টলতে একাই লিফটে চেপেছিল, স্যাডক জানতে চেয়েছিল সে তাকে তার কামরায় পৌঁছে দেবে কিনা উত্তরে উইলকিনস জানিয়েছিল যে তার সাহায্যের দরকার নেই। উইলকিনস লিফটে চেপে ওপরে ওঠার পর হলঘরের দেয়াল ঘড়ির দিকে স্যাডকের চোখ পড়েছিল, তখনই সে দেখেছিল রাত বারোটা দশ মিনিট বাকি।

স্যাডকের এই বক্তব্য অনেকের কাছে নিতান্ত সাধারণ ঠেকলেও ধুরন্ধর ফৌজদার উকিল ম্যাগনাস নিউটনের কাছে তা কিছুটা অন্যরকম ঠেকল। স্যাডকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি হোটেলের একতলায় হল ঘরে অন্যান্যদি যেখানে বসেন সেদিনও নিশ্চয়ই সেখানেই ছিলেন, তাই না, মিঃ স্যাডক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।' স্যাডক তার কাঁচাপাকা গোঁফ চুমরে বলল, 'আমি আমা জায়গাতেই বসেছিলাম।'

'তার মানে সদর দরজা দিয়ে হলঘরে ঢুকে বাঁদিকে', নিউটন নিজের মনেই ব উঠলেন, 'তারপর উইলকিনস ভেতরে ঢুকল আর আপনি ধরে নিলেন সে মদ খেয়েছে কেন? একথা আপনার মনে হল কেন?'

'বললাম ত স্যার, ওর দু'পা টলছিল, তাছাড়া চোখ দুটো দেখাচ্ছিল ঘষা কাঁচে মত।'

'তারপর আপনি ওকে ওর কামরায় পৌঁছে দিতে চাইলেন, কিন্তু ও বলল

তার দরকার হবে না, তাই না ? আচ্ছা, সে সময় ওর কথা কি জড়িয়ে যাচ্ছিল।'

'তা বলতে পারব না আজ্ঞে।' স্যাডক বলল, 'অল্প কয়েকটা কথাই উনি বলেছিলেন।'

'তাহলে বলছেন উইলকিনস নিরাপদেই তার কামরায় পৌঁছেছিল ? লিফট থেকে বেরোতে ওর কোনও অসুবিধে হয়নি ?'

'আজ্ঞে না স্যার, 'কোনও ঝামেলা হয়নি, শুধু একটা বোতাম টেপার ব্যাপার, অসুবিধে হবে বা কেন ?'

'ঐসময় একবারের জন্যও কি আপনি নিজের জায়গা থেকে নড়েন নি ?'

'আজ্ঞে না, নড়তে যাব কেন ?'

'তাহলে ঘড়িতে তখন কটা বেজেছিল তা বললেন কি করে ?' দেয়াল ঘড়িটা, আপনি যেখানে বসেন তার ডানদিকে টাঙ্গানো। তাছাড়া হলঘরের দরজায় তা ঢাকা পড়ে যায়, কাজেই নিজের জায়গা থেকে না উঠলে আপনি দেয়াল ঘড়িতে সময় দেখলেন কি করে ?'

'আজ্ঞে আমার সামনে একটা আয়না আছে। স্যাডক বলল, 'ওর দিকে তাকালেই দেখা যায় ঘড়িতে কটা বেজেছে।'

'তাহলে ঘড়ি নয়, আয়নার দিকে তাকিয়ে আপনি উইলকিনসের হোটেলে ফিরে আসার সময় নোট করেছিলেন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।'

'তা তখন কটা বেজেছিল ?'

'আজ্ঞে রাত বারোটা বাজতে দশ মিনিট।'

'কিন্তু ঘড়িতে সময় যাইহোক না কেন,' নিউটন বললেন, 'আয়নায় আপনি যা দেখবেন তা ত ঘড়ির উল্টো ছবি। তাহলে উইলকিনস হলঘরে ঢোকার সময়েও আপনি নিশ্চয়ই ঘড়ির উল্টো ছবিটাই আয়নায় দেখেছেন।'

'না স্যার,' স্যাডক বলল, 'আয়নায় উল্টো ছবি দেখালেও আসল সময়টা দেখতে দেখতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সেদিন উইলকিনস যখন ফিরে এলেন তখন ঘড়িতে বেজেছিল বারোটা বাজতে দশ, কিন্তু আয়নায় দেখাচ্ছিল বারোটা বেজে দশ। কিন্তু যেহেতু ঐভাবে সময় দেখতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি তাই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তখন বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি ছিল।'

'কিন্তু এইভাবে আমায় উল্টো ঘড়ির সময় দেখে সময় বলাটা যে আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়, সেকথা কি আপনি মানতে রাজী নন ?'

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে স্যাডক চুপ করে রইল, ম্যাগনাস নিউটন বললেন, 'ধরুন আপনি বলছেন উইলকিনস সেদিন রাত বারোটা বাজতে দশ মিনিটে হোটেলে গিয়েছিল। এখন ধরুন আরেকজন এসে বললেন উইলকিনস রাত বারোটা বাজতে পঁচিশ মিনিটে গিয়েছিল, তখন আপনি কি বলবেন ?'

'আমি এটাই বলব যে তিনি ভুল বলছেন,' একটু ভেবে স্যাডক জবাব দিল।

ম্যাগনাস নিউটন আরও কিছুক্ষণ স্যাডককে খেলাতে চেয়েছিলেন, আমার বুকে

ঘড়ির যে সময় সে দেখেছিল তা যে সঠিক ছিল না এই কথাটাই তার মুখ থেকে শুনতে চাইছিলেন তিনি। কিন্তু স্যাডক তার নিজের বক্তব্যে একইভাবে অটল রইল। জেরার শেষে নিউটন এই সিদ্ধান্তে এলেন যে আসামীর বৌ মে উইলকিনসকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তাঁকে অবশ্যই দাঁড় করাতে হবে।

এরপর সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন কেনেথ জর্জ নর্ম্যাল রিচি, সাউথ ইস্টার্ন ফরেনসিক ল্যাবরেটরীর তিনিই সর্বেসর্বা। বাদী আর বিবাদী দুপক্ষই জানেন যে এই খুনের মামলায় রিচিই হলেন অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী।

আসামী জন উইলকিনসের জ্যাকেটের বাঁদিকের হাতায় দু জায়গায় আর তার ট্রাউজার্সের বাঁ পায়ে দু জায়গায় দুটো দাগ লেগেছিল। ফরেনসিক পরীক্ষায় সেগুলো রক্তের দাগ বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু ল্যাবরেটরীতে রিচি আরও একটি পরীক্ষা করেছিলেন তার নাম বেনজিডাইন টেস্ট। এই পরীক্ষার ফলে উইলকিনসের জ্যাকেট ও ট্রাউজার্সে আর পায়েরর জুতোয় কিছু কিছু রক্তের দাগ লেগেছিল প্রমাণিত হয়েছিল। জেরার শুরুতে এই ব্যাপারটা সরকারী উকিল হেলি রিচিকে দিয়ে ভাল করে ব্যাখ্যা করিয়ে নিলেন।

'আপনি এ সম্পর্কে নিশ্চিত যে আসামীর জ্যাকেটে আর ট্রাউজার্সে যে দাগ লেগেছিল তা সত্যিই রক্তের দাগ?' হেলি প্রশ্ন করলেন।

'ঠিক তাই,' রিচি জবাব দিলেন।

'আসামী স্বীকারোক্তি করতে গিয়ে বলেছে যে তার হাতের বুড়ো আঙ্গুল কেটে গিয়েছিল ঐদিন সন্ধ্যায়। তখনই রক্ত লেগেছিল তার জ্যাকেটে আর ট্রাউজার্সে। আপনার মতে এটা কি সম্ভব?'

'জ্যাকেট আর ট্রাউজার্সের রক্ত আসামীর ব্লাড গ্রুপের তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' রিচি বললেন, কিন্তু হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ক্ষতের পরিমাণ দেখে মনে হয় না এ রক্ত শুধু ওখান থেকে বেরিয়েছিল।'

সরকারী উকিল এবার ব্রাউন পেপারের মোড়ক খুলে আসামীর জ্যাকেট আর ট্রাউজার্স তুলে দিলেন জুরীদের হাতে, তাঁরা খুঁটিয়ে সেই রক্তের দাগগুলো দেখলেন যা আসামীর শাস্তিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

'আপনি ত বেনজিডাইন টেস্ট বাদেও একটি বিশেষ পরীক্ষা আসামীর ঐ জামা-কাপড়ের ওপর চালিয়েছেন, তাই না?' হেলি প্রশ্ন করলেন, 'সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করবেন কি এই পরীক্ষাটা কি?'

লম্বা চুলগুলো মাথার পেছনে হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে রিচি বললেন, 'রক্তের উপস্থিতি আছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য এটি এক ধরনের কার্যকর রঙের পরীক্ষা।'

'কিভাবে এই পরীক্ষা করা যায়?'

'যে বস্তুটি পরীক্ষা করা হবে,' রিচি ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, 'এক টুকরো সাদা ফিল্টার পেপার জলে ভিজিয়ে তার ওপর শক্ত করে চেপে ধরা যায়, তারপর এক ফোঁটা

বেনজিডাইন রি এজেণ্ট ঢালা হয় তার ওপর। রক্তের উপস্থিতি থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ফিল্টার পেপারের রং নীল হয়ে যাবে।'

'ধন্যবাদ,' হেলি মুখে বললেন বটে কিন্তু জুরীদের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি এটাই বুঝলেন যে ঐ জটিল রাসায়নিক পরীক্ষার বিন্দু বিসর্গ ঢোকেনি তাঁদের মাথায়। 'তা ঐ পরীক্ষা করে কি সিদ্ধান্তে এলেন আপনি ?'

'বাঁ দিকের হাতা ছাড়াও জ্যাকেটের সামনের দিকে, 'রিচি বললেন,' ট্রাউজারের সামনের দিকে কয়েক জায়গায় আর দুপাটি জুতোর মুখের দিকে রক্তের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে।'

'রক্তের ঐসব উপস্থিতি কি এটাই প্রমাণ করে যে খোলা জায়গায় খুন করার ফলেই তা আসামীর জামায়, ট্রাউজার্সে আর জুতোয় লেগেছে ?'

'খোলা জায়গায় ত বটেই,' রিচি তাঁর চিবুকে আঙ্গুলের টোকা মেরে বললেন, 'তবে বেনজিডাইন টেস্টে রক্তের যে উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে তা খালি চোখে দেখা যায় না।'

'খালি চোখে দেখা না গেলেও ঐ চারটে আলাদা রক্তের দাগকে আপনি এই বেনজিডাইন টেস্টের সাহায্যে সনাক্ত করতে পারেন ?'

'নিশ্চয়ই,' রিচির গলায় দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ফুটে বেরোল।

'মিঃ রিচি' হেলি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি মোট ক'বার এই বেনজিডাইন টেস্ট পরীক্ষাটি চালান ?'

'সেটা বলা মুশকিল' রিচি নাক খুঁটতে খুঁটতে বললেন, 'তেমন পরিস্থিতি হলে অন্তত পাঁচ হাজার বার পরীক্ষা না চালিয়ে আমি নিশ্চিত হই না।'

'এবং আপনার মতে রক্তের দাগ পরীক্ষা করার ত এ এক নির্ভুল পদ্ধতি ?'

'নিশ্চয়ই,' রিচি বললেন, 'এর চাইতে নির্ভুল পদ্ধতি আর কিছু হতে পারেনা।'

'মিঃ রিচি,' পাল্টা জেরা করতে উঠে ম্যাগনাস নিউটন বললেন, 'আপনি একজন রসায়নবিদ তাই না ? সরকার আপনাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আমি নিজেকে শুধু একজন বিজ্ঞানী বলেই মনে করি।'

'আচ্ছা, বেনজিডাইন টেস্ট পাঁচ হাজার বার করার পর আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে আসামীর জামাকাপড় আর জুতোয় রক্তের দাগ লেগেছে, তাই না ?'

'ঠিক তাই।'

'আমি যতদূর জানি বেনজিডাইন টেস্টের সাহায্যে রক্ত ছাড়া থুতুরও উপস্থিতি জানা যায়।'

'যায় ঠিকই, কিন্তু রক্তের মত ততটা নয়।'

'এ ছাড়া পুঁজ, গাছের রস, ধাতু, এ সবের উপস্থিতিও ঐ পরীক্ষার সাহায্যে জানা যায়।

'হ্যাঁ, কিন্তু রক্তের মত এত তাড়াতাড়ি তাদের পরীক্ষার ফল জানা যায় না।'

'মানুষের প্রস্রাব দুধ···কিছু কিছু বীজাণুর উপস্থিতিও জানা যায় তা কি আপনার জানা আছে ? খালি চোখে যাদের চোখে দেখা যাচ্ছে না সেগুলো যে রক্ত

নয়, দুধের ফোঁটা, তা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, পারি,' রিচি আবার দৃঢ়ভাবে বললেন, 'আপনি যা বলছেন তা পজিটিভ রিয়্যাকশান ঘটাতে সক্ষম মানছি, কিন্তু রক্তের রিয়্যাকশানের চাইতে তা আমার এবং অন্য যেকোন রসায়নবিদের চোখেই আলাদা।'

নিউটন আড়চোখে তাকালেন জুরীদের দিকে, দেখলেন তাঁরা সবাই আগ্রহ সহকারে শুনছেন তাঁর জেরা। তিনি রিচিকে বেকুব বানিয়ে দিন এটাই যে তাঁরা মনেপ্রাণে কামনা করছেন তা তাঁদের চাউনী দেখেই আঁচ করতে পারলেন তিনি। 'কিভাবে আপনি তাদের পৃথক করবেন ?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'তাদের রিয়্যাকশান রক্তের মত এত দ্রুত ঘটে না,' রিচি জবাব দিলেন।

'আচ্ছা মিঃ রিচি, আপনি বলতে পারেন আসামীর জামাকাপড় আর জুতোয় আরও যে অসংখ্য রক্তের দাগ লেগেছিল সেগুলো কতদিনের পুরোনো ? অর্থাৎ কতদিন আগে সেগুলো লেগেছিল ?'

'না, এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে আমি কিছু বলতে পারি না।'

'সেকি !' অবাক হবার ভান করে নিউটন বললেন, 'তাহলে ত এমন হতে পারে যে ঐসব রক্তের দাগ এক বছর আগে লেগেছিল ?'

'এক্ষেত্রে তা অসম্ভব, কিন্তু এমন ঘটলেও ঘটতে পারে।'

'তাহলে কমপক্ষে দু মাসের পুরোনো ত বটেই ?'

'তা, হ্যাঁ।'

'অথবা এক মাসের পুরোনোও হতে পারে ?'

'হ্যাঁ, তাও হতে পারে।'

'তাহলে ঐসব রক্তের দাগ গত চৌঠা জুন তারিখে আসামীর জামাকাপড়ে লেগেছিল একথা জোর গলায় আপনি বলতে পারেন না।'

'না।'

'তাছাড়া ঐ রক্ত কার তাও আপনি বলতে পারেন না। এমনত হতে পারে যে ঐ রক্ত আসামীর নিজেরই ?'

'তা হতে পারে।'

'তাহলে ঐসব রক্তের দাগের সঙ্গে এই খুনের যোগসূত্র আছে একথাও আপনি বলতে পারেন না কেমন ?'

'দেখুন,' মিঃ রিচি এবার কিছুটা উত্তেজিত গলায় বলে উঠলেন, 'আমি যে পরীক্ষা করেছি তার উদ্দেশ্য কখনোই তেমন ছিল না।'

'মিঃ রিচি,' নিউটন বললেন, 'আপনি পজিটিভ রিয়্যাকশনের কথা বলছেন, কিন্তু মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেনসে বেনজিডাইন টেস্ট নেগেটিভ রিয়্যাকশন ঘটায় বলে উল্লেখ করা আছে, বলে আইনের বই খুলে নিউটন জজ মোরল্যাণ্ডকে বিষয়টি দেখিয়ে দিলেন।

'তা হতে পারে,' রিচি বললেন, 'তবে আমি নিজে ঐ পরীক্ষা চালিয়ে পজিটিভ রিয়্যাকশন ঘটিয়েছি, এ আমার নিজের অভিজ্ঞতা।'

'কিন্তু ঐ দাগ যদি সত্যিই রক্তের হয়ে থাকে' জজ মোরল্যাণ্ড এবার গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, 'তাহলে আপনি স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না তা কার দেহের বা কোথা থেকে এসেছে, তাই না মিঃ রিচি ? মিঃ নিউটনের যুক্তি অনুযায়ী তা দু'মাস আগেও লেগে থাকতে পারে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ধর্মাবতার,' অসহায় গলায় মিঃ রিচি বললেন, 'পারে বৈকি।'

'আমি এটাই জানতে চাইলাম,' জজ বললেন, 'ব্যাপারটা আমার আর জুরীবৃন্দের কাছেও স্পষ্ট হল। ঠিক আছে, আপনি চালিয়ে যান, মিঃ নিউটন।'

ম্যাগনাস নিউটনের তখন জেরা করার মত আর কিছুই ছিল না, তিনি বুঝতে পারলেন যে জজ আর জুরী দুপক্ষই তাঁর জেরায় প্রভাবিত হয়েছেন, আসামীর জামা-কাপড় আর জুতোয় লেগে থাকা রক্তের দাগ যে নিহত শীলা মর্টনের নয় তা আসামীর নিজেরও হতে পারে এমন সম্ভাবনার স্বীকৃতি তিনি সরকারী ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের মুখ থেকে আদায় করে ছেড়েছেন। তাঁর জেরা শেষ হতে রসায়নবিদ কেনেথ জর্জ নর্ম্যাল রিচি পরাজয়ের লজ্জায় মাথা নীচু করে নেমে এলেন সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে।

ল্যাম্বি পরদিন সকালে বেটি প্রেনটনকে নিয়ে এল সলিসিটর মিঃ লাইকনেসের কাছে। মিঃ লাইকনেসের পাশে বসেছিলেন মিসেস উইলকিনস আর তাঁর ভাই ড্যান হানটন, ল্যাম্বি আর বেটি প্রেনটনের সঙ্গে তিনি মিঃ লাইকনেসের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

'আপনি ত বেসরকারী গোয়েন্দা,' মিঃ লাইকনেস ল্যাম্বির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা তদন্ত করে কি জানতে পেরেছেন ?'

'তদন্ত করে এইটুকু জেনেছি যে চৌঠা জুন তারিখে সন্ধ্যের 'পর জন উইলকিনস এ'র সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছিল,' বলে ইসারায় বেটি প্রেনটনকে দেখাল সে।

বেটি যে এক পেশাদার বেশ্যা তা একনজর তার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলেন মিঃ লাইকনেস।

'আচ্ছা,' মিঃ লাইকনেস বেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ডাইভিং বেল পাব-এ জন উইলকিনস চৌঠা জুন তারিখে বিকেলবেলায় বসে ড্রিংক করছিল সেইসময় আপনি সেখানে এসেছিলেন খদ্দের ধরতে তাই না ?' ঘাড় নেড়ে বেটি তাঁর কথায় সায় দিল।

'এরপর উইলকিনস আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে চাইল, কেমন ? ওর সঙ্গে আপনার সহবাসও হয়নি, উল্টে আপনি ওঁকে ভাজা সিম আর টোস্ট খাইয়ে দিয়েছিলেন। তা আপনার ওখানে শুনলাম উইলকিনসের হাতের বুড়ো আঙুল কেটে গিয়েছিল, ব্যাপারটা ঘটেছিল কিভাবে ?'

'ভাজা সিমের কৌটো খুলতে গিয়ে টিনের ধারে লেগে ওর হাতের বুড়ো আঙুল কেটে গিয়েছিল,' বেটি প্রেনটন বলল।

'সেই রক্তই হয়ত ওর জ্যাকেটে কোনভাবে লেগেছিল,' মিঃ লাইকনেস বললেন, 'তারপর রাত এগারোটা নাগাদ আপনার এক খদ্দের আসতে জন চলে গিয়েছিল, তাই না ?'

'হ্যাঁ,' ঘাড় নেড়ে জবাব দিল বেটি।

'তাহলে মিস প্রেনটন,' মিঃ লাইকনেস বললেন, 'আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর জন্য আপনি মানসিকভাবে তৈরী আছেন ত?'

'তৈরী না থাকলে আমি কখনোই আপনার কাছে আসতাম না,' বেটি চাঁচাছোলা গলায় জবাব দিল।

'ল্যাম্বি, বেটি প্রেনটন, মিসেস উইলকিনস আর তাঁর ভাই ড্যান হানটন বিদায় নেবার পর মিঃ লাইকনেসের চেম্বারে ঢুকলেন ম্যাগনাস নিউটন তাঁর জুনিয়ার চার্লি হুডনটকে নিয়ে। বেটি প্রেনটনের মত একজন বেশ্যাকে সাক্ষী হিসেবে পাওয়া গেছে শুনে তিনি শুধু বললেন, মুশকিল হচ্ছে জুরিরা কি ভাববেন, আসামী সম্পর্কে কি ধারনা গড়ে উঠবে তাঁদের মনে?'

'যে ধারনাই গড়ে উঠুক না কেন একে আমাদের কাজে লাগাতেই হবে,' চার্লি হুডনট বললেন, 'সেদিন সন্ধ্যেয় উইলকিনস কোথায় কি করছিল তার একমাত্র প্রমাণ এই বেশ্যাটি। তাছাড়া ওর ঘরে ঢোকার পরেই আসামীর হাতের বুড়ো আঙুল কেটে গিয়েছিল সেকথাও ভুলে গেলে চলবে না।'

'শুধু এই বেশ্যাটিই নয়,' মিঃ লাইকনেসের দিকে তাকিয়ে ম্যাগনাস নিউটন বললেন, 'আসামীর বৌ উইলকিনসকেও সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলতে হবে।'

এরপর জন উইলকিনসের ভূতপূর্ব ম্যানেজার মিঃ জিম্বলকেও তোলা হল সাক্ষীর কাঠগড়ায়, ম্যাগনাস নিউটন জেরার শুরুতে আসামী উইলকিনসের মাথা ঘুরে বেহুঁস হয়ে যাওয়া রোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন তাঁকে, মিঃ জিম্বল স্বীকার করলেন তিনি ওপরওয়ালা থাকাকালীন উইলকিনস মোট তিন কি চারবার ঐ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল এবং এর ফলে অফিসের কাজকর্মও কিছুদিন করতে পারেনি সে এবং কাজে কিছু অমনোযোগ ও ভুলভ্রান্তিও দেখা গিয়েছিল। মিঃ জিম্বল মুখ ফুটে বলেই ফেললেন যে কাজে ভুল করার সাজা হিসেবে তিনি জন উইলকিনসকে অন্য ডিপার্টমেণ্টে বদলিও করতে চেয়েছিলেন।

'মিঃ জিম্বল,' সরকারী উকিল হেলি বলে উঠলেন, 'আপনি কি জন উইলকিনসকে পছন্দ করতেন?'

'আমি শুধু শুধু ওকে অপছন্দ করতে যাব কেন?' মুচকি হেসে মিঃ জিম্বল উত্তর দিলেন।

'ও তো অনেক বছর একনাগাড়ে আপনার ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেছে,' হেইলি বললেন, 'তারপর ওর সম্পর্কে একটি রিপোর্টে আপনি যা যা উল্লেখ করেছিলেন সেগুলো ওর অযোগ্যতারই পরিচয়। আপনিও লিখেছিলেন যে ওর কাজের মান আগের চাইতে অনেক খারাপ হয়ে গেছে। সে রিপোর্ট আমাদের হাতে এসেছে, আমরা তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি, কিন্তু ওর মাথা ঘোরা রোগের সম্পর্কে কিছুই ত উল্লেখ করেন নি সেই রিপোর্টে?'

'করিনি কারণ আমার মতে সেটা খুব অন্যায় আর অমানবিক কাজ হত,' মিঃ

জিম্বল সাফাই গাইবার সুরে বললেন, তাছাড়া ওর কাজের মানও খুব বেশী খারাপ হয়নি।'

'খুব বেশী খারাপ হয়নি! আশ্চর্য জবাব দিলেন বটে,' হেইলি বললেন, 'এরপরেও আপনার চেয়ারে ও ম্যানেজার হয়ে বসল ?'

'ও একটা লাভজনক পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করে কোম্পানীকে দিয়েছিল,' মিঃ জিম্বল বললেন, 'কোম্পানীর সেটা খুব পছন্দ হয়েছিল, তাই পুরস্কার হিসেবে ওকে ম্যানেজারের চেয়ারে বসানো হয়েছিল। তাছাড়া আমিও রিটায়ার করেছিলাম।'

'মনে হচ্ছে জন উইলকিনস আপনার মতে যতই অযোগ্য হোক না কেন, ওই মাথা ঘোরা রোগ ওর কাজকর্মের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। বলুন, আপনি আমার সঙ্গে একমত কি না ?'

'হ্যাঁ,' সামান্য ইতস্ততঃ করে জিম্বল ঘাড় নেড়ে বললেন। তিনি নেমে যেতেই কাঠগড়ায় উঠলেন ডঃ বাওয়েন গ্লেনিস্টার নামে সেই ডাক্তার যার কাছে জন উইলকিনস চিকিৎসার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল। তাঁকে দেখাচ্ছিল ঠিক মাকড়সার মত।

'আসামী আপনার চেম্বারে গিয়েছিল ?' আসামী পক্ষের উকিলের জুনিয়ার চার্লি হুটনুট প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' ডাক্তার ঘাড় নেড়ে বললেন।

'ওর মাথা ঘোরা রোগের কথা কি আসামী বলেছিল আপনাকে ?'

'হ্যাঁ, তাও বলেছিল,' ডাক্তার বললেন, 'কিন্তু পরে আসবে বলেও আর সে আসেনি।

'আসামী যে শুধু তার রোগের চিকিৎসার জন্যই আপনার কাছে গিয়েছিল সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত ?'

'অবশ্যই।'

'আসামী তাহলে আপনাকে ওর জন্য একটি মেয়েমানুষ জোগাড় করে দিতে বলেনি ?' সরকারী উকিল হেলির জুনিয়ার মলিস ফ্রাই প্রশ্ন করলেন।

'আপনার প্রশ্নে আমি অপমান বোধ করছি,' ডঃ গ্লেনিস্টার বললেন।

'মিঃ মলিস ফ্রাই,' জজ মোরল্যান্ড বললেন, 'আপনার এই প্রশ্নের কি সত্যিই কোনও ভিত্তি আছে ?'

'আছে ধর্মাবতার,' মলিস ফ্রাই বললেন, 'আচ্ছা, আপনি কোন ফ্যাকাল্টির ডাক্তার, দয়া করে বলবেন কি ?'

ডঃ গ্লেনিস্টার উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন।

'আপনি নিশ্চয়ই সেই ম্যাথিউজ মেডিক্যাল স্কুলের গ্র্যাজুয়েট, তাই না, যারা মোটা টাকার বিনিময়ে ডাক্তারী পাশ করার সার্টিফিকেট বিলোয় ? ঐ স্কুলের প্রিন্সিপালের না কয়েক বছর আগে দু বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল ?'

'আমি কি করে জানব বলুন ?' ডঃ গ্লেনিস্টার অবাক হয়ে বললেন।

'শুনুন ধর্মাবতার,' জজ মোরল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে মলিস ফ্রাই বললেন, '১৯৫২ সালে গ্লেনিস্টার এক যুবতীর গর্ভপাত ঘটানোর অভিযোগে এই ডাক্তার বাওয়েন

গ্রেনিস্টারের দ্ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল, তারপর ১৯৫৪ সালে পতিতালয় চালানোর অভিযোগে উনি আবার ধরা পড়েন পুলিসের হাতে। কি ডাক্তার, আমি ঠিক বলছি ত ?'

'পুলিস আমায় ধরেছিল ঠিকই,' ডাক্তার গ্রেনিস্টার বললেন, 'কিন্তু প্রমাণ না পেয়ে আমায় তারা ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু লোক আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করেছিল পুলিসের কাছে।'

'মিথ্যে কথা,' মলিস ক্রাই বললেন, 'বিচারে আপনি দোষী প্রমাণিত হয়েছিলেন এবং এবার আপনার এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কেমন, ঠিক ত ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলেই বলুন উইলকিনস আপনার কাছে মেয়েমানুষের খোঁজে গিয়েছিল কিনা এ প্রশ্ন করে আমি খুব ভুল বা অন্যায় করিনি, তা ও কি সেই উদ্দেশ্যেই গিয়েছিল আপনার কাছে ?

'না।'

'ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন,' মলিস ক্রাই একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ডঃ গ্রেনিস্টার দ্রুতপায়ে নেমে এলেন সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে।

'আপনার নাম কি ?' সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো উগ্রসাজে সজ্জিতা যুবতীটিকে প্রশ্ন করলেন ম্যাগনাস নিউটন।

'বেটি প্রেনটন।'

'পেশা ?'

'আজ্ঞে বেশ্যাবৃত্তি,' বেটি এতটুকু দ্বিধা না করে বলল, 'আমি একজন বেশ্যা।'

ও, নিজের মনেই ম্যাগনাস নিউটন বলে উঠলেন, তুমিই তাহলে সেই মেয়ে। বেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা প্রশ্ন, মিস প্রেনটন একবার নিজে মুখে আদালতকে জানান কি জন্য কি কারণে আপনি এখানে সাক্ষ্য দিতে এসেছেন ?'

'তা যদি জানতে চান ত বলব আমি পুরোপুরি নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই এখানে সাক্ষ্য দিতে এসেছি,' বেটি বলল, 'আদালতে খুনের মামলার সাক্ষী হলে তা আমার পেশার পক্ষে ভাল হবে না তাও জানবেন।'

'আচ্ছা মিস প্রেনটন,' সরকারী উকিল হেলি এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, 'এ পর্যন্ত কবার আপনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন বলবেন কি ?'

'তা পাঁচ ছ'বার ত বটেই।'

'আপনি গত মাসেও ধরা পড়েছিলেন, তাই না ?'

'এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক, মিঃ হেলি।' জজ মোরল্যাণ্ড বললেন, 'বুঝে শুনে জেরা করুন।'

'আচ্ছা, মিস প্রেনটন' হেলি বললেন, 'আপনি উইলকিনসের কাছে সেদিন কত টাকা পারিশ্রমিক দাবী করেছিলেন ?'

'তিন পাউণ্ড, কিন্তু সে টাকা উনি আমায় দেননি,' বেটি জানাল, 'ও ঘরে ঢুকে

বলেছিল যে সে শুধু আমার সঙ্গে কথা বলে কিছু সময় কাটাতে চায়। যতক্ষণ সে আমার কাছে ছিল ততক্ষণ শুধু তার স্ত্রী মে আর তার প্রেমিকা শীলার কথাই সে শুধু বলেছিল।

'বাঃ, এত ভারী মজার ব্যাপার দেখছি,' হেলি ব্যঙ্গের সুরে বললেন, 'তা সেদিন ওর জামাকাপড়ে রক্তের দাগ আপনার চোখে পড়েনি ?'

'হ্যা, বেটি বলল, 'কৌটো খুলতে গিয়ে টিনের ধারে লেগে ওর আঙ্গুল কেটে গিয়েছিল।'

'আপনি তখন কি করছিলেন ?

'রুটি সেঁকছিলাম এমন সময় ও আমায় চেঁচিয়ে ডাকল,' বেটি বলল, 'ফিরে এসে দেখি ওর হাত রক্তে ভরে গেছে।'

'সামান্য টিনের ধারে কেটে যাবার ফলে এতই রক্তপাত হল যে তাতে ওর হাত ভরে গেল ? আপনি সত্যি বলছেন ত, মিস প্রেনটন ?'

'নিশ্চয়ই,' বেটি বলল, 'আপনি ত সেখানে ছিলেন না, ছিলাম আমি, যা ঘটেছিল তা বললাম।

'আস্তে, মিস প্রেনটন।' জজ তাঁর ডেস্কে আঙ্গুলের টোকা মেরে বললেন, 'সরকারী উকিলের সঙ্গে সংযত হয়ে কথা বলুন।'

'যত নিয়ম শুধু আমার জন্য,' বেটি কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, 'আর উনি যেহেতু সরকারী উকিল তাই নিজের খেয়াল খুশিমত কথা বলবেন আমার সঙ্গে ?'

'বিশ্বাস করুন ধর্মাবতার, আসামীর হাত রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল আর তখনই কিছু রক্ত লেগে গিয়েছিল ওর জামায়। তারপর ও আমার কাছ থেকে একটা রুমাল চেয়ে নেয় আর তাই দিয়ে নিজের রক্তাক্ত হাতটা বেঁধে নেয়। আমার ঘর থেকে চলে যাবার সময়েও ওর হাতে আমার সেই রুমাল বাঁধা ছিল। আমি যদি আগে জানতাম যে এ বিষয়ে আমায় আপনারা প্রশ্ন করবেন তাহলে এসব আগেই লিখে রাখতাম।

'আপনি তখন পাঁউরুটি টোস্ট করতে খুব ব্যস্ত ছিলেন, তাই না ?' হেলি প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ,' বেটি বলল, 'এতে লজ্জার কি আছে ? শুনুন, আমি বেশ্যা হতে পারি কিন্তু তা নিয়ে আমার কোনও লজ্জা নেই, আপনার মত অনেক বড় বড় সরকারী উকিল আমার পেছনে ঘুরে বেড়ান।'

'তাই নাকি ?' শ্লেষের সুরে হেলি বললেন, 'আপনি মাননীয় ধর্মাবতার আর জুরীদের এটাই বিশ্বাস করাতে চান যে আপনি চৌঠা জুন তারিখে আসামীকে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছিলেন এবং সেও আপনাকে আপনার পারিশ্রমিক দিতে তৈরী ছিল। কিন্তু তারপর তার দুঃখের কাহিনী শুনে আপনার মন ওর জন্য দরদে এতই উথলে উঠেছিল যে আপনি আর তার কাছ থেকে পারিশ্রমিক নেননি। উল্টে তাকে টোস্ট ভাজা সিম আর কফি খাইয়েছেন। বলুন, এই গাঁজাখুরি গল্প আপনি সবাইকে বিশ্বাস করাতে চান ?'

'হ্যাঁ' বেটি অদ্ভুত দৃঢ়গলায় বলল, 'গাঁজাখুরি নয়, আসলে বাস্তবে ঠিক তাই ঘটেছিল। কিছু মনে করবেন না, আপনারা বড় বড় উকিলেরা ভাবেন আপনারা যা নিজের চোখে দেখেছেন তার বাইরে যে কিছু ঘটে তা বিশ্বাস করার দরকার নেই। আপনারা যে নিজেদের মন আর বুদ্ধি বিকিয়ে দেন তাতে আমরা অবাক হই না, অথচ আমরা যখন শরীর বিক্রী করতে বাধ্য হই তখন আপনারাই ভুরু কোঁচকান।'

'নাঃ! মেয়েটাকে তারিফ করতেই হয় স্যার, কি বলুন?' চার্লি হুডনুট তাঁর সিনিয়ার ম্যাগনাস নিউটনকে বললেন, 'সরকারী উকিলকে কেমন ঠেসে ধরেছে দেখুন, আমাদের কাজটা সহজ করে দিচ্ছে।'

'জন উইলকিনসের জন্য আপনার দেখছি দরদের অন্ত নেই,' জেমস হেলি বেটি প্রেনটনকে বললেন, 'কিন্তু চৌঠা জুন তারিখে রাতের বেলা যখন আরেকজন খদ্দের এসে হাজির হল আপনার কাছে সঙ্গে সঙ্গে জনিকে আপনি একরকম তাড়িয়ে দিলেন। বলুন একথা সত্যি কিনা—'

'হ্যাঁ, সত্যি,' আমতা আমতা করে বেটি বলল, 'কিন্তু!'

'তারপর যখন তার গ্রেপ্তার হবার খবর পেয়েও আপনি চুপ করে বসে রইলেন, পুলিসকে কিছুই জানালেন না।'

'হ্যাঁ, তাই,' বেটি জোর গলায় বলল, 'কারণ পুলিসের ঝামেলায় আমি পড়তে চাইনি।'

'তারপর কোথা থেকে এক ফচ্‌কে বেসরকারী গোয়েন্দা এসে কিছু টাকা দেখাল আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার কর্তব্যবোধ জেগে উঠল। আসলে আদালতে সাক্ষ্য দেবার ছুতোয় আপনি নিজের প্রচার চাইছেন, আপনার পেশা যতই নিন্দনীয় হোক না কেন, তার মধ্যে থেকে এখনও যে আপনার বিবেকবোধ বেঁচে আছে এটা সবাইকে জানিয়ে আপনি হাততালি কুড়োতে চান। আমি বলছি 'আপনি জন উইলকিনসের টাকা নিয়ে সেদিন তার কাছে নিজের শরীর বিক্রী করেছিলেন, তারপর আজ এখানে এসেছেন মন গড়া গল্প শোনাতে।'

'না!' বেটি প্রেনটন প্রাণপনে চেঁচিয়ে উঠল, 'মিথ্যেবাদী কোথাকার! ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আমি তার কাছ থেকে একটি পয়সাও সেদিন নিইনি।'

'সংযতভাবে কথা বলুন,' জজ মোরল্যান্ড বেটিকে ধমকে উঠলেন, 'আবার আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি।'

'আপনি আমারই মত পেশাদার লোক, মিস প্রেনটন,' হেলি বললেন, 'আজ যেকোন লোক এটাই বলবে যে আপনার মত একজন পেশাদার মহিলা কখনোই কাউকে শুধু শুধু নিজের ঘরে বসিয়ে রাখবেন না, যেহেতু তাতে আপনার নিজেরই সময় খামোকা নষ্ট হবে। কাজেই আপনার বক্তব্য বিশ্বাস করতে আমার বাধছে।'

'যা খুশি ভেবে নিতে পারেন,' 'বেটি বলল. যা ঘটেছিল আমি শুধু তা বলে গেলাম।'

সরকারী উকিলের ইসারায় বেটি প্রেনটন বেরিয়ে এল সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে। আদালতের বাইরে দাঁড়িয়েছিল বেসরকারী গোয়েন্দা ল্যাম্ব। কোনরকম ভূমিকা না

করে বেটি তাকে বলল, 'আমাকে খামোকা এখানে নিয়ে এলে তুমি, এসে কোনও লাভ হলনা। যতই চেষ্টা করো না কেন, তোমরা কিছুই করতে পারবে না।'

'তার মানে ?' ল্যাম্বি ত অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'কি বলতে চাও তুমি ?'

'দ্যাখো, মেয়েমানুষ হলেও আমার স্বভাবটা খুব নরম নয়,' বেটি বলল, 'জন উইলকিনসকে প্রথম দিন দেখেই কেন জানি না আমার পছন্দ হয়নি। যেসব লোক বেশ্যা বাড়িতে এসে ভেউ ভেউ করে কান্নাকাটি করে, সংসারের অশান্তির কথা শোনায় তাদের কেনই বা পছন্দ হবে বলতে পারো ? তবে মানুষ চিনতে আমাদের ভুল হয় না তাই বলছি এ খুন ও করেনি, মানুষ খুন করার হিম্মৎ ওর নেই। কিন্তু হলে হবে কি, তোমরা ওকে বাঁচাতে পারবে না, সরকার ওকে ফাঁসীতে না ঝুলিয়ে কিছুতেই ছাড়বে না।'

মে উইলকিনসের ফাঁপানো চুল আর সাজগোজের বহর দেখে আসামীপক্ষের উকিল ম্যাগনাস নিউটনের ঠোঁটে পাতলা হাসির রেখা ফুটে উঠল। পরমুহূর্তে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'হালে আপনার প্রতি আপনার স্বামীর আচরণের কোনও পরিবর্তন আপনার চোখে পড়েছিল কি ?

'হ্যাঁ, পড়েছিল, একটু ভেবে সে জবাব দিল, 'ওর মা এখনও ওকে অবোধ শিশু বলে ভাবেন, আমি ওঁর মা অথাৎ শাশুড়ী সম্পর্কে একটা মন্তব্য করেছিলাম।' বলে সে জলপাই খাওয়া নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছিল তা আনুপূর্বিক খুলে বলল।

'আচ্ছা, মিসেস উইলকিনস, নিউটন বললেন, আপনার স্বামী কি একবারও নিহত মিস শীলা মর্টনের কথা আপনাকে বলেছিলেন ?'

'না।'

'আপনার স্বামী গ্রেপ্তার হবার আগে ঐ নাম শোনেনি আপনি ?'

'না।'

কিন্তু নাম না জানলেও ঐরকম কিছু একটা গোলমাল যে পাকিয়েছে সে সন্দেহ আপনার মনে জেগেছিল। তার কারণ কি ?'

'তার কারণ এই যে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একদিন ব্রেকফাস্ট খাবার সময় জন হঠাৎ ডিভোর্সের প্রসঙ্গ তুলেছিল।'

'আপনি উত্তরে তাকে কি বলেছিলেন ?'

'বলেছিলাম যে সে যদি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে অন্য কোনও মেয়েকে ভালবেসে থাকে তাহলে তাতে আমার কিছুই আসবে যাবে না। আমি তাকে ভালবেসে এসেছি, এখনও ভালবাসি, আমার পক্ষে তাকে ডিভোর্স করা সম্ভব নয়।'

নিউটন দেখলেন এই প্রসঙ্গ নিয়ে বেশী কচকচি করলে সাক্ষী বিগড়ে গিয়ে মামলাটা মাটি করে দিতে পারে, তিনি তাই এবার সোজা ব্রাইটনের প্রসঙ্গ তুললেন। সে বলল যে ডিভনে যেতে চেয়েছিল আর সেখানকার একটি গেস্ট হাউসের নামও সে বলেছিল জনকে। কিন্তু জন একরকম জেদ করেই তাকে নিয়ে এল ব্রাইটনে।

'আচ্ছা,' নিউটন আরেকটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, 'চৌঠা জুন তারিখে নিশ্চয়ই

আপনার স্বামীর জন্য আপনার খুব দুশ্চিন্তা হয়েছিল ?'

'হ্যাঁ,' সে বলল, 'লাঞ্চের পর আর ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমি ধরে নিয়েছিলাম যে ও হয়ত ওর ড্যান মামার সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গেছে।'

'রাতে কটা নাগাদ আপনি শুতে গিয়েছিলেন ?'

'এগারোটার আগে, কিন্তু শোবার পরেও আমার ঘুম আসেনি।'

'আপনার স্বামী কটায় হোটেলে ফিরে এলেন ?'

'রাত বারোটা বাজতে পঁচিশ মিনিটের সময়।'

'বারোটা বাজতে পঁচিশ মিনিট,' নিউটন প্রশ্ন করলেন, 'সময় সম্পর্কে এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে ?'

'কারণ আমার স্বামী কামরায় ঢুকতেই আমি খাটের পাশে রাখা ছোট ঘড়িটার দিকে তাকিয়েছিলাম,' সে জোর গলায় বলল।

'আপনার স্বামী ফিরে আসার পর কি কি ঘটেছিল তা বলতে পারেন ?'

'পারি বইকি। সে এতক্ষণ কোথায় ছিল, কি করছিল এসব আমি জানতে চাইলাম, কিন্তু মনে হল ও কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছে কারণ আমার একটি প্রশ্নেরও জবাব সে দিলনা। ঐ সময় তার মুখে মদের গন্ধ পেয়েছিলাম।'

'আপনি কি সে সময় খুব কড়াভাষায় কথা বলেছিলেন আপনার স্বামীর সঙ্গে ?'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম।' সে গলা সামান্য চড়িয়ে বলল, 'আর বলব নাই বা কেন ? ছুটি কাটানোর নাম করে ও আমায় সেখানে নিয়ে গেল, আর তারপর শুরু হল আমার দুর্ভোগ। তারপর ও হঠাৎ হাত ধোবার কথা বলল আর তখনই দেখতে পেলাম যে ওর হাতে রক্ত লেগেছে। ও বেসিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আমি আবার জানতে চাইলাম এতক্ষণ সে কি করছিল।' উত্তরে সে বলল, "তোমার নিজের চরকায় তেল দাও।" তখনই আমার চোখে পড়ল যে ওর হাতের বুড়ো আঙুল অনেকটা কেটে গেছে।'

'আসামী বেসিনে হাত ধোবার সময় তার গায়ের জ্যাকেটের দিকে আপনার চোখ পড়েছিল ?'

'হ্যাঁ, জ্যাকেটের গায়ে কালো কালো দাগ লেগেছে দেখেছিলাম। আমি বলেছিলাম, "দ্যাখো, তোমার জ্যাকেটেও রক্ত লেগেছে। শুনে ও আমার হাত থেকে জ্যাকেটটা কেড়ে নিয়ে চেয়ারের পেছনে টাঙ্গিয়ে দিল।'

'আপনি রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছেন জেনে ও কি ভয় পেয়েছিল ?'

'না।'

'জ্যাকেটের রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলার কোনও চেষ্টা ওকে করতে দেখেছিলেন কি ?'

'না।'

'তাহলে আপনি বলছেন যে হাতে আর জ্যাকেটে রক্ত লেগে থাকার জন্য আপনার স্বামীকে এতটুকু বিচলিত হতে দেখেন নি আপনি ?'

'না।'

ম্যাগনাস নিউটন আর কোনও প্রশ্ন না করে তাঁর চেয়ারে বসে পড়লেন. এবার

সরকারী উকিল জেরা করতে উঠলেন।

'হোটেলের হল পোর্টার ক্যাডক বলেছে যে আপিনার স্বামী গত চৌঠা জুন তারিখে রাত বারোটা বাজতে দশ মিনিটের সময় হোটেলে ফিরে এসেছিলেন।'

'ও ভুল বলেছে,' তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দিল মে।

'আপনার স্বামী যখন ফিরে এল আপনি কি সুইচ টিপে কামরায় আলো জেবলেছিলেন ?'

'না, আলো জবালানোই ছিল, আমি বিছানায় বসে বই পড়ছিলাম।'

'বাঃ, বেশ তারপর আসামী ঘরে ঢুকতেই আপনি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন ঘড়ির দিকে।'

'হ্যাঁ, আর তখনই দেখলাম রাত বারোটা বাজতে পঁচিশ মিনিট বাকি।'

'আপনি একটু আগে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আসামীর পক্ষের উকিলকে বলেছেন যে হোটেলে ফিরে আসবার পর আপনার স্বামীর হাতে রক্ত দেখেছিলেন। আমি জানতে চাই রক্ত কি তার দুহাতেই লেগেছিল ?'

'হ্যাঁ,' অস্বাভাবিক শান্ত গলায় মে জবাব দিল, 'ডানহাতে বেশী রক্ত লেগেছিল, তবে বাঁ হাতেও রক্ত লেগেছিল তা আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

'ডান হাতের পেছনে, না হাতের পাতায় ?'

'ডান হাতেব পেছনে, হাতের পাতা দেখতে পাইনি।'

'তা সে রক্ত কি কাঁচা ছিল, না শুকনো ?'

'শুকনো।'

জজ মোরল্যাণ্ড তাঁর সামনে রাখা কাগজের প্যাডে খসখস করে কি যেন লিখলেন। সেদিকে একপলক তাকিয়ে হেলি আবার প্রশ্ন করলেন, 'আসামীর ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলে কি সেসময় রুমাল জড়ানো ছিল ?'

'না, বুড়ো আঙ্গুল খোলা ছিল।'

'আপনার স্বামীর জ্যাকেট বা ট্রাউজার্সের পকেটে রক্তের দাগ লাগা কোনও রুমাল আপনি খুঁজে পেয়েছিলেন কি ?'

'না,' মে দৃঢ়গলায় বলল, 'পরদিন সকালে আমি ট্রাউজার্সের পকেট হাতড়ে একটা নোংরা রুমাল বের করেছিলাম কিন্তু তাতে কোনও রক্তের দাগ ছিল না।'

এই ত গেল বুড়ো আঙ্গুলে রুমাল বাঁধার প্রসঙ্গ, নিজের মনে নিজেকে বললেন ম্যাগনাস নিউটন, এখন একদিকে বেশ্যা আরেকদিকে বৌ, জুরীরা কার বক্তব্যের ওপর জোর দেবেন ?

'আপনার স্বামীর ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুলটা কি খুব বেশী কেটে গিয়েছিল ?' হেলি প্রশ্ন করলেন।

'না,' মে বলল, 'ঐসময় তা থেকে রক্ত পড়তে দেখিনি।'

'রক্ত পড়তে দেখেননি,' মের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে হেলি বললেন, 'আসামীর দুহাতের পেছন দিকে যতটুকু রক্ত লেগেছিল তা কি ঐ ক্ষত থেকে পড়েছিল ?'

'ধর্মাবতার,' সরকারী উকিলের প্রশ্নের নমুনা শুনে লাফিয়ে উঠলেন নিউটন,

'মাননীয় বন্ধুর জেরার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করছি। প্রথমতঃ, মিসেস মে উইলকিনসের মতামতের কি গুরুত্ব এখানে আছে ?'

যদি আসামীর ক্ষত থেকে সেসময় রক্ত না গড়িয়েই থাকে তাহলে আগে কতটুকু রক্ত গড়িয়েছে তা জানার কোনও সুযোগ কি পেয়েছিলেন তিনি ? আমি দাবী করছি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে উনি বাধ্য নন, যদি তা সত্ত্বেও উত্তর দেন তবে তা যেন শুধু তাঁর স্বামীর ডান হাতের সম্পর্কেই হয়, যেহেতু তাঁর স্বামীর বাঁ হাতে রক্ত লেগেছিল কিনা সে সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত নন।'

জজ মোরল্যাণ্ড মন দিয়ে নিউটনের বক্তব্য শুনলেন তারপর সরকারী উকিলকে বললেন, 'মিঃ নিউটন যখন আপত্তি করছেন তখন আপনি অন্যভাবে প্রশ্ন করুন মিঃ হেলি।'

'বেশ, ধর্মাবতার,' হেলি মের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি নিজেই একটু আগে বলেছেন যে আপনার স্বামীর ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল খুব বেশী কাটেনি, তা ক্ষতটা কেমন ছিল, সুঁচ বা পিনের খোঁচা লাগলে যেমন ক্ষত সেরকম ?'

'না, তার চাইতে বেশী।'

'তাহলে কি অনেকটা ক্ষত হয়েছিল যা দেখে আপনি ভয় পেয়েছিলেন ?'

'ধর্মাবতার,' নিউটন আবার লাফিয়ে উঠে প্রতিবাদ করলেন, 'সরকারী উকিলের এই ধরনের প্রশ্নে প্রাসঙ্গিকতা কি তাই আমি ভেবে পাচ্ছি না। আমরা আগেই সরকারী ডাক্তারের রিপোর্টে জেনেছি যে আসামীর ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুলের গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত প্রায় দু ইঞ্চি ক্ষত ছিল। আবার তাহলে এ সম্পর্কে নতুন করে মিসেস উইলকিনসকে উনি প্রশ্ন করছেন কেন ?'

'তাহলে আপনি বলছেন যে আপনার স্বামীর ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুলে সেদিন কোনও রুমাল জড়ানো ছিল না ?' হেলি মেকে আবার একই প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ,' মে একই সুরে বলল, 'এ সম্পর্কে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত।'

'গত চৌঠা জুন সন্ধ্যে সাতটা বাজতে কুড়ি মিনিটের সময় আপনি যে মিঃ লোনারগানের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন সেকথা আপনি আগেই বলেছেন,' আসামী জন উইলকিনসের দিকে তাকিয়ে আসামীর উকিল ম্যাগনাস নিউটন বললেন, 'তারপরের ঘটনা আপনার মনে পড়ে কি ?'

'না।'

'সেদিন রাত নটায় আপনি টল গেট নামে একটি পাব-এ ঢুকেছিলেন, সেকথা আপনার মনে পড়ে ?'

'না।'

'এরপর মিস বেটি প্রেনটন নামে এক বেশ্যার সঙ্গেও আপনি কিছু সময় কাটিয়েছিলেন। উনি এর মাঝে একদিন সাক্ষ্য দিতেও এসেছিলেন তা আপনার মনে পড়ে ?'

'কই না তো।'

'আপনার স্ত্রী তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন যে সেদিন আপনি হোটেলে ফেরার পর তিনি

আপনার হাতে রক্ত লেগে থাকতে দেখেছিলেন, সে ঘটনা কি আপনার মনে পড়ছে ?'

'না,' জন উইলকিনস জানালেন, 'এসব কিছুই আমার মনে পড়ছে না।'

'মিঃ নিউটন,' জজ মোরল্যান্ড কিছুটা অস্থিরভাবে বলে উঠলেন, 'আসামী যখন নিজে মুখে বলছে যে সেদিনের কথা কিছুই তার মনে পড়ছে না তখন এ বিষয়ে আবার তাকে প্রশ্ন করছেন কেন ?'

'বেশ, ধর্মাবতার,' মিঃ নিউটন বললেন, 'আসামীকে আমি অন্য প্রশ্ন করছি। আচ্ছা, এই আমার শেষ প্রশ্ন মিঃ উইলকিনস, মিস শীলা মর্টনের এনগেজমেন্টের কথা শুনে আপনার মনে কি ওঁকে আঘাত করার কোনও বাসনা হয়েছিল ?'

'না : কখনোই নয়,' দুহাতে নিজের মাথা চেপে ধরে আসামী জন উইলকিনস বলল, 'ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি শীলাকে আমি সত্যিই ভালবেসেছিলাম, তাকে আঘাত করার কোনও ইচ্ছেই আমার মনে জাগেনি।'

জজ মোরল্যান্ড তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, মামলার ব্রীফ হাতে নিয়ে ঢুকলেন নিজের কামরায়। জুরীরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, আসামী দোষী কি নির্দোষী সে বিষয়ে একমত হবার সিদ্ধান্ত এবার নেবেন তাঁরা।

জজ আর জুরীরা আদালত ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর কোর্ট ইন্সপেক্টর আসামী জন উইলকিনসকেও কাঠগড়া থেকে বের করে নিয়ে গেল আদালতের হাজতে। বেলা বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিটের সময় জজ আর জুরীরা আবার ফিরে এলেন, তাঁরা যে যাঁর আসনে বসার পর আসামীকেও ফিরিয়ে এনে ঢোকানো হল কাঠগড়ায়। জজের ইসারায় তাঁর পেশকার উঠে দাঁড়ালেন, জুরীদের দিকে তাকিয়ে বললেন।

মাননীয় জুরী বৃন্দ, আপনারা বিচারের রায় সম্পর্কে কি একমত হয়েছেন ?'

'হ্যাঁ,' ফোরম্যান অফ দ্য জুরী শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আমরা একমত হয়েছি।'

'আপনাদের মতে আসামী দোষী, না নির্দোষ ?'

'আমাদের মতে আসামী দোষী।'

জুরীদের সিদ্ধান্ত শুনে আসামীর মা মিসেস উইলকিনস আদালতের ভেতরেই চাপাগলায় আর্তনাদ করে উঠলেন, তাঁর ভাই ড্যান তাঁকে নানাভাবে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। শীলার বাবা মিঃ মর্টন মাথা নীচু করে বসে রইলেন, শুধু ব্যতিক্রম দেখা গেল একজনের আচরণে মে উইলকিনস। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো হতভাগা স্বামীর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হেসে উঠল যে সে হাসি যেমন হিংস্র তেমনই বিষাক্ত।

পেশকার এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন জনের পাশে, একখানা কালো রেশমী রুমাল তাঁর মাথার ওপর বিছিয়ে দিলেন তিনি। কারও মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করার পর এটাই আদালতের রেওয়াজ।

ফাঁসীর আসামী জন উইলকিনসকে তার সেল থেকে বের করে একটি ছোট ঘরে নিয়ে এল সামনে ছোট একটি চেয়ারে বসেছিল বেটি প্রেনটন।

'এই যে জনি,' ইশারায় বেটিকে দেখিয়ে ওয়ার্ডার বলল, 'ইনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। যাও চেয়ারে বসে ওঁর সঙ্গে কথা বলো।' বলে জনকে অন্য চেয়ারটিতে বসিয়ে ওয়ার্ডার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, কড়া চোখে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে।

'আমাকে চিনতে পারছ?' বেটি বলে উঠল, 'আমি বেটি প্রেনটন।'

'নিশ্চয়ই,' জন উইলকিনস বলল, 'তোমার কথা কি ভুলতে পারি?'

'কেমন আছো? খাওয়া দাওয়ার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?' বেটি প্রশ্ন করল।

'না, সবই ঠিক আছে' জন উইলকিনস বলল, 'ফাঁসী দেবার আগে ওরা কোনভাবেই আমার শরীর খারাপ হতে দেবেন না। তা যাকগে, তুমি কি কোনও খবর নিয়ে এসেছো?'

'খবর?' বেটি অবাক হয়ে তাকাল জনের দিকে।

'হ্যাঁ, শীলার কোনও খবর তোমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছে কিনা তাই জানতে চাইছি, বলতে গিয়ে জনের দু চোখ জলে ভরে উঠল, 'কতদিন হয়ে গেল শীলাকে দেখিনা।'

'শীলা! হা ঈশ্বর!' বলেই বেটি দুহাতে মুখ চেপে কেঁদে ফেলল ভেউ ভেউ করে।

'আমি জানি শীলার খবর আনা তোমার পক্ষে খুব কঠিন।' জন বলল, 'কিন্তু শীলাকে মনে করে বোল যাতে ভালমন্দ যা হোক চিঠি লিখে জানায় আমায়। এও বোল যে ওর চিঠির আশায় আমি বসে থাকব। আচ্ছা, শীলার বাবাই কি আমায় চিঠি লিখতে ওকে নিষেধ করেছে?' বলতে বলতে জন উইলকিনসের গলা কেঁপে উঠল।

'নিশ্চয়ই,' বলে বেটি প্রেনটন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, জনের গালে চুমু খেয়ে বলল, 'তুমি যা যা বললে সবই শীলাকে বলব আমি।'

'না, যেয়োনা।' জন ব্যাকুলভাবে বলে উঠল, 'শীলার সম্পর্কে কারও সঙ্গে আমার কথা বলতেই হবে। তোমার নাম আমার ঠিক মনে পারছেনা এই মুহূর্তে, কিন্তু হয়ত ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারবে।'

'চলে আসুন,' ওয়ার্ডার এগিয়ে এসে বেটিকে বলল, 'কয়েদীর সঙ্গে দেখা করার সময় শেষ। এবার আপনাকে চলে যেতে হবে।'

বেটি প্রেনটন আর একটি কথাও না বলে ওয়ার্ডারের পেছন পেছন বেরিয়ে এল সেই ঘর থেকে, দু সেকেন্ড যেতে না যেতেই সেই ঘরের ভেতর থেকে পুরুষ কণ্ঠের বুকফাটা কান্নার আওয়াজ ভেসে এল তার কানে। এ গলার আওয়াজ কার তা বেটি খুব ভালভাবেই জানে, কিন্তু কাঁদলে পুরুষ মানুষের গলা যে এরকম হিংস্র জানোয়ারের চিৎকারের মত শোনায় তা আগে তার জানা ছিল না।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষের একটি দিন। সেণ্ট জনস উডে মনস্তাত্ত্বিক ডঃ ম্যাক্স অ্যাণ্ড্রিয়াডিসের বাড়ির বাগানে মুখোমুখি বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন ফৌজদারী উকিল ম্যাগনাস নিউটন। শরতের হালকা রোদ পোয়াতে পোয়াতে শরীর গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিলেন তাঁরা। সূর্য ডুবতে আর বেশী দেরী নেই।

শুনেছেন নিশ্চয়ই,' নিউটন বললেন, 'হপ্তা কয়েক আগে উইলকিনসকে ব্রডমুরের ক্রিমিন্যাল লুনাটিক জেলে বদলি করা হয়েছে। বিচারের সময় আমরা অনায়াসেই ওকে মানসিক দিক থেকে অসুস্থ বলে দাবী করতে পারতাম।'

'কিন্তু আপনার ঐ যে নিয়মবিধি।' ডঃ অ্যাম্ভ্রিয়াডিস মুচকি হেসে বললেন, 'প্রথমবার আপনার সঙ্গে দেখা করার সময় ত এ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমরা।'

'জন উইলকিনস মানসিক দিক থেকে পুরোপুরি সুস্থ,' মন্তব্য করলেন নিউটন।

'জজের রায় কি আপনার মন মতন হয়নি?' ডঃ অ্যাম্ভ্রিয়াডিস প্রশ্ন করলেন।'

'শুনুন ডাক্তার,' ম্যাগনাস নিউটন বললেন, 'একটা মজার গল্প বলছি আপনাকে। এই মাসের গোড়ার দিকে আমি আমার বৌ আর মেয়েকে নিয়ে গাড়িতে চেপে প্রথমে ফ্রান্স, তারপর ইটালিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার মেয়ের কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে, উইলকিনসের বিচার শুরু হবার সময় যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।'

অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উপকুলে আমরা এক রাতের জন্য প্রেভিসে নামে একটি গ্রামে হল্ট করেছিলাম, সেখানে একটি হোটেলে উঠেছিলাম। পরদিন সকালে আমার বৌ আর মেয়ে বসেছিল সমুদ্রের ধারে, আমি একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট পাহাড়ের ধারে এসে আমি পৌঁছোই সেখানে একটা গাছের নীচে বসে বিশ্রাম করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। বহুদূরের পথ ড্রাইভ করে আসবার ফলে শরীরটা খুব ক্লান্ত হয়েছিল তাই আমার ঘুমটা তেমন জমেনি। চোখ বুঁজে পড়েছিলাম, এমন সময় এক অদ্ভুত হাসির আওয়াজে আমার চটকা গেল ভেঙ্গে। হাসিটা সত্যিই অদ্ভুত ঠেকেছিল।'

ডঃ অ্যাম্ভ্রিয়াডিস কোনও মন্তব্য না করে চুপ করে শুনে যেতে লাগলেন। মিঃ নিউটন বলতে লাগলেন, 'উইলকিনসের মামলায় মিঃ ফানুস নামে এক সাক্ষীর কথা আপনার মনে আছে ত? তিনি ব্রাইটনের সমুদ্রের ধার থেকে ভেসে আসা এক অদ্ভুত হাসির কথা বলেছিলেন যা শুনে তিনি ভয় পেয়েছিলেন? সেই হাসি শুনে আমার তাঁর কথা মনে পড়ে গেল, কিন্তু আমি ভয় পাইনি। কিন্তু মিঃ ফানুসের মত আমি সে হাসি শুনে ভয় পাইনি, হায়েনার হিংস্র হাসি নয়, সে হাসি আমার কানে কান্নার মত ঠেকেছিল। আমি কৌতুহলের বশে উঠে দাঁড়ালাম, পাহাড়ের ধারে এগিয়ে এসে উবু হয়ে দেখলাম পাহাড়ের ঠিক নীচেই সমুদ্রের ধারে শুয়ে আছে একটি লোক মুখে রুমাল চাপা দিয়ে। লক্ষ্য করলাম হাসিটা তারই গলা দিয়ে বেরোচ্ছে আর মুখে রুমাল গোঁজা আছে বলে ঐ হাসির আওয়াজ অদ্ভুত শোনাচ্ছে, মনে হচ্ছে কান্নার আওয়াজ। হেটেলে ফিরে আসার পর কয়েকদিনের পুরোনো খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছিলাম আর তখনই জানতে পারলাম যে শীলা মর্টনের বাবা অল্প কিছুদিন আগে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন।'

'কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না,' ডঃ অ্যাম্ভ্রিয়াডিস বললেন, 'সমুদ্রের ধারে যে লোকটিকে দেখলেন তার সঙ্গেই বা এর কি সম্পর্ক?'

'কারণ সে লোকটি ছিল শীলার খুড়তুতো ভাই বিল লোনারগান,' মিঃ নিউটন বললেন।

'তাহলে বিল লোনারগানই শীলার বাবার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছে ?' ডঃ অ্যাম্ব্রিয়াডিস জানতে চাইলেন।

'না,' নিউটন বললেন, 'শীলার বাবা সামান্য কয়েক হাজার পাউন্ড ওকে দিয়ে গিয়েছিলেন, বাকি টাকা সব উইল করে নিঃসহায় বয়স্ক পুরুষ আর নারীদের একটি হোমে দান করে গেছেন তিনি।'

'তাহলে গোটা ব্যাপারটা কি দাঁড়াল ?' ডাক্তার অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'ব্যাপার কি দাঁড়াল তা মন দিয়ে শুনুন,' ম্যাগনাস নিউটন বলতে লাগলেন, 'বিল লোনারগান কিন্তু শীলার এনগেজমেন্টের কথা জানত না, শীলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব আবার দেবার জন্যই সে ব্রাইটনে এসেছিল, আর সে এও জানত যে তার জ্যাঠা অর্থাৎ শীলার বাবা শীগগিরই মারা যাবেন। কিন্তু এসে যা দেখল তাতে তার মন গেল ভেঙ্গে, লোনারগান দেখল শীলা লেসলি জ্যাকসনকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। তারপর শীলা বেড়াতে বেরোয়, সমুদ্রের ধারে লোনারগানের মুখোমুখি হয় সে। লোনারগান আগেই মতলব ভেঁজে রেখেছিল। সে জানত যে শীলা মারা গেলে তার বাবার যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হবে সে নিজেই, কিন্তু বৃদ্ধ মিঃ মর্টন যে আবার নতুন করে উইল করবেন তা আন্দাজ করতে পারেনি সে। যাইহোক, সমুদ্রের ধারে লোনারগান তার জ্যাঠতুতো বোন শীলাকে খুন করে, কিন্তু মেয়ের খুন হবার খবর শুনেও শীলার বাবা মরলেন না। তাঁকে খুন করলে লোনারগানের ওপরেই সন্দেহই এসে পড়ত তাই সেই ঝুঁকি নেয়নি সে।

পাব-এ মদ খেতে বসে লোনারগানের সামনেই জন উইলকিনস শীলার সম্পর্কে কিছু অশালীন মন্তব্য করে ফেলে লোনারগান শুনে খুব রেগে যায়। তারপর লোনারগান সমুদ্রের ধারে খুন করে শীলাকে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে খুনের দায় এসে চাপে জন উইলকিনসের কাঁধে। প্রেমিকার এনগেজমেন্ট অন্য লোকের সঙ্গে হয়েছে জেনে আক্রোশের বশে জন উইলকিনস তাকে খুন করেছে এটাই ছিল উইলকিনসের ওপর পুলিসের সন্দেহের প্রধান ভিত্তি। তাছাড়া বিল লোনারগান স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ছিল উইলকিনসের মহাশত্রু, কাজেই এবারেও সে যে তার সঙ্গে শত্রুতা করবে তা তো জানা কথা, বন্ধু হলে জন শীলার সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছিল, বিল তা গায়েই মাখত না।'

'কিন্তু আপনি বলছেন ইটালিতে দেখেছেন লোনারগানকে,' ডাক্তার বললেন, 'সেখানে বসে ইংল্যান্ডে ওর জ্যাঠাকে কিভাবে খুন করল সে ?'

'লোনারগান শীলার বাবাকে খুন করেছে একথা ত আমি বলিনি ম্যাগনাস নিউটন বললেন, 'শীলার বাবা যে বেশীদিন বাঁচবেন না তা সে জানত তাই সেই সময়টুকুর জন্য অপেক্ষা করছিল। এবার বলুন ডাক্তার আপনি কি এখনও বিশ্বাস করেন যে জন উইলকিনসই শীলাকে খুন করেছিল ?'

'নিশ্চয়ই, আর শুধু আমি কেন,' ডঃ অ্যাম্ব্রিয়াডিস বললেন, 'আপনি নিজেও সেকথা মানবেন। আসলে আপনি আমায় এতক্ষণ যা শোনালেন তা আপনার মনগড়া এক যুক্তি ছাড়া কিছু নয়। আপনি মনে মনে ভেবেছেন। যদি এমন হত।'

'কিন্তু শীলাকে খুন করার মোটিভ লোনারগানের ঠিকই ছিল,' নিউটন বললেন, 'সে সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করেছিল কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কেউ তাকে সন্দেহ করেনি।'

'বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ান মিঃ নিউটন, 'ডঃ অ্যাণ্ড্রিয়াডিস বললেন, 'আপনি গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, হঠাৎ এক হাসির আওয়াজ শুনে আপনার ঘুম গেল ভেঙ্গে তারপর খবরের কাগজে শীলার বাবার মৃত্যুসংবাদ পড়ে এক মনগড়া কাল্পনিক কাহিনী ফাঁদলেন গোয়েন্দা গল্পের মত। আমি এটাই বুঝেছি।'

'ডাক্তার,' নিউটন বললেন, 'আপনার বিশ্বাস উৎপাদন করতে না পারলে আর কাউকেই বিশ্বাস করতে পারব না আমি। কিন্তু পাহাড়ের ধারে ত আপনি ছিলেন না, কাজেই সে হাসি কি ভয়ানক তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। সাক্ষী মিঃ ফানুসের মত এখন আমিও বলতে পারি যে সে হাসিতে খুনীর হিংস্র উল্লাস মেশানো ছিল। অন্ততঃ খুনীর হিংস্র উল্লাস মেশানো হাসি কিরকম হয় তা জানতে আমার বাকি নেই।'

হঠাৎ পশ্চিম দিগন্ত লালে লাল হয়ে সূর্য অস্ত গেল। এক ডাক্তার আর এক আইনবিদ গোধূলির মরা আলোয় দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে।